Moor Johan.

Open deandify and

D. brind

নুরজাহান

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

নাটক

(১৩১৪ সাল ১লা চৈত্র শনিবার প্রথম
মিনার্ভা থিয়েটারে অভিনীত।)

দ্বিজেন্দ্রলাল রায়

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স
২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট ··· কলিকাতা-৬

দুই টাকা আট আনা

অষ্টম সংস্করণ
বৈশাখ—১৩৬১

উৎসর্গপত্র

বঙ্গসাহিত্যের গুরু

হিন্দুর হিন্দুত্বের প্রতিষ্ঠাতা

প্রাজ্ঞ, মনীষী, দেশভক্ত, স্বধর্ম্মরত

ভারতের গৌরব

বঙ্কিমচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় সি, আই, ই-র

পুণ্যস্মৃতি উদ্দেশে

এই নুরজাহান নাটক

উৎসর্গীকৃত হইল
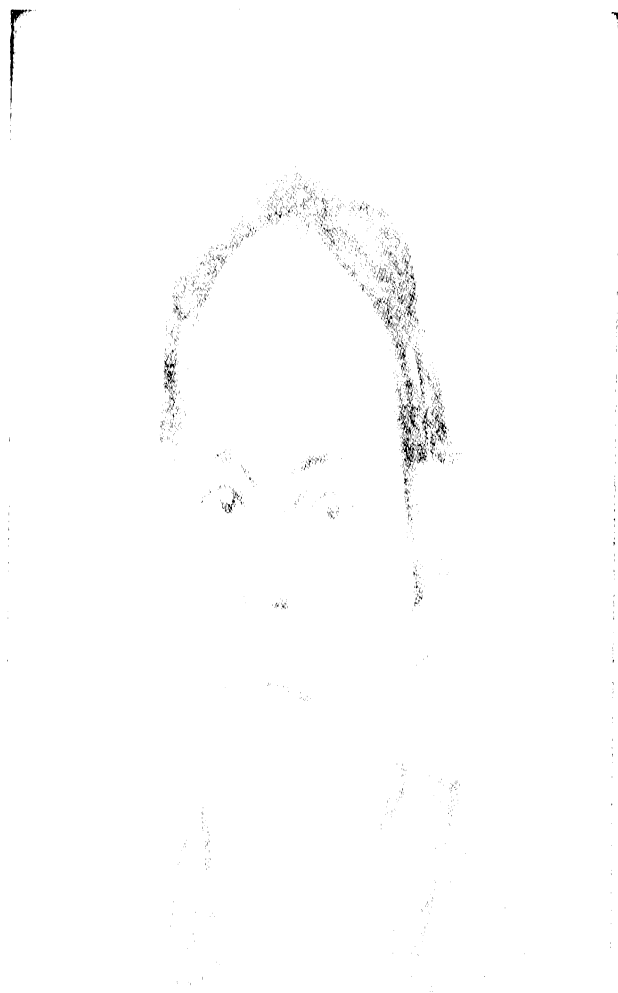
নুরজাহান

প্রথম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—বর্দ্ধমানে দামোদরতটে শের খাঁর বাটীর প্রাঙ্গণস্থ উদ্যান

উদ্যানটি অতি যত্নে লালিত। কেতকীকদম্বাদি পুষ্প চারিদিকে ফুটিয়া আছে। সম্মুখে ভাদ্রমাসের ভরা দামোদর খরস্রোতে বহিয়া যাইতেছে। সূর্য্য এখনও অস্তে যায় নাই। তাহার কনকরশ্মি আসিয়া নদবক্ষে ও নদের দুইধারে শুইয়া আছে।

শের খাঁ ও তাঁহার স্ত্রী নুরজাহান (তখনও তাঁহার নাম নুরজাহান হয় নাই, তখন তাঁহার নাম মেহেরুন্নিসা) সেই নদতটে একটি বেদীর উপর বসিয়াছিলেন। তাঁহাদের কন্যা লয়লা ও নুরজাহানের ভ্রাতা আসফের কন্যা খাদিজা একটা গান গাহিতেছিল। তাঁহারা একাগ্রমনে তাহাই শুনিতেছিলেন

গীত

অতুল চিরবিমোহন তুমি সুন্দর সুরধাম।
শতস্মিতপরীবিহরিত, কুসুমিত, সুশ্যাম।
শতশীতলঘননিকুঞ্জ, শতবিহঙ্গ-মুখরিত রে,
শতনির্ঝরঝর্ঝরঝঙ্কারিত অবিরাম।
—মলয়ানিলসেবিত মৃদু অমরক্লপরাশি রে,—
বন উপবনময় শিহরিত গীতিগন্ধহাসি রে;
হা অনাথা অমরাবতী! কি সুখে হতভাগিনী!
হাস হাস হাস তবু সুভূষিত অবিরাম!

~~শের খাঁ। সুন্দর!~~ যাও, তোমরা খেলা কর গে যাও।

বালিকাদ্বয় দূরে চলিয়া গেল

নুরজাহান। কি সুন্দর এই বঙ্গদেশ! এর বিস্তীর্ণ ক্ষেত্র—যা'র উপর দিয়ে শ্যামলতার ঢেউ ব'য়ে যাচ্ছে; এর নদনদী—যার অগাধ সলিলসম্ভার যেন আর সে ধ'রে রাখ্‌তে পার্চ্ছে না; এর নিকুঞ্জবন—যেথানে ছায়াসুগন্ধসঙ্গীত যেন পরস্পরকে জড়িয়ে শুয়ে আছে! সমস্ত দেশটা যেন একটা অপার্থিব সুখস্বপ্ন দেখ্‌ছে।

শের। ঈশ্বর এর অধিবাসীদের এমন দেশ দিয়েছেন; কিন্তু তা' রক্ষা কর্ব্বার শক্তি দেন নাই।

নুরজাহান। না প্রিয়তম, আমার বোধ হয়, এত সুখ এদের সৈলো না। এত সুখ বুঝি কারো সয় না!

শের। না মেহের! এই দেশের এই উর্ব্বর সৌন্দর্য্যই তার কালস্বরূপ হ'য়েছে। এই বঙ্গভূমি অত্যধিক আদরে তার সন্তানদের মাথা খেয়েছে। আদর উত্তম জিনিষ। সে বৃষ্টিধারার মত ধরণীকে শ্যামলা করে। কিন্তু অত্যধিক আদর অতিবৃষ্টির মত নিজের কাজ নিজেই নষ্ট করে।

নুরজাহান। তবে তুমি অত্যধিক আদর দিয়ে আমায় নষ্ট কর্চ্ছ?

শের। তোমায় মেহের! আমার মনে হয়, তোমায় আমি যথেষ্ট আদর কর্ত্তে পারি না।

নুরজাহান। দেখ প্রিয়তম! লয়লা আর খাদিজা ঐ নদের ধারে কেমন গলা ধরাধরি করে' বেড়াচ্ছে—যেন দুটি পরীশিশু!

শের। দুটির মধ্যে একটি ত বটে।

নুরজাহান। ওদের পাশে ঐ স্থলপদ্মগুলি ফুটে রয়েছে। ওদের আর স্থলপদ্মগুলির উপর সূর্য্যের শেষ কনকরশ্মি এসে পড়েছে। কে বল্‌বে—কোন্‌গুলি সুন্দর—ঐ গাছের স্থলপদ্মগুলি, না আমাদের ঐ স্থলপদ্ম দুটি?

~~শের। সত্য প্রিয়তমে!~~

নুরজাহান। ~~ওদের পিছনে~~ শরতের ভরা দামোদর দুকূল ছেয়ে উদ্দাম অস্থির বেগে চলেছে! কি সুন্দর!

শের। কি সুখী আমরা মেহের!

শের খাঁ এই বলিয়া নুরজাহানের হাতে হাত দিলেন
নুরজাহান অবিচলিত অন্যমনস্কভাবে কহিলেন—

নুরজাহান। কিন্তু এত সুখ বুঝি সৈবে না।

শের। কেন সৈবে না মেহের? আমরা কারো কাছে কোন অপরাধ করি নি; কারো কিছু ধারি না; আমরা শুদ্ধ পরস্পরকে ভালবেসে সুখী। এই অপরাধে আমাদের সুখ সৈবে না?

নুরজাহান। কি অপরাধ করেছিল এই বঙ্গবাসী নাথ? তারা নিজের সুখেই মগ্ন ছিল। কিন্তু সৈল না। এত সুখ সয় না। নিজের সৈলেও পরের সয় না। ঈর্ষা হয়, লোভ হয়, কেড়ে নিতে ইচ্ছা হয়।

এই সময় পশ্চাৎ হইতে নুরজাহানের ভ্রাতা আসফ হঠাৎ আসিয়া হাসিয়া কহিলেন—

আসফ। কিন্তু আমি আপনাদের—

নুরজাহান। (চমকিয়া) কে! আসফ নাকি?

শের। আসফই ত দেখ্‌ছি!

এই বলিয়া উঠিয়া দাঁড়াইয়া তাঁহার হস্ত ধরিলেন

আসফ। আমি বল্‌তে যাচ্ছিলাম খাঁসাহেব, যে আমি মহাশয়দের কিছু কেড়ে নিতে আসি নি; বরং কিছু দিতে এসেছি।

শের। কি দিতে এসেছো?

আসফ। শীঘ্র বল্‌ছিনে বড়—আগে—

নুরজাহান। পিতার মঙ্গল ?

আসফ। হাঁ মেহের। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর—

শের। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর কে ?

আসফ। কেন!—সেলিম। তিনি আকবরের মৃত্যুর পর 'জাহাঙ্গীর' উপাধি নিয়ে সম্রাট্ হয়েছেন, তা তোমরা শোনো নি নাকি ?

নুরজাহান। সম্রাট্ আকবরের মৃত্যু হয়েছে ?

আসফ। শোন নি!—অবাক্ করেছো।

শের। না, আমরা শোনবার অবসর পাই নাই। আমরা নিজের সুখেই বিভোর আছি।

আসফ। সত্য শোনো নি ?

শের। না আসফ। তা'তে আমাদের কি যায় আসে ? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি!

আসফ। খুব যে যায় আসে, তা আমি এক্ষণেই দেখাবো—

শের। আপাততঃ ভিতরে চল। অন্ধকার হয়ে এলো। চল মেহের—

নুরজাহান। চল যাচ্ছি।

আসফ ও শের খাঁ গৃহাভিমুখী হইলেন

আসফ। খাদিজা কোথায় ?

শের। ঐ দেখছ না, লয়লার সঙ্গে গলা ধরাধরি ক'রে বেড়াচ্ছে ?

আসফ। সুখে আছে দেখ্ছি।

উভয়ে চলিয়া গেলেন

নুরজাহান। সেলিম সম্রাট্।—আবার সে কথা কেন মনে আসে ?—না, সে চিন্তাকে আমি মনে আস্তে দিব না—না না না! সে প্রথম

যৌবনের একটা খেয়াল মাত্র। এখন আবার সে চিন্তা কেন! সেলিম সম্রাট্, তাতে আমার কি? আদার ব্যাপারীর জাহাজের খবরে কাজ কি।

এই সময়ে শের খাঁ পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

শের। মেহের—বড় সুসংবাদ।

নুরজাহান। কি নাথ।

শের। সম্রাট্ জাহাঙ্গীর আমাকে পাঁচহাজারীর পদ দিয়ে আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

নুরজাহান। সর্ব্বনাশ।

শের। সে কি!—এ আমার মহৎ সম্মান।

নুরজাহান। যাবে?

শের। যাবো বৈ কি।

নুরজাহান। যেও না বল্‌ছি।—খবর্দ্দার!

শের। অত উত্তেজিত হ'চ্ছ কেন? এ ত পরম আনন্দের কথা।

নুরজাহান। শোন কথা—যেও না বল্‌ছি—সাবধান!

এই বলিয়া নুরজাহান দ্রুত চলিয়া গেলেন

শের। আশ্চর্য্য! মেহের হঠাৎ এত উত্তেজিত হ'ল কেন! মেহের মাঝে মাঝে বিচলিত হয় বটে, কিন্তু এত বিচলিত হ'তে তাকে সম্প্রতি কখনও দেখি নি।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের প্রাসাদের অন্তঃপুরকক্ষ

কাল—প্রাহ্ণ

সম্রাট্ জাহাঙ্গীর ও সম্রাজ্ঞী রেবা দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন। রেবা শুভ্রবসনপরিহিতা সদ্যঃস্নাতা আলুলায়িতকেশা। হস্তে পূজার পাত্র

রেবা। সত্য বল।

জাহাঙ্গীর। আমি সত্য বল্‌ছি রেবা, শের খাঁ আমার দক্ষ ধনাধ্যক্ষ আয়াসের জামাতা। আর শের খাঁ স্বয়ং একজন বিশিষ্ট ব্যক্তি। তাঁকে তাঁর উপযুক্ত পদ দিবার জন্য আগ্রায় ডেকে পাঠিয়েছিলাম।

রেবা। তাঁর স্ত্রীর প্রতি তোমার এতটুকু আসক্তি নাই?—এতটুকু? ভেবে দেখ।

জাহাঙ্গীর। আমার অন্তর গুহার যতদূর পর্য্যন্ত দেখ্‌তে পাচ্ছি, এর মধ্যে কোন গূঢ় মতলব নাই।—তুমি ক্ষুণ্ণ হো'য়ো না রেবা।

রেবা। দেখ নাথ, আমি যে কথা জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি, সে এই কারণে যে, সে পরকীয়া। যদি তাকে বিবাহ করা তোমার সম্ভব হো'ত, ত কোন কথা কইতাম না। কিন্তু এটা হচ্ছে আর একজনের ঘর ভাঙ্গার বিষয়—এক পরিবারের সুখ-শান্তি বিনাশ করার কথা। সে যে মহাপাপ! তাই চিন্তিত হই। চিন্তিত হই—আমার জন্য নয় নাথ চিন্তিত হই তোমারই জন্য।

জাহাঙ্গীর। রেবা, তুমি আমার জন্য যেমন সদাসর্ব্বদা চিন্তিত সেই রকম আগ্রহে যদি আমায় ভালোবাসতে পার্ত্তে।

রেবা। স্বামি!—এখনও সেই কথা?

জাহাঙ্গীর। কেন নয় রেবা? সেদিন আমি যেমন তোমার প্রণয়-

ভিক্ষু ছিলাম, আজও সেইরকম তোমার প্রণয়ভিক্ষু আছি। সেই জীবনের রহস্যময় প্রভাতে আমি তোমার হৃদয়তীর্থের উদ্দেশে যাত্রা করেছিলাম,—কাছেও এসেছিলাম। কিন্তু তার মধ্যে প্রবেশের অধিকার পাই নাই।

রেবা। প্রভু, কতবার বলেছি, আবার বল্‌তে হবে? আমাদের এ কি বিবাহ? না একটা রাজনৈতিক বন্ধন মাত্র? হিন্দু আর মুসলমান মেশাবার জন্য, আপনার পিতার একটি জাতীয় উদ্দেশ্য-সাধনের উপায়-মাত্র। সে উদ্দেশ্য মহৎ! তাঁর জন্য আমরা দুজনেই নিজের সুখ বিসর্জ্জন দিতে বসেছি।—রাজার কর্ত্তব্য বড় কঠোর। সে কর্ত্তব্য সাধন কর্ত্তে যদি না পার নাথ, তা হ'লে এ সাম্রাজ্য একখানি মেঘের প্রাসাদের মত আকাশে বিলীন হ'য়ে যাবে। না প্রভু, আমাদের এ জন্ম দুঃখের! তবে সেই দুঃখ পরের জন্য বহন কর্চ্ছি, সেই আমাদের সুখ!

জাহাঙ্গীর। সকলের সাধ্য সমান নহে রেবা।—যাক্ সে সব পুরাণো কথা। আজ কেন আবার সে কথা মনে হ'ল কে জানে!—ঐ যে কুমার খসরু আস্‌ছে। দেখ রেবা, খসরুকে আমি সাবধান করে' দিচ্ছি, তুমিও সাবধান করে' দিও।

সম্রাটের জ্যেষ্ঠপুত্র খসরু প্রবেশ করিয়া অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর। খসরু! তোমায় কেন ডেকে পাঠিয়েছিলাম, শোন। তোমার বিপক্ষে বিষম অভিযোগ শুনেছি।

খসরু। কি অভিযোগ পিতা?

জাহাঙ্গীর। যে তুমি আবার আমার বিপক্ষে বিদ্রোহের মন্ত্রণা কর্‌ছ। সে কথা কি সত্য?

খসরু। না পিতা।

জাহাঙ্গীর। সত্য হোক মিথ্যা হোক, তোমায় এক কথা বলে'

রাখি খসরু! দেখ, তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র। তুমি ভারতের ভাবী সম্রাট্। নিজের দোষে সব হারিও না।

খসরু। না পিতা।

জাহাঙ্গীর। তুমি যদি অযথা আচরণ কর, তা হ'লে যদিও তুমি আমার জ্যেষ্ঠপুত্র, যদিও তুমি তোমার মায়ের স্নেহপুত্তলী, যদিও তুমি সর্ব্বজন-প্রিয়, তবু যদিও তুমি অন্যায় কর, তা' হ'লে তোমার কাকুতি, তোমার মায়ের অশ্রু, আর আমার স্নেহ, তোমাকে তোমার সমুচিত দণ্ড হ'তে রক্ষা কর্‌তে পার্ব্বে না। মনে রেখো—

এই বলিয়া সম্রাট চলিয়া গেলেন

রেবা তখন খসরুর স্কন্ধে হাত দিয়া সস্নেহ মৃদুস্বরে কহিলেন—

রেবা। খসরু!

খসরু। মা!

রেবা। এ কথা সত্য?—চুপ ক'রে রৈলে যে?—এ কথা সত্য?

খসরু। না মা, মিথ্যা।

রেবা। না খসরু, এ কথা সত্য। আমি তোমার নতদৃষ্টিতে, ভগ্ন-স্বরে, অস্থির ভঙ্গিমায় বুঝ্‌তে পার্চ্ছি। আমার কাছে কেন মিথ্যা বল্‌ছ খসরু! আমি তোমার মা। আমার কাছে মিছা কথা! আমি জিজ্ঞাসা কর্চ্ছি। বল। এ কথা সত্য?

খসরু ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া নতশিরে কহিলেন—

খসরু। হাঁ মা, এ কথা সত্য।

রেবা। তা পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম। শোনো। কদাপি এ কাজ কোরো না। বল—চুপ ক'রে রৈলে যে? বল কর্ব্বে না?

খসরু। না মা, আমি তা বল্‌তে পার্‌ব না। আমি তা'দের কাছে অঙ্গীকার করেছি।

রেবা। অন্যায় অঙ্গীকার করেছ! সে অঙ্গীকার ভঙ্গ করাই ধর্ম্ম। বল শপথ কর—

খসরু। মা—

বলিয়া মস্তক অবনত করিলেন

রেবা। দেখ খসরু, আমি তোমার মা। মায়ের চেয়ে ভাব্‌বার জন সংসারে আর কেউ নাই। তার দেহ, স্নেহ, মন, তার প্রবৃত্তি, তার ইহ-জীবন, সন্তানের লালনের জন্যই গঠিত। আমি তোমার সেই মা। আমি দিবারাত্র তোমারই মঙ্গলকামনা করি। বিনিময়ে তোমার কাছে কিছুই চাহি না। বিনিময়ে কেবল তোমারই কল্যাণ চাহি। আমি তোমারই কল্যাণের জন্য বল্‌ছি, এ কাজ কদাপি ক'রো না। বল কর্ব্বে না?

খসরু। না, কর্ব্ব না।

রেবা। আমার পা ছুঁয়ে শপথ কর।

খসরু। (আ বৎ করিয়া) শপথ কচ্ছি, কখন কর্ব্ব না।

রেবা। এখন এস বৎস।

খসরু চলিয়া গেলেন

রেবা। মায়ের এত সুখ! ভগবান্, সন্তানের শুভকামনা ক'রেই মায়ের এত সুখ!

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—প্রান্তর। কাল—শীতের প্রভাত

পুরবাসিবর্গ প্রভাতরৌদ্রে বসিয়া গল্প করিতেছিল

১ম পুরবাসী। তুমি শের খাঁকে দেখেছো?

২য় পুরবাসী। এর আগেও জান্‌তাম, তার পর তাঁর আগ্রায় ফিরে আসার পরও তাঁকে দু'তিনবার দেখেছি।

৩য় পুরবাসী। (সগর্ব্বে) আমার সঙ্গে তার বহুদিনের আলাপ!

১ম পুরবাসী। আগ্রায় তিনি এসেছেন কবে?

২য় পুরবাসী। এই মাসখানেক হবে।

১ম পুরবাসী। দেখ্‌তে কি রকম?

২য় পুরবাসী। দেখ্‌তে একটা ছোট-খাটো পাহাড়ের মত।

৩য় পুরবাসী। বাপ্‌! কি শরীর! বুকখানা যেন একখানা মাঠ!

১ম পুরবাসী। নৈলে শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে লড়ে?

৩য় পুরবাসী। হাতিয়ার নিয়েই বা কয়জন পারে?

৪র্থ পুরবাসী। কিন্তু আমার বোধ হয় যে, কথাটা সত্যি নয়।

২য় পুরবাসী। এ আবার কি বলে!

৩য় পুরবাসী। বল্‌ছে, এ কথাটা সত্যি নয়।

১ম পুরবাসী। সত্যি নয় কেন?

৩য় পুরবাসী। হাঁ, বল ত চাঁদ! সত্যি নয় যে বল্লে—কেন?

৪র্থ পুরবাসী। কেন? আচ্ছা শোন।—শের খাঁ—হাঁ—দেখ্‌তে—গায়ে জোর আছে বলে' বোধ হয় বটে—

২য় পুরবাসী। বোধ হয়?

৪র্থ পুরবাসী। না হয় আছে। বোধ হয়টা না হয় নাই ব'ল্লাম। কিন্তু শুধু হাতে সে যদি বাঘের সঙ্গে লড়ে' থাকে, তা হ'লে হয় শের খাঁ লড়ে নি, স্বয়ং ইন্দ্রজিৎ এসে লড়েছে; নয় সেটা বাঘ নয়; সেটা বনবিড়াল।

১ম পুরবাসী। সঙ্গে যারা গিয়েছিল, তারা সবাই বল্লে লড়েছে।

৪র্থ পুরবাসী। হুঁঃ—অমন বলে' থাকে। শোনা কথায় বিশ্বাস কর্ত্তে নেই। নিজের চক্ষে দেখেছ? আমি বল্লাম লড়ে নি।

৩য় পুরবাসী। হুঁঃ—অমনি বল্লেই হ'ল লড়ে নি—

৪র্থ পুরবাসী। আমি বল্লাম লড়ে নি। সাবুদ কর।

২য় পুরবাসী। এ লোকটা বড় ফ্যাসাদে লোক বলে' বোধ হচ্ছে।

৪র্থ পুরবাসী। প্রমাণ কি? শোনা কথা কোন প্রমাণই নয়।

পঞ্চম ব্যক্তি একটু দূরে বসিয়া রৌদ্র পোহাইতেছিল ও এ সব তর্ক নীরবে এতক্ষণ শুনিতেছিল। সে অগ্রসর হইয়া কহিল—

৫ম পুরবাসী। বটে! শোনা কথা কথাই নয় বটে!—এস ত তোমায় একবার জেরা করি।

৪র্থ পুরবাসী। আচ্ছা কর।—

এই বলিয়া সে সদর্পে তাহার সম্মুখীন হইল।

৫ম পুরবাসী। তোমার নাম কি?

৪র্থ পুরবাসী। আবুহুসেন।

৫ম পুরবাসী। কেমন করে' জান্‌লে?

৪র্থ পুরবাসী। বাপ্ দিয়েছিল।

৫ম পুরবাসী। দিতে দেখেছ? মনে আছে?

৪র্থ পুরবাসী। না—তবে লোকে ত ঐ বলে' ডাকে।

৫ম পুরবাসী। তবে শোনা কথা?—তোমায় নাম, আমি বল্লাম, আবুহুসেন নয়।

১ম পুরবাসী। কেমন!

৩য় পুরবাসী। এবার সেয়ানে সেয়ানে কোলাকুলি। এস ত বাপধন! আমাদের মূর্খ পেয়ে বিদ্যা জাহির করা হচ্ছিল।—এখন!

২য় পুরবাসী। কর কর—জেরা কর। বেটা মুষড়ে থাক্!

৫ম পুরবাসী। তার পর তোমার বাপের নাম কি?

৪র্থ পুরবাসী ইয়াদ আলি।

৫ম পুরবাসী। এও শোনা কথা?

৪র্থ পুরবাসী। কি রকম?

৫ম পুরবাসী। তোমার বাপ যে ইয়াদ্ আলি, তা জান্‌লে কেমন করে' ?—শোনা কথা। কেমন! শোনা কথা কি না ?

৪র্থ পুরবাসী। হাঁ—তা একরকম শোনা কথাই বল্‌তে হয় বৈকি!

৫ম পুরবাসী। ব্যস্, তোমার বাপ ইয়াদ আলি নয়।

প্রথম, দ্বিতীয় ও তৃতীয় পুরবাসী উৎসাহে 'সাবাস্ সাবাস্' করিয়া লাফাইয়া উঠিল

২য় পুরবাসী। কর, জেরা কর—কর বেটাকে জেরা। বেটার আস্পর্দ্ধা—

৪র্থ পুরবাসী। আচ্ছা, আমার বাপ ইয়াদ আলি নয় যদি, তবে আমার বাপ কে ?

৫ম পুরবাসী। তা আমি কি জানি। তোমার বাপ নিতাই পাঁড়ে বা ভজন সিং যে কেউ হ'তে পারে!

৪র্থ পুরবাসী। (ক্রুদ্ধস্বরে) কি! আমি হ'লাম আবুহুসেন, আর আমার বাপ হ'ল নিতাই পাঁড়ে

৫ম পুরবাসী। তুমিই যে আবুহুসেন নও।

৪র্থ পুরবাসী। আমি আবুহুসেন নই—তবে আমি কে ?

৫ম পুরবাসী। যজ্ঞেশ্বর!

৪র্থ পুরবাসী। বটে! আমি যজ্ঞেশ্বর!—দেখি কেমন আমি যজ্ঞেশ্বর!

সে এই বলিয়া পঞ্চম পুরবাসীকে ধরিয়া প্রহার আরম্ভ করিল

৫ম পুরবাসী। আরে ছাড়ো ছাড়ো। উঃ বাবা রে! ছাড়ো—দেখ তোমরা—

৪র্থ পুরবাসী। কেমন, আমি আবুহুসেন নই ?

৫ম পুরবাসী। হাঁ হঁ, তুমি আবুহুসেন, তোমার বাপ আবুহুসেন, তোমার চৌদ্দপুরুষ আবুহুসেন।

৪র্থ পুরবাসী। আর আমার বাপ—

৫ম পুরবাসী। ঐ যে বল্লাম যে—আবুহুসেন।

৪র্থ পুরবাসী। আমিও আবুহুসেন, আমার বাপও আবুহুসেন? তা কখন হয়? না, আমার বাপ ইয়াদ আলি।

৫ম পুরবাসী। ভালো!—ইয়াদ আলি তোমার বাপ হ'লেই যদি তুমি খুসি হও—না হয় তোমার বাপ ইয়াদ আলি।

৪র্থ পুরবাসী। (তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া)—বেটা, আমার বাপ, আমার চৌদ্দ পুরুষ ভেস্তে দেবার চেষ্টায় আছে।

৫ম পুরবাসী। এবার আমার হার।

১ম পুরবাসী। কিসে হার!—মেরে ধরে'—

৩য় পুরবাসী। হার হ'তে যাবে কেন?

২য় পুরবাসী। তর্কে তোমার জিত।

৫ম পুরবাসী। না বাপুগণ, আমি বরাবরই দেখে আসছি, যার জোর বেশী, তর্কে তারই চিরকাল জিত—ঐ বাঁদরের রাজা আসছে। পালা—পালা সব।

১ম পুরবাসী। বাঁদরের রাজা কে?

৪র্থ পুরবাসী। পালাবো কেন?

২য় পুরবাসী। ঐ না কি?—ও ত বাঁদরও নয়—রাজাও নয়।—ও ত মানুষ।

৩য় পুরবাসী। কতকটা বানরের মত দেখতে বটে।

৫ম পুরবাসী। কিন্তু মানুষ খায়—

১ম পুরবাসী। বল কি!

৫ম পুরবাসী। কিষ্কিন্ধ্যা থেকে এসেছে।

৪র্থ পুরবাসী। সত্যি নাকি?

৫ম পুরবাসী। কুম্ভকর্ণের নাতি।

২য় পুরবাসী। ওরে বাবা!

৫ম পুরবাসী। গোঁফ দেখ্ছ না?

৩য় পুরবাসী। তাও ত বটে।

৫ম পুরবাসী। পালা পালা!

অন্য সকলে "পালা পালা" বলিয়া পলায়ন করিল। পরে বিপরীত দিক্ দিয়া বন্দররাজ আসিয়া সেখানে উপস্থিত হইলেন

বন্দররাজ। এই যে কেরামৎ।

৫ম পুরবাসী। এখানে আমায় ঠাহারাতে বলেছিলেন মহারাজ তাই?

রাজা। তা বেশ করেছিস, তোকে যা বলে' দিয়েছিলাম, মনে আছে?

কেরামৎ। আজ্ঞে মহারাজ। এ সব বিষয়ে আমার কদাচিৎ ভুল হয়।

রাজা। তবে কালই। শের খাঁ যখন সকালে পাল্কী করে' সম্রাটের সভায় যাবে—বুঝেছিস্?

কেরামৎ। আজ্ঞে।

রাজা। আমার মাহুতকে আমি বলে' রেখেছি। তবে সে শের খাঁকে চেনে না। বাঘের সঙ্গে লড়ে' শের খাঁ এ পাঁচ ছয় দিন শয্যাগত ছিল; বেরোয় নি। কাল বাদশাহ তাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। সে আস্বে নিশ্চয়ই? সেই ঠিক সময়। তার গায়ে এখনও বাঘের ক্ষত সারে নি।—বুঝেছিস্?

কেরামৎ। আজ্ঞে।

রাজা। তুই শের খাঁকে চিনিস্ ত বেশ?

কেরামৎ। আজ্ঞে শের খাঁকে চিনে চিনে আমার দাড়ি পেকে গেল।

রাজা। ব্যস্, তুই সেই হাতীর উপর থাক্‌বি। মাহুতকে চিনিয়ে দিবি—বুঝেছিস্?

কেরামৎ। হাঁ মহারাজ—

রাজা। আর দেখিস্, এটা যেন প্রকাশ না হয়।

কেরামৎ দুই অঙ্গুলি দিয়া নিজের ওষ্ঠদ্বয় চাপিয়া জানাইল যে তাহার দ্বারা এ কখনও প্রকাশ পাইবে না

বহুৎ ইনাম মিল্‌বে। যা।

কেরামৎ চলিয়া গেল

রাজা। সম্রাট্ কি খুসীই হবেন—যখন জানবেন যে, আমি নিজে থেকে শের খাঁকে তাঁর পথ থেকে সরিয়েছি। সে দিন রাত্রে সম্রাট্ আমাদের সম্মুখে যখন বল্লেন যে, "শের খাঁ বাঘের সঙ্গে লড়াইয়ে জিতেছে, তাতে আমি খুসী হয়েছি বটে, কিন্তু যদি বাঘ জিততো, তাতে আরো খুসী হতাম"—তখন তার মানে বুঝ্‌তে আর আমার বাকি রৈল না!—বাদশাহ আমার উপর কি খুসীই হবেন! উঃ!—কি খুসীই হবেন!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় শের খাঁর গৃহ। কাল—রাত্রি

দ্বিতল কক্ষে নুরজাহান ও তাঁহার জনৈক মহিলাবন্ধু কথোপকথন করিতেছিলেন

নুরজাহান। সেদিন সম্রাট্ সদলবলে রাজপথ দিয়ে মৃগয়া থেকে ফিরে আস্‌ছিলেন। তাদের মধ্যে কেউ কেউ 'সাবাস শের খাঁ' বলে চেঁচাচ্ছিল। আমি কুতূহলী হ'য়ে ব্যাপার দেখ্‌তে গবাক্ষদ্বারে গেলাম।

রমণী। তার পর?

নুরজাহান। গিয়ে দেখ্‌লাম একটা মহাসমারোহ। সম্রাট তার মধ্যে

ঘোড়ায় চড়ে'। তিনি হঠাৎ উপর দিকে চাইলেন। আমাদের চোখো-চোখী হোল। বোধ হোল সম্রাটের মুখ উজ্জ্বল হোল। আমার ধমনীতে উষ্ণ রক্তস্রোত বৈল। আমি রোষে, ক্ষোভে, লজ্জায় সরে' এলাম। তার পরেই আমার স্বামী ঘরের মধ্যে ক্ষতবিক্ষত দেহে এলেন। আমায় দেখে জিজ্ঞাসা কর্ল্লেন, কি হয়েছে মেহের? তাঁর সে স্বর ভর্ৎসনার চেয়ে কর্কশ বোধ হোল।

রমণী। তুমি যখন সম্রাটকে আগে থেকে ভালোবাস্‌তে, তখন শের খাঁর স্ত্রী হ'তে তোমার স্বীকার হওয়াই অন্যায় হয়েছিল।

নুরজাহান। না আমি সম্রাটকে কখন ভালোবাসি নাই। আমার সে ইতিহাস তোমায় কখন বলি নাই। কাউকেই বলি নাই। তবে তোমায় আজ বলি শোন। কারণ তোমার কাছে আমি আজ উপদেশ চাই।

রমণী। বল।

নুরজাহান। (ঈষৎ ভাবিয়া) না। বল্‌বেই ফেলি।—শোন। তখনও আমার বিবাহ হয় নি। কিন্তু শের খাঁর সঙ্গে তখন বিবাহের কথা ঠিক হয়ে গিয়েছে। তখন ভারতের সম্রাট্ আকবরসাহা। সে রাত্রে সম্রাট-পরিবারের রাত্রিভোজের পর, যখন আর সব অভ্যাগতেরা খেয়ে উঠে চলে' গিয়েছেন, অন্তঃপুরে সম্রাটের পরিজন ভিন্ন আর কেউ সেখানে ছিলেন না, তখন আমরা কয়েকজন মহিলা অবগুণ্ঠিত হ'য়ে তাঁদের সম্মুখে নৃত্য কর্ত্তে আরম্ভ করলাম।

রমণী। সে কি!

নুরজাহান। তুমি জানো না। এ একটা প্রথা আছে। সম্রাটের যাঁরা অতি আত্মীয়, তাঁদের মহিলারা অবগুণ্ঠিত হ'য়ে মাঝে মাঝে এরকম নৃত্য করেন।

রমণী। সত্যি নাকি!

নুরজাহান। আমার পিতা সম্রাটের অত্যন্ত প্রিয়পাত্র হওয়ার দরুণ সেই পরিবারের আত্মীয়মধ্যেই গণ্য ছিলেন। তিনি এ রকম নৈশ নৃত্যে আমার যাওয়ায় আপত্তি করেছিলেন। পরে আমি অনুনয় কর্‌লাম, আমার ভাই আসফও বল্লেন 'অবগুণ্ঠিত হয়ে নৃত্য কর্ব্বে, কেউ ত আর চিন্তে পার্ব্বে না', তখন পিতা স্বীকার হলেন।

রমণী। (সাগ্রহে) তারপর?

নুরজাহান। রাত্রিযোগে আমরা নৃত্য আরম্ভ কর্‌লাম। কুমার সেলিম সেখানে ছিলেন। বাদ্যের উপর আমাদের নৃত্য, তরঙ্গের উপর তরীর মত, তালে তালে উঠ্‌তে আর পড়্‌তে লাগ্‌ল! পরে আমি গান ধরে' দিলাম, অবগুণ্ঠনের ভিতর দিয়ে দেখ্‌লাম যে কুমার আমার নৃত্যে, কণ্ঠস্বরে মুগ্ধ হ'য়ে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে আছেন। মুখের আবরণ যেন আপনিই খুলে পড়্‌লো। আমাদের চারি চক্ষুর সম্মিলন হোল। অতি ত্রস্তভাবে আমি আবরণ মুখের উপর তুলে নিলাম। সেলিম উন্মত্তবৎ হ'য়ে আমার দিকে ধেয়ে এলেন। পরিবারের অপর লোক তাঁকে গিয়ে ধ'রে বসিয়ে দিলে। সভাভঙ্গ হোল। আমি যেন একটা বিজয়গর্ব্বে বাড়ী ফিরে এলাম।

রমণী। এখন বুঝ্‌তে পার্চ্ছি।

নুরজাহান। দুদিন পরে যখন একদিন আমার পিতা ও ভাই আসফ বাড়ী ছিলেন না, তখন সেলিম একেবারে আমার কাছে এসে উপস্থিত। তাঁর উদ্‌ভ্রান্ত কথাবার্ত্তায় বুঝলাম যে আমার জয় সম্পূর্ণ হয়েছে। আমি কোন কথা কহি নাই। এমন সময়ে আমার পিতা বাড়ী ফিরে এলেন। সেলিম ধীরে ধীরে বাড়ী থেকে চলে গেলেন। তার পরই শের খাঁর সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়ে সম্রাট্ আকবর শের খাঁকে বর্দ্ধমানের শাসনকর্ত্তা ক'রে পাঠালেন।

রমণী। তার পর তোমাদের আর সাক্ষাৎ হয় নাই?

নুরজাহান। না। তার পরে আগ্রায় ফিরে এসে এই সাক্ষাৎ!

রমণী। তবে তোমার এখনও তাঁর প্রতি আসক্তি আছে?

নুরজাহান। না, তাকে আশক্তি বলে না।—সে একটা উদ্দাম প্রবৃত্তি। হয়ত উচ্চাশা—হয়ত অহঙ্কার। কিন্তু আশক্তি নয়।

রমণী। আমি বলি তুমি বর্দ্ধমানে ফিরে যাও। নৈলে তোমার ভবিষ্যতে শান্তি নাই। দূরে চলে' গেলে আবার পুরাতনে মন বসবে।

নুরজাহান। (অর্দ্ধ স্বগত) অথচ শের খাঁর মত স্বামী কার? বীর্য্যে, ঔদার্য্যে, পবিত্রচরিত্রে, তাঁর মত কয়জন সংসারে আছে?—ঐ আমার পিতা আর স্বামী আস্‌ছেন।

রমণী। আমি এখন তবে আসি ভাই।

নুরজাহান। এসো ভাই। দেখো এসব কথা যেন প্রকাশ না পায়। তোমায়—আমার নিতান্ত অন্তরঙ্গ বন্ধু বলে' এসব কথা কইলাম, কিন্তু যেন প্রকাশ না পায়।

রমণী। না—তুমি বর্দ্ধমানে ফিরে যাও।

নুরজাহান। চল তোমায় নীচে রেখে আসি—

এই বলিয়া উভয়ে প্রস্থান করিলেন। ক্ষণপরে গল্প করিতে করিতে শের খাঁ ও নুরজাহানের পিতা সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ আয়াস সে কক্ষে প্রবেশ করিলেন

আয়াস। তোমায় শুধু হাতে বাঘের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ত্তে দেওয়ায় আমার একটু খট্‌কা লেগেছিল। কিন্তু পরে তোমায় আজ হস্তিপদে দলিত কর্ব্বার এই প্রয়াস—এতে আর সন্দেহ নাই যে সম্রাট তোমার জীবন নিতে চান! তবে ন্যায় বিচার সম্বন্ধে তাঁর একটা অহঙ্কার আছে, তাই তিনি প্রকাশ্যে তোমার প্রাণ নিতে পারবেন না, এই গুপ্ত উপায় অবলম্বন করেছেন। তুমি বলে'ই সে হস্তীকে আজ বধ কর্ত্তে পেরেছিলে; আর কেউ হ'লে তার নিশ্চয়ই প্রাণ যেত।

শের। কিন্তু আমি বুঝ্‌তে পাচ্ছি না যে, আমার জীবন নিয়ে সম্রাটের লাভ কি?

আয়াস। সরল, উদার শের খাঁ—এই জন্যই তোমায় এত ভালবাসি। কথাটা তোমায় আগে বলিনি। সঙ্কোচ হচ্ছিল। কিন্তু যখন এটা জীবন মরণের কথা, তখন তোমায় সে কথা আর না বল্লে চল্‌ছে না—শোন। তোমার মৃত্যুতে সম্রাটের লাভ—আমার কন্যা অর্থাৎ তোমার স্ত্রী মেহের উন্নিসা।

শের। কি!—সম্রাট কি তবে—

এই বলিয়া শের খাঁ সহসা স্বীয় তরবারিতে হাত দিলেন

আয়াস। অমন দপ করে জ্বলে' উঠো না! স্থির হ'য়ে শোন। মেহেরের যখন তোমার সঙ্গে বিবাহ হয়নি, তখনকার কথা তোমার মনে আছে ত?

শের। আছে। কিন্তু মানুষকে এত নীচ কখনও কল্পনা কর্ত্তে পারি নি—যে, বিবাহিতা নারীকে—

আয়াস। আমার উপদেশ শোনো শের খাঁ! তুমি বঙ্গদেশে ফিরে যাও। সম্রাট পরাক্রান্ত। তুমি এখানে থাক্‌লে তোমার প্রাণ যাবে।

শের। ফিরে যাবো?

আয়াস। হাঁ। আর যে কয়দিন এখানে থাকো, সাবধানে থেকো। ঘর থেকে বেরিও না! তোমার শরীরে এখনও বাঘের ক্ষত আছে। বল্লেই হবে আবার তুমি শয্যাগত। বেরিও না। আর ঘরের দরোজা বন্ধ ক'রে শুয়ো। রাত্রি হয়েছে, আমি যাই।

এই বলিয়া বৃদ্ধ আয়াস ধীরে ধীরে কক্ষ হইতে চলিয়া গেলেন

শের। সে এখন অপরের স্ত্রী, তা সত্ত্বেও সম্রাট—উঃ ভাবিয়ে দিলে! বিষম ভাবিয়ে দিলে!

এই সময়ে নুরজাহান সেই কক্ষে পুনঃ প্রবেশ করিলেন

শের। এই যে মেহের।—কোথায় ছিলে ?

নুরজাহান। মহীউদ্দিনের স্ত্রী এসেছিলেন। তাঁকে রেখে আস্‌তে নীচে গিয়েছিলাম। বাবা এসেছিলেন ?

শের। হাঁ (মৃদুস্বরে)—মেহের! চল আমরা আবার বর্দ্ধমানে যাই।

নুরজাহান। (সহসা) হাঁ বেশ। চল যাই। কালই চল!

শের। তা উত্তেজিত হচ্ছ কেন মেহের? কি হয়েছে?

নুরজাহান। কিছু না—কেবল আমার এখানে একদণ্ডও থাক্‌তে ইচ্ছা নাই। আর কিছু না (দৃঢ়স্বরে) আমি এখানে থাক্‌তে চাই না।

শের। বেশ! তাই হবে। শীঘ্রই বর্দ্ধমানে ফিরে যাবো।—চল, নীচে চল। আহার নিশ্চয়ই প্রস্তুত। চল।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সম্রাটের প্রাসাদকক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

জাহাঙ্গীর একাকী সে কক্ষে পাদচারণা করিতেছিলেন

জাহাঙ্গীর। না। আর ইচ্ছাকে দমন ক'রে রাখ্‌তে পারি না! সেদিন থেকে কি একটা উন্মাদনা যেন আমার মনকে অধিকার করেছে। কিছুতেই তার স্মৃতির হাত এড়াতে পারি না! সেদিন গবাক্ষপথে দেখলাম—কি সে মূর্ত্তি!—যেন তুষারের উপর উষার উদয়; যেন শুব্ধ নিশীথে ইমনের প্রথম ঝঙ্কার; যেন মনুষ্যের প্রথম যৌবনে প্রেমের প্রভাত!—সে একটা নিঃসঙ্গ স্বপ্নের মত নয়, মধুর রাগিণীর মত নয়, প্রস্ফুটিত পুষ্পের মত নয়! সে যেন একটা আনন্দের উত্থান,

সৌন্দর্য্যের তরঙ্গকল্লোল, মহিমার সমারোহ!—সে যেন ভারতের নয়, ইরাণের নয়, আরবের নয়; ভূত, ভবিষ্যৎ কি বর্ত্তমানের নয়; স্বর্গের নয়, মর্ত্ত্যের নয়! সে যেন সব দেশের; সব কালের; স্বর্গের ও মর্ত্ত্যের—উভয়েরই দেখ্‌বার জন্য, উভয়ের মধ্যে সংরক্ষিত একটা পৃথক সৃষ্টি!—যেন দেবতার প্রেরণা, কবির সফল স্বপ্ন, ব্রহ্মাণ্ডের বিস্ময়!—কি সে মূর্ত্তি!

এই সময়ে বন্দররাজ আসিয়া সম্রাট্‌কে অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর। এই যে এসেছেন রাজা। আমি এতক্ষণ সাগ্রহে আপনার প্রতীক্ষা কচ্ছিলাম।

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। আমি আপনাকে ডেকে পাঠিয়েছি কেন অনুমান করেছেন বোধ হয়?

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। শের খাঁ এখান থেকে বঙ্গদেশে চলে' গিয়েছেন। ঐ কারণেই গিয়েছেন নিশ্চয়। অন্য কোন কারণ থাক্‌লে নিঃসন্দেহ আমায় জানিয়ে যেতেন।

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। তবে আর গোপন করবার প্রয়োজন নাই। এবার প্রকাশ্য ভাবে শের খাঁর এই বিধবাকে চাই। (সপদদাপে) বুঝতে পেরেছেন?

রাজা কম্পিতকলেবরে ও অস্ফুট স্বরে প্রায় সঙ্গে সঙ্গে কহিলেন—

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। ভয় পাবেন না! আমি অত্যন্ত উত্তেজিত হয়েছি। আমার ক্রোধ আপনার উপর নয়—এই শের খাঁর উপর! আপনি আমার ইচ্ছা ব্যক্ত হ'বার আগে বুঝেছিলেন। আপনার প্রতি আমি

প্রসন্ন আছি। আর যদি সফল হ'ন, ত' আমি আপনাকে আশাতীত পুরস্কার দিব—আমি তাকে চাই।

রাজা। যে আজ্ঞা খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। বঙ্গদেশের সুবাদারকে বলে' পাঠিয়েছিলাম, তা দেখছি সে ভীরু, অথবা এ বিষয়ে উদাসীন। আপনার গিয়ে তাকে এ বিষয়ে উত্তেজিত কর্ত্তে হবে। বুঝলেন?

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। কালই যাবেন—প্রত্যূষে। বুঝেছেন? অবিলম্বে। যত শীঘ্র সম্ভব। আমি তাকে চাই-ই—বুঝেছেন?

রাজা। খোদাবন্দ!

জাহাঙ্গীর। তবে আপনি এখন যেতে পারেন—আশাতীত পুরস্কার। —বুঝেছেন?

রাজা। খোদাবন্দ।

জাহাঙ্গীর। যান।

রাজা চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর। জানি এ ঘোরতর অন্যায়—ভয়ানক অবিচার। তবু শের খাঁকে মর্ত্তে হবে। আমি তাকে বলেছিলাম তার স্ত্রীকে পরিত্যাগ করে' আমায় দিতে। তাতে সে বীরের মতই উত্তর দিয়েছিল। তবু তারই জন্য তাকে মর্ত্তে হবে। যখন বিকার হয়, তখন অতি স্বাদু হিতকর জিনিসও বমন হ'য়ে যায়। ন্যায় অন্যায় বিচার বহুদূরে স'রে গিয়েছে। হিতাহিত বিবেচনা শক্তি আর আমার নাই। তাকে মর্ত্তে হবে।

একজনকে মার্ব্বো—আর তাও সে ঘুমিয়ে! এ হ'তে পারে না—উঠ্‌তে দাও।

তাঁহার কথায় শের খাঁর নিদ্রাভঙ্গ হইল

শের। (উঠিয়া) এই ত কথার মত কথা।

এই বলিয়া তিনি স্বীয় তরবারি লইতে উদ্যত হইলে দস্যুগণ তাঁহাকে আক্রমণ করিতে গেল। সর্দ্দার দস্যু আবার কহিল—

সর্দ্দার। এখনও নয়; তরবারি নিতে দাও।

শের। (তরবারি লইয়া) এখন এসো।

দস্যুদিগের সঙ্গে শের খাঁর যুদ্ধ হইল। দস্যুগণ একে একে শের খাঁর তরবারির আঘাতে ধরাশায়ী হইল।

শের খাঁ তখন সর্দ্দার দস্যুকে কহিলেন—

তোমায় মার্ব্বো না—তুমি আমায় বাঁচিয়েছো। অস্ত্র পরিত্যাগ কর।

সর্দ্দার দস্যু অস্ত্র পরিত্যাগ করিলে শের খাঁ কহিলেন—

এখন বল কার হুকুমে আমায় বধ কর্ত্তে এসেছিলে?

এই সময়ে নুরজাহান সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

নুরজাহান চারিদিকে বিক্ষিপ্ত মৃতদেহ দেখিয়া ও শের খাঁকে রক্তাক্ত দেখিয়া ভীতস্বরে কহিলেন—

নুরজাহান। একি! এ সব কারা!

শের। ভয় পেয়ো না মেহের। আমি এদের সব শেষ করেছি। এই সর্দ্দার একরকম আমায় বাঁচিয়েছে। বল সর্দ্দার এখন কার হুকুমে আমায় বধ কর্ত্তে এসেছিলে?

সর্দ্দার। সুবাদারের হুকুমে।

শের। সুবাদার আমায় বধ কর্ত্তে চান কেন?

সর্দ্দার। বাদসাহের হুকুম।

~~শের খাঁ নুরজাহানের প্রতি একবার চাহিলেন।~~ পরে ~~সর্দ্দারকে কহিলেন—~~

শের। যাও।

সর্দ্দার চলিয়া গেল

~~নুরজাহান। কি সম্রাটের হিংসা এখানে পর্য্যন্ত! কি অত্যাচার? কি দৌরাত্ম্য!~~

শের ॥ কি সম্রাটের হিংসা এখানে পর্য্যন্ত এসেছে
পাপাচার — বর্দ্ধমান।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আকবরের সমাধির সন্নিহিত কানন। কাল—রাত্রি

চক্রান্তকারিগণ সেখানে দাঁড়াইয়া যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন

১ম চক্রান্তকারী। কুমার বিদ্রোহ কর্ত্তে স্বীকার হলে হয়।

২য় চক্রান্তকারী। কিছু বিশ্বাস নাই।

৩য় চক্রান্তকারী। হাঁ, যে চঞ্চলমতি!

৪র্থ চক্রান্তকারী। মানসিংহ যদি আমাদের সহায় হ'তেন!

১ম চক্রান্তকারী। তিনি আকবরের মৃত্যুশয্যায় জাহাঙ্গীরের বিরুদ্ধে কখন অস্ত্র না ধর্ত্তে প্রতিশ্রুত হয়েছেন। তিনি তাঁর অটল প্রতিজ্ঞা হ'তে এক পা নড়্‌বেন না।

২য় চক্রান্তকারী। যদি আমরা বিফল হই, ক্ষতিবৃদ্ধি নাই।

৩য় চক্রান্তকারী। এই যে কুমার আস্‌ছেন।

খসরু প্রবেশ করিলেন

সকলে। বন্দেগি যুবরাজ!

৪র্থ চক্রান্তকারী। আমরা অনেকক্ষণ ধ'রে আপনার অপেক্ষা করছিলাম। এত দেরী যে যুবরাজ?

খসরু। শোন। পিতা আমাকে সন্দেহ কর্ত্তে আরম্ভ করেছেন। আমি পিতামহের কবরে ফুল দেবো ব'লে আজ এসেছি। তবু পশ্চাতে গুপ্তচরকে দেখেছি।

১ম চক্রান্তকারী। সে যাহোক। আপনি এখন স্বীকৃত?

খসরু। আমি বিবেচনা করে' দেখ্‌লাম, যে পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করা আমার সাধ্যাতীত।

২য় চক্রান্তকারী। সে কি যুবরাজ! ইন্ধন প্রস্তুত। আপনি তা'তে আগুন লাগিয়ে দিবেন, এই মাত্র দেরী। এখন পিছালে কি চলে?

খসরু। আমি এমন কোন প্রতিজ্ঞা করি নাই।

৩য় চক্রান্তকারী। করেন নি! আমরা ত তাই বুঝেছিলাম।

খসরু। আর এই আয়োজন নিষ্ফল। আমরা জয় লাভ কর্ত্তে পার্ব্বো না। যদি মাতুল মানসিংহ সহায় হ'তেন—

৪র্থ চক্রান্তকারী। সহায় হ'তেন কি? তিনি ত আমাদিগের সহায়ই।

খসরু। কৈ! আমি ত তা জানি না।

৪র্থ চক্রান্তকারী। তবে প্রকাশ্যে তিনি নিজে কিছু কর্ব্বেন না। গোপনে সাহায্য কর্ব্বেন!

খসরু। কর্ব্বেন?—আপনারা নিশ্চয় জানেন?

সকলে। বেশ জানি।

খসরু ভাবিলেন; পরে কহিলেন—"কিন্তু"—

১ম চক্রান্তকারী। এ বিষয়ে আবার "কিন্তু" কি যুবরাজ? আমরা প্রতিজ্ঞা ক'রেছি জাহাঙ্গীরকে নামিয়ে আপনাকে সিংহাসনে বসাবই।

খসরু আবার ভাবিলেন; পরে কহিলেন—

খসরু। আপনারা শেষ পর্য্যন্ত আমায় সাহায্য কর্ব্বেন?

সকলে। নিশ্চয়ই!

খসরু। দেখুন, এই গভীর রাত্রি! এই আমার পূজ্য পিতামহের কবর! এই স্থানে এই সময়ে আপনারা গম্ভীরভাবে শপথ করুন যে শেষ পর্য্যন্ত আমায় সাহায্য কর্ব্বেন।

সকলে। শপথ কচ্ছি।

খসরু। বেশ। তবে আমি সম্মত।

৪র্থ চক্রান্তকারী। যুবরাজকে একটা প্রস্তাব করেছিলাম—

খসরু। কি?—পিতাকে গোপনে হত্যা করা?—না আমায় দিয়ে তা হবে না। পিতা রাজ্যচ্যুত হ'য়েও সুখে জীবনধারণ কর্ত্তে পারেন। পিতার রক্তে রঞ্জিত হস্তে আমি রাজদণ্ড ধারণ কর্ত্তে পার্ব্বো না।

সকলে। উত্তম! উত্তম—এই ত যুবরাজের যোগ্য কথা।

১ম চক্রান্তকারী। তবে কাল প্রভাতে সসৈন্যে দিল্লী অবরোধ কর্ব্বো।

২য় চক্রান্তকারী। নিশ্চয়ই। তবে খাদ্য ও শস্ত্রভাণ্ডার প্রথমে হস্তগত করা চাই।

৩য় চক্রান্তকারী। যুবরাজ প্রস্তুত থাক্‌বেন।

খসরু। থাক্‌বো। কেউ যেন তার পূর্ব্বে জান্তে না পারে।

৪র্থ চক্রান্তকারী। কেউ জান্তে পার্ব্বে না।

খসরু। তবে এই কথা রৈল। এখন ছত্রভঙ্গ হও।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—বৰ্দ্ধমানে শের খাঁর পুরাতন বাটী। কাল—প্রভাত

নূরজাহান একাকিনী সেইস্থানে দাঁড়াইয়া দামোদরের দিকে চাহিয়া ছিলেন। পরে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

নূরজাহান। এই সেই বৰ্দ্ধমান। তথাপি কি পরিবর্ত্তন! সেদিনের সুখ এখনও মনে পড়ে—

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলিয়া নতশিরে দুইচারিপদ অগ্রসর হইয়া আবার কহিলেন—

সেই প্রথম যৌবনের চাঞ্চল্য জয় ক'রেছিলাম। মনকে বুঝিয়েছিলাম যে সেটা বাল্যের একটা খেয়াল। তখন বুঝিনি যে সে প্রবৃত্তি তখন চাপা ছিল মাত্র, মরে নি। স্ফুলিঙ্গ ছাই-চাপা ছিল—নিভে যায় নি। সেই স্ফুলিঙ্গ নূতন ইন্ধন সংযোগে আবার ধোঁয়াচ্ছে। ভগবান্! নারীর হৃদয়কে এত দুর্ব্বল ক'রে ছিলে!—এই প্রবৃত্তিটাকে দমন কর্ত্তে পাচ্ছি না?

এই সময়ে শের খাঁ সেখানে আসিলেন

নুরজাহান তাঁহাকে পরিহিতপরিচ্ছদে দেখিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

একি নাথ! তুমি কি কোথাও যাচ্ছো?

শের। হাঁ মেহের! বঙ্গদেশের সুবাদার কুতব বর্দ্ধমানে আসছেন, তাঁকে আগিয়ে নিয়ে আস্‌তে যাচ্ছি।

নুরজাহান। (সবিস্ময়ে) সে কি! তুমি তাঁর কাছে যাচ্ছো?

শের। কি!—তাতে আশ্চর্য্য হচ্ছ যে! তিনি সুবাদার! আর আমি বর্দ্ধমানের একজন সম্ভ্রান্ত ওমরাও। তাঁকে অভ্যর্থনা দিব না?

নুরজাহান। মনে আছে পাণ্ডুয়ার সেই নিশীথ?

শের। মনে আছে মেহের।

নুরজাহান। তবু যাচ্ছো?

শের। তবু যাচ্ছি।

নুরজাহান। যেওনা বল্‌ছি! যদি যাও, তোমার প্রাণসংশয় জেনো। তোমায় বধ কর্ব্বার বিশেষ আয়োজন না করে' এবার সুবাদার নিশ্চয়ই আসে নি। এবার যদি যাও, নিশ্চয় জেনো আর ফির্ত্তে হবে না।

শের। (ঈষৎ কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) যদি তাই হয়, তুমি ভারত-সম্রাজ্ঞী হবে। মন্দ কি।

নুরজাহান। এ কি পরিহাসের ব্যাপার!

শের। না মেহের, এ পরিহাস নয়? এ জীবন মরণের কথা। আমি সত্যই বল্‌ছি, জীবনে আমার আর প্রবৃত্তি নাই।

নুরজাহান। সে কি নাথ!

শের। হাঁ মেহের! এই রকম পালিয়ে বেঁচে থাকার চেয়ে মৃত্যু ভালো। দিবারাত্র একটা সন্দেহে, সঙ্কোচে, শঙ্কায়, জীবন ধারণ কর্‌ছি।—কেন? কি অপরাধ?—একদিন একটা কথা বলেছিলে, মনে আছে মেহের?

নুরজাহান। কি?

শের। যে এত সুখ সয় না?—আমাদেরও সৈল না।

নুরজাহান ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন—

নুরজাহান। চল নাথ। আমরা এই হিংসাময় সংসার ছেড়ে পালাই, কোন দূর বনগ্রামে গিয়ে দীন কৃষকদম্পতী হ'য়ে জীবন ধারণ করিগে' যাই। সম্রাট জাহাঙ্গীরের হিংসা অত নীচে নেমে এসে আমাদের অনুসরণ কর্ত্তে পার্ব্বে না।

শের। না মেহের। আর পালাবো না। এবার বিপদকে নিজে ছুটে গিয়ে আলিঙ্গন কর্ব্ব। মরি যদি, মর্ব্ব,—সেও ত তোমার জন্য। (গদ্গদস্বরে) তোমার জন্য মরেও সুখ আছে।—আর এক কথা বল্‌বো মেহের!—না বলে'ই ফেলি।—আমি মর্ত্তেই চাই।

নুরজাহান। কেন নাথ!

শের। শুন্‌বে কেন? আমি বুঝেছি, আমি জেনেছি, আমি সেটা মর্ম্মে মর্ম্মে অনুভব করেছি—যে তুমি আমায় আর ভালোবাসো না।

নুরজাহান। বাসি না?

শের। না! আমি সেটা তোমার চাহনিতে, ক্ষীণহাস্যে, ভগ্নস্বরে,

তোমার ঐ "বাসি না ?" প্রশ্নে টের পাই ! আমার বিশ্বাস যে আমার সঙ্গে বিবাহে তুমি সুখী হও নি।

নুরজাহান নীরবে রহিলেন

কোথায় তোমার জাহাঙ্গীরের বেগম হবার কথা, কোথায় তুমি সম্রাটের দাসের দাস শের খাঁর স্ত্রী হয়েছো। কোথায় তোমার আগ্রার মর্ম্মর প্রাসাদে থাকবার কথা, কোথায় তুমি এই দীন শের খাঁর সামান্য কুটীরে আছো। কোথায় তোমার সূর্য্যের মত সমস্ত ভারতবর্ষে কিরণ দেওয়ার কথা, কোথায় তুমি গরীবের ঘরের প্রদীপটি হ'য়ে জ্বল্‌ছো।

নুরজাহান। আমি কখনও কি সে কথা বলেছি ?

শের। না, বল নি ! তবু আমি বুঝি। মানব-চরিত্র আমি ঠিক বুঝি না, হতে পারে ; কিন্তু আমি প্রেমিক, প্রেমপিপাসু। পানীয় না পেলে পিপাসুর পিপাসা বুঝতে বেশী প্রয়াস পেতে হয় না। আমি তোমার কাছে গিয়েছি শুষ্কতালু, ফিরেছি শুষ্কতালু।—মেহের ! প্রেম শুদ্ধ বিশ্বাস আর সেবা চায় না। এ তৃষ্ণা অন্তরের।

নুরজাহান। স্বামী ! দেবতা আমার—আমায় ক্ষমা কর !—

পদতলে পড়িলেন

শের। না মেহের, অন্যায় তোমার নয়, অন্যায় আমার। যাকে বিবাহ কর্ত্তে সাহজাদা, ভারতের ভাবী সম্রাট উন্মত্ত, তাকে আমায়, এই দীনদরিদ্র শের খাঁর বিবাহ করা, পতঙ্গের অগ্নিতে ঝাঁপ দেওয়াই সার ! আমি ভেবে দেখেছি যে অন্যায় আমারই।

নুরজাহান। অন্যায় তোমার ?

শের। হাঁ, অন্যায় আমার।—তবু আমায় দূষো না মেহের ! মনে করে' দেখ, সে কি প্রলোভন ! যে দিন তুমি আমার উদ্‌ভ্রান্ত দৃষ্টিপথে

উদয় হ'য়েছিলে—হে সুন্দরি! যখন আমার উন্মুখ বাসনার মাঝখান দিয়ে তোমার রূপের শকট চালিয়ে দিলে; যখন জীবনের ধ্যান শরীরী হ'য়ে আমার জাগ্রত স্বপ্নে এসে দেখা দিলে; আমি আপনার মধ্যে আপনাকে ধরে' রাখতে পার্লাম না! আমি মানুষ!—দুর্ব্বল মানুষ মাত্র আর সে আমার প্রথম যৌবন মেহের!—প্রথম যৌবন!—যখন আকাশ বড়ই নীল, পৃথিবী বড়ই শ্যামল; যখন নক্ষত্রগুলি বাসনার স্ফুলিঙ্গ, গোলাপফুলগুলি হৃদয়ের রক্ত; যখন কোকিলের গান একটা স্মৃতি, মলয় সমীরণ একটা স্বপ্ন; যখন প্রণয়ীর দর্শন উষার উদয়, চুম্বন সজল বিদ্যুৎ, আলিঙ্গন আত্মার প্রলয়!—সেই যৌবনে আমি তোমার রূপের সুরা পান করেছিলাম!—জান্‌তাম না যে বিষপান কর্লাম!—মেহের (হস্ত ধরিয়া) ~~দরোজা বন্ধ কর~~। আমি চল্লাম। (~~চুম্বন~~) আর যদি না ফিরি, তবে এই শেষ বিদায়!—বিদায়!

দ্রুত প্রস্থান

নুরজাহান। ওঃ!—(ক্ষণপরে) স্বামী! যদি ভক্তি প্রেমের শূন্যতা পূর্ণ কর্ত্তে পার্ত্তো, তবে সে ভক্তি তোমার পায়ে ঢেলে দিতাম।

প্রস্থান

নবম দৃশ্য

স্থান—বর্দ্ধমানের রাস্তা। কাল—প্রাহ্ণ

বঙ্গদেশের সুবাদার কুতব, তাঁহার অমাত্য ও সৈন্যগণ সেইখানে দাঁড়াইয়া ছিলেন।

কুতব দূরে চাহিতে চাহিতে একজন অমাত্যকে জিজ্ঞাসা করিলেন—

কুতব। ঐ শের খাঁ আস্‌ছে না?

অমাত্য। হাঁ জনাব।

কুতব। সৈন্যগণ! তোমার সব প্রস্তুত?

সৈন্যগণ। হাঁ হুজুর।

কুতব। মনে থাকে যেন যদি সফল হও ত কি পুরস্কার, আর যদি কেহ পিছ্‌পাও হও ত কি দণ্ড! মনে আছে?

সৈন্যগণ। মনে আছে।

কুতব। ব্যস্‌! স্থির থাক। আমার আজ্ঞার প্রতীক্ষায় মাত্র থাক্‌বে। মনে থাকে যেন এ আর কেউ নয়—এ শের খাঁ।

শের খাঁ আসিয়া অভিবাদন করিলেন

কুতব। (প্রত্যভিবাদন করিয়া) আসুন! মহাশয়ের কুশল?

শের। হাঁ জনাব।

কুতব। পারিবারিক কুশল?

শের। হাঁ জনাব।

কুতব। বর্দ্ধমানে এ সময়ে কোন পীড়া কি অশান্তি নাই?

শের। বিশেষ কিছুই না।

কুতব। এখানে আপনার কোন কষ্ট নাই?

শের। কিছু না।

কুতব। আমি বর্দ্ধমানে পূর্ব্বে কখন আসিনি।—সুন্দর সহর।

শের। সুন্দর।

কুতব। তবে আপনি আপনার ঘোড়ায় উঠুন, আমি হাতীতে উঠি; সম্যক্‌ সমারোহে নগরে প্রবেশ কর্ত্তে হবে।

শের। যে আজ্ঞে।

কুতব। চলুন তবে।

কুতব ও শের খাঁ নিষ্ক্রান্ত হইলেন। পশ্চাতে অমাত্যগণ নিষ্ক্রান্ত হইল।
দুই চারিজন অমাত্য পিছনে অপেক্ষা করিতে লাগিল।
ক্ষণপরে নেপথ্যে কুতবের স্বর শ্রুত হইল—

সৈন্যগণ!—

শের খাঁ। (নেপথ্যে) তা পূর্ব্বেই জান্তাম কুতব! আজ মর্ত্তেই এসেছি। তবে একা মর্ব্বো না, প্রথমে এসো তুমি কুতব!

নেপথ্যে শঙ্খধ্বনি, বন্দুকধ্বনি, আর্ত্তনাদ ও মনুষ্যকোলাহল শ্রুত হইল। যুদ্ধ করিতে করিতে শের খাঁ ও সৈন্যগণ পুনঃ প্রবেশ করিল। পাঁচ ছয় জন সৈন্য সেখানে শের খাঁর অস্ত্রাঘাতে শরাশায়ী হইল

শের। (উচ্চৈঃস্বরে) আর না, আমি অস্ত্র পরিত্যাগ কর্চ্ছি! আমি মর্ত্তে প্রস্তুত। তোমরা যদি মুসলমান হও ত আমায় মর্ব্বার আগে প্রার্থনা কর্ব্বার সময়টুকু দাও।

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

তোমাদের সুবাদার কুতব ধরাশায়ী। তোমরা ক্ষুদ্রজীব, তোমাদের বধ করে আর কি হবে। যদি এ সময়ে একবার সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে পেতাম।—যাক্ এই অস্ত্র ত্যাগ করলাম। (অস্ত্র পরিত্যাগ) একটু অপেক্ষা কর।

সকলে নিস্তব্ধ হইল

শের খাঁ পশ্চিমাভিমুখী হইয়া মস্তকোপরি ধূলি নিক্ষেপ করিয়া নিদ্রিত নয়নে প্রার্থনা করিয়া উঠিলেন। পরে কহিলেন—

হয়েছে। সৈন্যগণ! এখন আমি মর্ত্তে প্রস্তুত। আমায় বধ কর।

তিনদিক হইতে তিনটি গুলি আসিয়া শের খাঁকে আঘাত করিল।

তিনি ভূপতিত হইলেন

দ্বিতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—আগ্রা—সম্রাটের কোষাধ্যক্ষ আয়াসের বাড়ী কাল—প্রাহ্ণ

বর্দ্ধমানরাজ ও সম্রাটের সভাসদ্‌বর্গ সেখানে সম্মিলিত হইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

১ম সভাসদ্। বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তার পরে তাকে আগ্রার প্রাসাদে এনে রাখাটা, অন্ততঃ আমাদের হ'লে, সকলেই অত্যন্ত নির্লজ্জ বল্‌তো।

রাজা। বিধবাটি নিরাশ্রয়, কোথায় যায়—হেঁ হেঁ—তাই বাদসাহ দয়া ক'রে—

২য় সভাসদ্। তা'কে ধ'রে নিজের বাড়ীতে এনে চাবিবন্ধ ক'রে রেখে দিয়েছে। হাঁ, তার উপরে যে সম্রাটের বিশেষ অনুগ্রহ তা দেখাই যাচ্ছে!

৩য় সভাসদ্। আর সে অনুগ্রহের কিনারাটা মহারাজের উপরে খানিক এসে পড়েছে। বৎসর না যেতে যেতেই রাজাবাহাদুর খেতাব পেয়েছেন। আর শীঘ্রই বোধ হয় মহারাজা হবেন।

রাজা। হেঁ হেঁ—সে আপনাদেরই অনুগ্রহ—আপনাদেরই অনুগ্রহ।

৪র্থ সভাসদ্। কি বীভৎস! তোমরা (রাজাকে দেখাইয়া) এটাকে এখানে আস্‌তে দাও কেন যে আমি বুঝ্‌তে পারি না। এটাকে দেখ্‌লে আমার গা জ্বলে।

রাজা। হিঃ হিঃ হিঃ—

৪র্থ সভাসদ্। ঐ দেখ হাস্‌ছে, তাও যেন একটা জালার মধ্যে থেকে আওয়াজ বেরোচ্ছে।—এতে হাস্‌বার কি কথা হলো রাজা?

২য় সভাসদ্‌। বিধবাটি শুনেছি অপূর্ব্ব সুন্দরী!

১ম সভাসদ্‌। কিন্তু প্রাসাদে এনে সম্রাট্‌ এ চুবৎসর ধরে' যে তা'র মুখদর্শন কর্লেন না, সেটা একটু আশ্চর্য্য বোধ হচ্ছে।

রাজা। বাদশাহ তাঁর বন্ধু সুবাদারের মৃত্যুতে এমনিই ব্যথিত হ'য়েছেন যে, ব'লেছেন শের খাঁর বিধবার মুখদর্শন কর্ব্বেন না।

৩য় সভাসদ্‌। সম্রাট্‌ বিধবাটির স্বামীকে হত্যা করিয়ে তাকে আগ্রায় এনে প্রাসাদে চাবিবন্ধ ক'রে রেখেছেন তার মুখদর্শন না কর্ব্বার অভিপ্রায়ে—না?

২য় সভাসদ্‌। বরং বিধবাটিই, শুনেছি, বলেছে যে সে সম্রাটের মুখদর্শন কর্ব্বে না।

১ম সভাসদ্‌। তা'ই সম্ভব! একজনের স্বামীকে যে হত্যা করে তা'র উপর কি তা'র অনুরাগ হতে পারে?

৩য় সভাসদ্‌। অনুরাগ না হ'য়ে বরং বিশেষ রাগ হবারই কথা।

১ম সভাসদ্‌। তবে তা'র আগে একটা "অনু" আস্‌তে কতক্ষণ! —রাগের পর যা আসে তাই ত "অনুরাগ"।

২য় সভাসদ্‌। এ "অনু"টা এখনও আসে নি। আমার এ কথা আয়াস খাঁর কাছে শোনা। খাঁটি খবর।

আসফ বেগে প্রবেশ করিলেন

আসফ। খবর শুনেছেন?

সকলে। কি! কি!

আসফ। কুমার খসরু দিল্লী অবরোধ করে, সেখানে বিফল হয়ে লাহোরের দিকে পালিয়েছেন। ফারদ সসৈন্যে তাঁর পিছু-পিছু ছুটেছিলেন। তার পরে এইমাত্র সংবাদ এলো যে কুমার ধরা পড়েছেন।

১ম সভাসদ্‌। বটে! বটে!

২য় সভাসদ্। কবে ?

৩য় সভাসদ্। কোথায় ?

৪র্থ সভাসদ্। কে বল্লে ?

তাঁহারা আসফকে দস্তুরমত বেষ্টন করিলেন

ধীরে আয়াস প্রবেশ করে

১ম সভাসদ্। এই যে আসফের পিতা।

২য় সভাসদ্। মহাশয় ! কুমার খসরু ধরা প'ড়েছেন ?

আয়াস। হাঁ শেখজি

৩য় সভাসদ্। তবে এ খবর ঠিক ?

আয়াস। ঠিক খবর। বেচারি কুমার ! দশজন তাকে নাচিয়ে পরে নিজেরা স'রে পড়েছে। এখন সম্রাটের কাছে তা'র প্রাণ নিয়ে টানাটানি।

৪র্থ সভাসদ্। সম্রাট নিজের পুত্রকে নিশ্চয়ই ক্ষমা কর্ব্বেন।

আয়াস। সহজে নয়। আমি তাকে জানি।

বন্দররাজ। সম্রাটের কাছে একবারে—হেঁ হেঁ—চুলচেরা বিচার ! দোষীর দণ্ড আর ধার্ম্মিকের পুরস্কার কর্ত্তে আমাদের বাদসাহ—হেঁ হেঁ—স্বয়ং বিধাতা পুরুষ।

আয়াস। (রাজার প্রতি শুষ্কভাবে চাহিয়া) রাজা, বেলা হোল ! আপনি সম্রাটের কাছে এখনও যান নাই ?

রাজা। এই যে যাচ্ছিলেম, পথে এঁদের সঙ্গে দুটো কথাবার্ত্তা—হুঁ হেঁ—

আয়াস। এঁরা পরম আপ্যায়িত হ'য়েছেন। এখন আপনি সম্রাটের কাছে যেতে পারেন।

রাজা মাথা চুলকাইতে চুলকাইতে চলিয়া গেলেন

৪র্থ সভাসদ্। ঐ দেখ ! কি রকম কেন্নুয়ের মত পাক খেলে। (৩য় সভাসদ্‌কে) দেখেছো ?

৩য় সভাসদ্। দেখেছি, ও শীঘ্রই মহারাজ হবে।

৪র্থ সভাসদ্। কেন!

১ম সভাসদ্। ঐ যারা কেন্নুরের মত পাক খায়, তা'দের একদিন না একদিন মহারাজ হ'তেই হবে।

তৃতীয় সভাসদ্ সম্মতিসূচক ঘাড় নাড়িলেন

১ম সভাসদ্। শাস্ত্রে লেখে নাকি?

৪র্থ সভাসদ্। চল আমরাও যাই। বেলা হোল।

৩য় সভাসদ্। চল।

৪র্থ সভাসদ। বেশ চল।

আয়াস ও আসফ ভিন্ন আর সকলে বাহির হইয়া গেলেন। সকলে চলিয়া গেলে আয়াস ধীরে ধীরে কহিলেন—

আয়াস। আসফ!

আসফ। পিতা।

আয়াস। সম্রাট আবার আমায় ডেকে পাঠিয়েছিলেন। তিনি আমায় অনেক লোভ দেখালেন, আর বল্লেন, "তোমার কন্যাকে যদি তুমি সম্মত কর্ত্তে পারো, ত তোমায় মন্ত্রিত্বপদ দিব।"—আমি কি উত্তর দিলাম জানো?

আসফ। কি উত্তর দিলেন পিতা?

আয়াস। আমি বল্লাম, জাঁহাপনার অনুমতি হয় ত কোষাধ্যক্ষের পদ পরিত্যাগ করি।

আসফ। সম্রাট তাতে কি বল্লেন?

আয়াস। বিরক্ত হ'লে বল্লেন—"আচ্ছা বিবেচনা করা যাবে"— —আসফ, আমি এ পদ পরিত্যাগ কর্ত্তে প্রস্তুত। তুমিও আগ্রা পরিত্যাগ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের দরবার কক্ষ। কাল—প্রভাত

জাহাঙ্গীর এবং তাঁহার কোষাধ্যক্ষ আয়াস দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন।
দূরে সম্রাটের দ্বিতীয় পুত্র পরভেজ, তৃতীয় পুত্র সাজাহান ও
কনিষ্ঠ পুত্র শারিয়ার দণ্ডায়মান ছিলেন

জাহাঙ্গীর। জানি আয়াস! গৃহ-তাড়িত কুক্কুর সব! আমি তা'দের উৎকোচ নেওয়ার জন্য, অত্যাচারের জন্য, অসদাচরণের জন্য, তাদের সুবা থেকে চ্যুত করেছি। তা'দের গলিত বিবেকের দুর্গন্ধের জ্বালায় অস্থির হ'য়ে তাদের দূর করে দিয়েছি। তাই তা'রা বিদ্রোহ করেছে। কিন্তু এইখানেই তা'দের শাস্তির শেষ হয় নাই, আয়াস। আমি এই ষড়যন্ত্র-কারীদের নাম চাই। শাস্তি পূর্ণ হয় নাই।—এই যে খসরু—

প্রহরিগণপরিবৃত-খসরুকে বন্দীভাবে লইয়া মহাবৎ খাঁ প্রবেশ করিলেন। খসরু
শৃঙ্খলাবদ্ধহস্তে নতশিরে জাহাঙ্গীরের সম্মুখে দাঁড়াইলেন। জাহাঙ্গীর
কিয়ৎকাল তাঁহার পানে চাহিয়া রহিলেন। পরে কহিলেন—

খসরু, তুমি কি অপরাধে অভিযুক্ত জানো?

খসরু নতশিরে কহিলেন—

খসরু। জানি।

জাহাঙ্গীর। খসরু। আমি তোমায় সাবধান করে' দিয়েছিলাম।

খসরু। জানি পিতা।

জাহাঙ্গীর। অপরাধ স্বীকার কর?

খসরু। করি।

আয়াস। জাঁহাপনা। কুমার বালক! দশজনে একে নাচিয়েছিল।

জাহাঙ্গীর। সেই দশজনেরই আমি নাম চাই। খসরু! তারা কে?

উত্তর দাও। নীরবে থাক্‌লে ছাড়ছি না। তা'দের অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ব্ব। তা'দের ব্যাঘ্র দিয়ে খাওয়াবো—বল কে তা'রা? কে তা'রা?

খসরু। সম্রাট। আমি তাদের নাম বলবো না।

জাহাঙ্গীর। বল্‌বে না?—কুলাঙ্গার! তোমায় বল্‌তে হবে। আমি তোমায় বলাবো। আমি তোমায় যন্ত্রণার যন্ত্রে চড়াবো। আমি বেত্রাঘাতে তোমার পৃষ্ঠচর্ম্ম লোলখণ্ডিত কর্ব্ব। ভাবছো তুমি আমার পুত্র ব'লে ক্ষমা কর্ব্ব? তা' হলে তুমি আমায় জান না।—বল তাদের নাম, কখনও—

খসরু। আমায় যে শাস্তি হয় দি'ন। তাদের নাম এ জিহ্বায় উচ্চারিত হবে না। যা ইচ্ছা হয় করুন।

জাহাঙ্গীর। যা ইচ্ছা হয় কর্ব্ব? তবে তাই করি। প্রহরি! একে কারাগারে নিয়ে যাও।—[illegible] দেখ এর হাত পা গরাদের সঙ্গে বেঁধে সমস্ত দিন সোজা করে' দাঁড় করিয়ে রাখো। পৃষ্ঠে কোড়া দিয়ে প্রহার কর। খসরু! আমি জানি তোমার সাহস আর সহিষ্ণুতা। যাও নিয়ে যাও।—কি কাঁদ্‌ছো যে! বল্‌বে তাদের নাম?

খসরু। না।

জাহাঙ্গীর। নিয়ে যাও।

প্রহরিগণ খসরুকে লইয়া যাইতে উদ্যত হইলে মহাবৎ খাঁ অগ্রসর হইয়া কহিলেন—

মহাবৎ। জাঁহাপনা, আমার একটা নিবেদন আছে। (প্রহরীদের কহিলেন) দাঁড়াও।"

জাহাঙ্গীর। কি চাও মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। কুমারের উপর এরূপ শাস্তি বিধান কর্ব্বেন না।

জাহাঙ্গীর। সে কি মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। জাঁহাপনার আজ্ঞায় প্রতিবাদ কখনও পূর্ব্বে করি নি—আজ কচ্ছি। শুনুন অনুগ্রহ করে'—তার পর যে আজ্ঞা হয় দিবেন।

জাহাঙ্গীর। (কিঞ্চিৎ ভাবিয়া) আচ্ছা বল, কেহ যেন না বলে যে জাহাঙ্গীর সম্যক্ বিচার না করে' দণ্ড দিয়েছেন।

মহাবৎ। জাঁহাপনা! কুমার খসরু ঘোরতর অপরাধ করেছেন, সত্য। তাঁকে এবার ক্ষমা করুন। আর দণ্ডই যদি দেন, ত সম্রাটের পুত্রের উপযুক্ত দণ্ড দিন। সামান্য অপরাধীর ন্যায় এ দণ্ড তাঁকে দিবেন না।

জাহাঙ্গীর। সম্রাটের পুত্র বলে' সমুচিত দণ্ড দিব না? আমি পূর্ব্বে কখন এ রকম পক্ষপাত বিচার করেছি কি মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। এ পক্ষপাত বিচার নয়। পদবীর একটা মর্য্যাদা আছে। জাঁহাপনা, একদিন স্বর্গগত মহাত্মা আকবরের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছিলেন। তিনি যদি আপনাকে এই শাস্তি দিতেন!

জাহাঙ্গীর। তাঁর আমার মত সমদর্শী বিচার ছিল না।

মহাবৎ। না খোদাবন্দ! তিনি পদবীর মর্য্যাদা বুঝতেন। আজ যে জাঁহাপনাকে ভারতবর্ষ সম্রাট ব'লে অভিবাদন কর্চ্ছে, সেও সেই মহাত্মার সুবিচারে। তিনি ইচ্ছা কর্‌লে আজ হয়ত এই কুমার খসরুই ভারতের সম্রাট হোত, আর হয়ত কুমার খসরুর কাছেই জাঁহাপনার বিচার হোত।

জাহাঙ্গীর। (ক্রুদ্ধস্বরে) মহাবৎ!

আয়াস। জাঁহাপনা! সেনাপতি মহাবৎ খাঁ যেরূপ যোদ্ধা সেরূপ বাক্‌চতুর ন'ন। তাঁকে মার্জ্জনা কর্ব্বেন জাঁহাপনা। কিন্তু কুমার খসরুর জন্য আমিও জাঁহাপনার কৃপা ভিক্ষা করি। দশজনে মিলে একে উত্তেজিত করেছে। নইলে ইনি মহৎ।

জাহাঙ্গীর। মহৎ!

আয়াস। বিবেচনা করুন খোদাবন্দ, যখন ষড়যন্ত্রকারীরা জাঁহাপনাকে হত্যা কর্ব্বার জন্য একে উত্তেজিত করেছিল, সে প্রস্তাব ইনি অগ্রাহ্য করেন। আর আজ যে ইনি সেই ভীরু ষড়যন্ত্রকারীদের নাম

না ব'লে তা'দের প্রাপ্য শাস্তি নিজের ঘাড় পেতে নিচ্ছেন, তাতে এঁর মহত্ত্বই প্রকাশ পায়।

জাহাঙ্গীর। কিন্তু তাদের নাম জানা আমার দরকার।

আসফ। তা'দের নাম অনুসন্ধান করে' বের করে' দেওয়ার ভার আমার রৈল।

জাহাঙ্গীর। আচ্ছা। প্রহরী, কুমারকে কারাগারে নিয়ে যাও। শাস্তির বিষয়ে পরে বিবেচনা কর্ব্ব।

খসরুকে লইয়া প্রহরিদ্বয় চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর। পরভেজ, তুমি মেবারযুদ্ধে হেরে এসেছ। তুমি যে এত অপদার্থ তা জান্তাম না। মহাবৎ খাঁ, এবার তুমি মেবার যুদ্ধে যাও। আর পরভেজ তুমি মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যাও। যুদ্ধ কা'কে বলে শিক্ষা কর।

পরভেজ। যে আজ্ঞা পিতা।

জাহাঙ্গীর। আর খুরম, এবার তোমায় দাক্ষিণাত্যযুদ্ধে যেতে হবে জানো?

সাজাহান। জানি পিতা!

জাহাঙ্গীর। শারিয়ার, তুমি এখানে যে!—হকিম এসেছিলেন?

শারিয়ার। এসেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। কি বল্লেন?

শারিয়ার। ঔষধ দিয়ে গিয়েছেন!

জাহাঙ্গীর। তাই খাও গে, যাও। তুমি এখানে কেন? অন্তঃপুরে যাও।

এই বলিয়া জাহাঙ্গীর চলিয়া গেলেন। মহাবৎ খাঁ ও সভাসদ্গণ বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন। সভামধ্যে তিন ভ্রাতা—পরভেজ, সাজাহান ও শারিয়ার রহিলেন

সাজাহান। সত্য কথা, ভাই তুমি মেবার যুদ্ধটা কি তরোয়ালের উল্টো দিক দিয়ে ক'রেছিলে?

পরভেজ। যুদ্ধ যেমন ক'রে করে সেই রকম ক'রেই ক'রেছিলাম। তবে অপরিচিত দেশ, আর মেবারের যুদ্ধ যেদিন হয়, সেদিন আমরা প্রস্তুত ছিলাম না।

সাজাহান। তুমি তামাক খাচ্ছিলে বুঝি?

পরভেজ। সত্য খুরম, তামাকই খাচ্ছিলাম। আগ্রা থেকে এক সিন্ধুক মৃগনাভি তামাক নিয়ে গিয়েছিলাম!

সাজাহান। ভাই ঐটেই ভুল করেছিলে। তামাক, তাকিয়া আর স্ত্রী এ তিনটে জিনিস যুদ্ধক্ষেত্রে কখনও নিয়ে যেতে নেই। আরাম আর যুদ্ধ, তেল জলের মত—একেবারে মিশ খায় না।

শারিয়ার। আশ্চর্য্য! তোমাদের কি যুদ্ধ ভিন্ন কথা নেই? এ জগৎ কি একটা হত্যাশালা!—ওসব ছেড়ে দেখ দেখি ভাই আকাশ কি নীল, ধরণী কি শ্যাম; শোন বিহঙ্গের কূজন, নদীর জলকলরব। প্রাণ দিয়ে অনুভব কর এই বিশ্বনিখিল!

সাজাহান। শারিয়ার! কুৎসিত যেমন যত ঢাকা থাকে ততই সে সুন্দর, তেমনই তুমি যত কম কথা কও তোমার ততই বেশী শোভা পায়। তুমি চুপ কর।

শারিয়ার। তোমরাই সব দশজনে মিলে এমন সুন্দর জগতকে কুৎসিত করে তুল্‌ছো।

প্রস্থান

পরভেজ। শারিয়ার দস্তুরমত কবি। এমনই ভাবে রুগ্নশয্যায় শুয়ে শুয়ে একদৃষ্টে আকাশের পানে, নদীর পানে চেয়ে থাকে, যে সে সময় যদি কেউ ওর মাথাটা কেটে নিয়ে যায়, বোধ হয় টের পায় না।

সাজাহান। সাধে কি প্লেটো তাঁর কল্পিত রাজ্য থেকে কবিদের নির্ব্বাসিত করেছিলেন।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—আগ্রার প্রাসাদে নুরজাহানের কক্ষ। কাল—অপরাহ্ণ

নুরজাহান একাকিনী পড়িতেছিলেন

নুরজাহান। না, আর ভালো লাগে না।

পরে তিনি পুস্তক রাখিয়া উঠিয়া মুকুরে নিজের চেহারা দেখিতে দেখিতে কেশগুচ্ছ গুছাইতে গুছাইতে কহিলেন—

এই চেহারার জন্য এত!—হায় উদার স্বামী! এই রূপই তোমার মৃত্যুসাধন করেছে!—এই রূপ?—না আমার অকৃতজ্ঞ কঠিন হৃদয়? ঈশ্বর! ঈশ্বর! কেন আমি কখনও তাঁকে ভালোবাসতে পারি নাই? তাঁর চেয়ে ভালোবাসার যোগ্যপাত্র আর কে ছিল?—দেবতার মত গঠন, সিংহের মত বীর্য্য, মাতার মত স্নেহ, শিশুর মত সারল্য!—তবু তোমায় ভালোবাসতে পারি নাই। ঈশ্বর জানেন তোমায় ভালোবাসার জন্য নিজের সঙ্গে কি যুদ্ধ করেছি। তবু পারলাম না। তাই তুমি অসীম বৈরাগ্যে মৃত্যুকে সেধে ডেকে নিলে। আমার উচ্চাশাই তোমার সর্ব্বনাশ ক'রেছে; আমারও সর্ব্বনাশ ক'রেছে।—না তবু যুদ্ধ কর্ব্ব। এ শয়তানীকে দমন কর্ব্ব। সে শয়তানী তোমার মৃত্যুর পরে আমায় এই প্রাসাদে টেনে এনেছে সত্য। কিন্তু আমিও এখানে এসে এ চারি বৎসর ধরে' সম্রাটের মুখদর্শনও করি নাই; কর্ব্বও না। দেখি কে জেতে। —স্বামী! তুমি মরেছিলে আমার জন্য, আমিও মর্ব্ব তোমার জন্য! তুমি মরেছিলে পরের সঙ্গে যুদ্ধ করে'; আমি মর্ব্ব নিজের সঙ্গে যুদ্ধ করে'। তুমি মরেছিলে এক মুহূর্ত্তে, আমি মর্ব্ব তিলে তিলে। তুমি গিয়েছো—আর আমার জন্যে রেখে গিয়েছো—এক জীবন্ত কবর! ঐ যে লয়লা।—ডাকি।—লয়লা, লয়লা!

লয়লা কক্ষাভ্যন্তরে আসিয়া কহিলেন—

লয়লা। কি মা!

নূরজাহান। লয়লা! আমার বুকে আয়। লয়লা! আমার সর্ব্বস্ব!

লয়লা। কি হয়েছে মা?

নূরজাহান। লয়লা, কেন দিবারাত্রি তোর এ বিষণ্ণ মুখ, এ আনত নয়ন, এ দীন বেশ?

লয়লা। কেন? জানোনা?—মা তুমি এখানে কেন এলে?

নূরজাহান। আমি স্বেচ্ছায় আসিনি লয়লা!

লয়লা। স্বেচ্ছায় হো'ক, অনিচ্ছায় হো'ক, এখানে কেন এলে?

নূরজাহান। নৈলে কি কর্ত্তে পার্ত্তাম—

লয়লা। বিষ খেতে পার্ত্তে! মা, জীবনে এত মায়া! যে দুরাত্মা আমার পিতাকে হত্যা করিয়েছে সেই নীচ, কাপুরুষ, অধম, জল্লাদের প্রাসাদে—

নূরজাহান। চুপ চুপ!

লয়লা। চুপ?—আমি এ কথা দিবারাত্রি হৃদয়ে পুষে রাখ্‌বো ভেবেছো মা? আমি এ কথা সমস্ত ভারতবর্ষময় রাষ্ট্র কর্ব্ব, যে সম্রাট্ আমার পিতাকে গুণ্ডা দিয়ে বধ করিয়েছে! আমি একথা বল্‌বো বল্‌বো বল্‌বো!—যতক্ষণ পর্য্যন্ত আমার তালু শুষ্ক না হ'য়ে যায়; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সমস্ত বাতাস সেই উচ্চারণে ছেয়ে না যায়; যতক্ষণ পর্য্যন্ত সেই কলঙ্কের কালিমায় সমস্ত আকাশ কালীবর্ণ হ'য়ে না যায়। এ কথা সম্রাটের প্রকাশ্য দরবারে বল্‌বো, যতক্ষণ সম্রাট লজ্জায় সিংহাসন শুদ্ধ মাটীর নীচে বসে' না যায়! একবার সুযোগ পেলে হয়।

নূরজাহান। বৎসে! তুমি যদি প্রাসাদের মধ্যে এইরকম চীৎকার ক'রে বেড়াও ত, আমি স্বামী হারিয়েছি, কন্যা হারাবো!

লয়লা। কি সম্রাট্ আমাকেও হত্যা কর্ব্বে! করুক। আমি ডরাই

না। তোমার মত আমার প্রাণে এত মায়া নাই! হা ধিক্!—চল মা এখান থেকে আমরা চলে' যাই।

নুরজাহান। অনুমতি নাই লয়লা!

লয়লা। অনুমতি নাই? আমরা কি বন্দিনী?

নুরজাহান। হাঁ মা!

লয়লা। কি অপরাধে?

নুরজাহান। জানি না।

লয়লা। (কিয়ৎক্ষণ নিস্তব্ধ রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন) মা! তুমি আমায় বল্‌ছো যে তুমি এখানে স্বেচ্ছায় আসো নি। কিন্তু আস্‌বার সময় কৈ তোমার ত বিশেষ আপত্তি কর্ত্তে দেখা গেল না। নীরবে পোষা হরিণীর মত এই প্রাসাদে প্রবেশ করলে। তুমি বল আমরা বন্দিনী। কিন্তু এ কারাগার ত্যাগ কর্বার জন্য তোমার কোন চেষ্টা কি আগ্রহ দেখি না ত। ভিক্ষুকের মত এই বিশাল অন্তঃপুরের এক ময়লা জঘন্য আঁস্তাকুড়ে আছো—পরম স্বচ্ছন্দে!—মা, সত্য কথা বল, তুমি এখান থেকে যেতে চাও।

নুরজাহান। চাই।

লয়লা। তবে সম্রাজ্ঞীকে দিয়ে সম্রাটের অনুমতি চেয়ে পাঠাও।

নুরজাহান। সম্রাট অনুমতি দেবেন না।

লয়লা। (ভূতলে চরণ দাপিয়া কহিলেন) দেবেন। আমি বল্‌ছি দেবেন। কখন সরলভাবে সাগ্রহে অনুমতি চেয়েছো কি মা? অনুমতি চাও। অনুমতি চাইবে?

নুরজাহান। চাইব।

লয়লা। আচ্ছা। অনুমতি পাবার ভার আমি নিলাম। দেখি!

এই বলিয়া লয়লা চলিয়া গেলেন

নুরজাহান। ওঃ—কি লজ্জা! না পালাই।—পালাই। আর না!

লয়লার মৃদু ভৎর্সনার তাড়নায় আমি আমার অন্তরের কুৎসিত ক্ষত টের পেয়েছি। আর বুঝ্‌তে পেরেছি যে সে কি কুৎসিত। না আমি পালাবো, আর কিছুর জন্য না হোক্—পালাবো তোর জন্য লয়লা! আমি তোর কাছেও অবিশ্বাসিনী হব না। (পরে সহসা স্বর নামাইয়া কহিলেন) অভাগিনী কন্যা আমার! সেই দিনের পর ওর মুখে হাসিটি দেখিনি। মাঝে মাঝে অনেকক্ষণ ব'সে ব'সে ভাবে। পরে এমন এক দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে যে, তার সঙ্গে যেন তার অর্দ্ধেক প্রাণ বেরিয়ে আসে! মাঝে মাঝে আমার পানে একদৃষ্টে চেয়ে থাকে; পরে হঠাৎ চক্ষুদুটি জলে ভরে আসে; অমনি মুখ ফিরিয়ে নিয়ে চ'লে যায়। কখনও বা অস্ফুটস্বরে আপন মনে কি বলে—আর এমন অঙ্গভঙ্গি করে—যার মধ্যে ঘৃণা আছে, ক্রোধ আছে, নৈরাশ্য আছে। দূরে ঐ সানাই বাজতে আরম্ভ হ'ল। কি বিশাল এই প্রাসাদ। না, আর না। না, এখান থেকে চ'লে যাওয়াই ঠিক।

খাদিজা প্রবেশ করিল

খাদিজা। পিসীমা, দিদি কোথায়?

নুরজাহান। জানি না। তুই কতক্ষণ এখানে এসেছিস্ খাদিজা?

খাদিজা। এই কতক্ষণ।

নুরজাহান। কা'র সঙ্গে?

খাদিজা। মা'র সঙ্গে।

নুরজাহান। তোর মা কোথায়?

খাদিজা। সম্রাজ্ঞীর কাছে। আমি যাই দেখি, লয়লা কোথায় গেল। তুমি আস্‌বে পিসীমা?

নুরজাহান। না।

খাদিজা। তবে আমি যাই।

প্রস্থান

নুরজাহান। অপরূপ সুন্দরী এই ভাইঝিটি আমার। তাই আমার ভাজ একে নিয়ে এই অবিবাহিত কুমারসমাজে আনাগোনা কর্চ্ছেন। হায় নারী! এমনি অধম জাত তুই! তোর ঐ রূপ বঁড়শির মত কি শুধু পুরুষমানুষ গাঁথবার জন্য তৈরি হ'য়েছিল? শুধু পুরুষমানুষ ধর্ব্বার একটা ফাঁদ মাত্র? আহা হা রে অধম পুরুষ! তোমার এত শৌর্য্য, বুদ্ধি, বিবেক, সব অনায়াসে ঢেলে দাও—ঐ রমণীর জঘন্য রূপের পায়ে! (দীর্ঘ নিঃশ্বাস সহকারে) এই ত মানুষ!

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা

জাহাঙ্গীর ও রেবা দাঁড়াইয়া কথা কহিতেছিলেন

জাহাঙ্গীর। রেবা, তুমি ত সব জানো।

রেবা। জানি।—হা ঈশ্বর! যদি না জান্‌তাম।

জাহাঙ্গীর। রেবা! যে উন্মত্ত, তার দোষ একটু অনুকম্পার সঙ্গে বিচার কর্ত্তে হয়। তখন আমি উন্মত্ত হয়েছিলাম।

রেবা। বিচার কর্ব্বার তুমি আমি কে? যিনি বিচার কর্ব্বার, (ঊর্দ্ধে হস্ত উঠাইয়া) তিনি কর্ব্বেন। আমি তোমাকে বিগত পাপের জন্য তিরস্কার কর্ত্তে আসি নি। ভবিষ্যৎ মঙ্গলের জন্য এসেছি। শোন।

জাহাঙ্গীর। বল।

রেবা। শের খাঁর বিধবাকে কারামুক্ত করে দাও।

জাহাঙ্গীর। আমি তাঁকে কারাগারে রাখিনি, রেবা। আমি তাঁকে প্রাসাদে এনে রেখেছি শুদ্ধ এই আশায়, যে, তিনি একদিন স্বেচ্ছায় আমায় বিবাহ কর্ব্বেন।

রেবা। মেহেরুন্নিসা যদি তোমায় বিবাহ কর্ত্তে স্বীকৃত হ'তেন ত আমি নিজে সে বিবাহের উদ্যোগ কর্ত্তাম। কিন্তু এই চার বৎসরেও যখন বিবাহে তাঁর সেইরূপ দৃঢ় অসম্মতি গেল না, তখন আর তাঁকে তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে প্রাসাদে বন্দী করে' রাখা ঘোরতর অবিচার।

জাহাঙ্গীর। একবার তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে পাই না কি?

রেবা। না, তাঁর ইচ্ছার বিরুদ্ধে নয়।

জাহাঙ্গীর। রেবা! তোমারই অনুরোধে আমি এতদিন শের খাঁর বিধবার সঙ্গে সাক্ষাৎ করিনি—যদিও আমি তার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ব্বার বাসনায় মাঝে মাঝে ক্ষিপ্তপ্রায় হয়েছি।

রেবা। এই ত মানুষের কাজ! মানুষ যদি সর্ব্বদা প্রবৃত্তিরই অধীন হবে, তবে মানুষের সঙ্গে পশুর তফাৎ রৈল কি?

জাহাঙ্গীর। মেহেরুন্নিসা বর্দ্ধমানে ফিরে যেতে চান?

রেবা। হাঁ স্বামি; আমি করযোড়ে অনুরোধ কর্‌ছি, তুমি সে প্রার্থনা মঞ্জুর কর।

জাহাঙ্গীর। যদি জান্‌তে—যদি বুঝতে পারতে—

রেবা। জানি, বুঝতে পারি! তবু আমি জীবিত থাক্‌তে এই প্রাসাদে একজন কুলাঙ্গনার অপমান হবে না। আর আমি সাধ্যমত তোমায় রক্ষা কর্ব্ব।

জাহাঙ্গীর। রেবা, তোমায় আমি ভক্তি করি দেবীর মত, তথাপি—

লয়লার প্রবেশ

লয়লা। তথাপি?—বলে' যান সম্রাট্—তথাপি?

জাহাঙ্গীর নিস্তব্ধ হইয়া রহিলেন

সম্রাট, আমি শের খাঁর কন্যা। আমি জান্তে চাই যে, কি অপরাধে সম্রাট আমার মাতার ইচ্ছার বিরুদ্ধে তাঁকে আজীবন বন্দী করে রাখেন—!

কি আস্পর্দ্ধায় সম্রাট শের খাঁর পরিবারের উপর এই অত্যাচারের উপর অত্যাচার স্তূপীভূত করেন! উপরে কি ঈশ্বর নাই? পৃথিবী থেকে কি ধর্ম্ম একেবারে লুপ্ত হয়েছে?

রেবা। প্রভু! আমি তোমারই মঙ্গলের জন্য বল্‌ছি, এই মহিলাটিকে বিদায় দাও।

জাহাঙ্গীর। (আর একবার লয়লার দিকে চাহিলেন। চোখোচোখী হইতেই চক্ষু অবনত করিয়া কহিলেন)—তবে তাই হোক্। বিধবাটিকে বল, যে, তিনি সকন্যা বর্দ্ধমানে ফিরে যেতে পারেন।

লয়লা। সম্রাটের জয় হোক্।

প্রস্থান

রেবা। এই ত পুরুষের কাজ। আমি জানি নাথ! এই বিধবার প্রতি তোমার অনুরাগ। সেই জন্য তোমার মানসিক বল আমার কাছে এত গৌরবের বোধ হচ্ছে।—স্বামি, কর্ত্তব্যনিষ্ঠায় এ নিষ্ফল অনুরাগ বিস্মৃত হ'তে [illegible]

প্রস্থান

জাহাঙ্গীর। আমি কি এতই অধম, যে এই সামান্য নারী আমায় প্রত্যাখ্যান করে! না তার গর্ব্ব এতই অধিক! একদিন ভেবেছিলাম যে, সে নারী আমায় সত্যই ভালবাসে—আমাদের মিলনের অন্তরায় কেবল শের খাঁ। সে কি একটা ভ্রম?—একবার যদি তার সাক্ষাৎ পেতাম!—(এই বলিয়া তিনি নত শিরে সেই কক্ষে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। পরে কহিলেন)—আচ্ছা, একবার শেষ চেষ্টা করে দেখি। —দৌবারিক! আসফ।

~~নেপথ্যে। খোদাবন্দ্।~~

দৌবারিকের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর। ~~আয়াসের পুত্র আসফ।~~

দৌবারিক। যো হুকুম খোদাবন্দ্‌।

প্রস্থান

জাহাঙ্গীর। আসফকে দিয়ে দেখি একবার। এত শ্রম, এত চক্রান্ত ক'রে তাকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে এত অনায়াসে তাকে ছেড়ে দিব? —কখন না! একবার যথাসাধ্য শেষ চেষ্টা করে' দেখবো। এত সহজে ছাড়বো না।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—নুরজাহানের কক্ষ। কাল—রাত্রি

নুরজাহান একাকিনী কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন

নুরজাহান। আমার আর্জি শেষে মঞ্জুর হয়েছে। এখন, কোথায় যাবো? পিতার কাছে? না বর্দ্ধমানে? বর্দ্ধমানে কার কাছে যাবো? কে আছে আমার সেখানে? নাই বা থাক্‌লো, আমি যাবো। আমি যে কারুকার্য্য শিখেছি, তাতেই আমার সামান্য ব্যয় নির্ব্বাহ কর্ত্তে পার্ব্বো। আমি যাবো। এখান থেকে যত দূরে হয়, ততই ভাল। আমি বর্দ্ধমানে ফিরে গিয়ে আমার স্বামীর স্মৃতি ধ্যান করে' মর্ব্বো! আর এ শয়তানী প্রবৃত্তিকে দমন কর্ব্বো।

বাঁদীর প্রবেশ

বাঁদী। সম্রাজ্ঞী আস্‌ছেন জনাব।

নুরজাহান। উত্তম।

বাঁদীর প্রস্থান

নুরজাহান উঠিয়া সসম্ভ্রমে নিজের পরিচ্ছদ ঠিক করিয়া লইলেন। রেবা প্রবেশ করিলেন। নুরজাহান অভিবাদন করিলেন। রেবা প্রত্যভিবাদন করিলেন। পরে রেবা কহিলেন—

রেবা। মেহেরুন্নিসা, তোমায় একটি সুসংবাদ দিতে এসেছি।

নুরজাহান। শুনেছি সম্রাজ্ঞী, আমার প্রার্থনা মঞ্জুর হয়েছে।

রেবা। হাঁ মেহের! তুমি কাল প্রত্যূষে সকন্যা যেখানে ইচ্ছা যেতে পারো।

নুরজাহান। আমি যে সম্রাজ্ঞীর কাছে কতদূর কৃতজ্ঞ, তা বল্‌তে পারি না।

রেবা। তবে তোমায় একটা কথা জানানো দরকার বিবেচনা করি।—তুমি সম্রাজ্ঞী হ'তে চাও?

নুরজাহান। বেগম সাহেব! মাপ কর্ব্বেন, আমি কিছু হ'তে চাই না। আমি শুদ্ধ বর্দ্ধমানে ফিরে যেতে চাই।

রেখা। চাও কি না, তাই জিজ্ঞাসা কর্চ্ছিলাম। শোন মেহের!—তুমি ইচ্ছা কর্‌লেই সম্রাজ্ঞী হ'তে পারো;—যে-সে সম্রাজ্ঞী নয়—প্রধানা বেগম, ভারতের অধীশ্বরী;—যে সম্মান আজ আমি বহন কর্চ্ছি। দশ বৎসর পূর্ব্বে সম্রাট্ তোমাতে যে রকম মুগ্ধ ছিলেন, আজও তিনি সেই-রকম বা ততোধিক মুগ্ধ। তিনি আর এই সাম্রাজ্য তোমার মুঠোর মধ্যে; ইচ্ছা কর্লে মুঠোর মধ্যে রাখতে পারো, ইচ্ছা কর্লে ফেলে দিতে পারো—কি ভাব্‌ছো মেহের?

নুরজাহান। ভাব্‌ছিলাম সম্রাজ্ঞী—মাপ কর্ব্বেন—ভাব্‌ছিলাম যে, নিজের সাম্রাজ্য, নিজের স্বামী—আপনি এই রকম উদাসীন ভাবে আর একজনের হাতে বিলিয়ে দিতে পারেন?

রেবা ঈষৎ হাসিলেন, পরে কহিলেন—

রেবা। আমরা হিন্দুজাতি, বিলিয়ে দিতেই জন্মেছি। বল দেখি এই ভারতবর্ষটাই কি এই রকমই আমরা তোমাদের হাতে বিলিয়ে দিইনি? আমাদের আশা এখানে নয় মেহের—আমাদের আশা-ভরসা (ঊর্দ্ধে দেখিয়া) ঐখানে।

নুরজাহান। না সম্রাজ্ঞী। আমি সম্রাজ্ঞী হ'তে চাই না।

রেবা। বেশ। আমি তোমায় কোনদিকেই লওয়াচ্ছি না। সংবাদ দিলাম মাত্র। তবে রাত্রি হয়েছে। আমি এখন আসি মেহের—

বলিয়া সম্রাজ্ঞী রেবা চলিয়া গেলেন

নুরজাহান। ভারতের অধীশ্বরী!—(কিয়ৎক্ষণ কক্ষমধ্যে পাদচারণা করিয়া পরে মাথা নাড়িয়া কহিলেন)—না, এ কথা ভাবাও পাপ।—কিন্তু আমার ভবিষ্যতে নিষ্ফল রোদন ছাড়া কি আর কিছুই নাই।—না, এ বিষয়ে আমি চিন্তা কর্ব্ব না।—উঃ, অসহ্য গরম!—(গবাক্ষের কাছে গিয়া গবাক্ষ খুলিয়া দিলেন। পরে ফিরিয়া আসিয়া আবার কহিলেন) —মানুষের মধ্যে কি দুটো মানুষ আছে! তা না হ'লে অশ্রান্ত দ্বন্দ্ব চ'লেছে কার সঙ্গে?—উঃ, কি গরম!—না, আমি কখনও তা' কর্ব্ব না। এবার আমার হৃদয়কে দৃঢ় করেছি। আমার এ সঙ্কল্প হ'তে আর কেউ আমায় বিচলিত কর্ত্তে পারে না। এ বিষয়ে আমার একটা সম্মানের ঋণ আছে—আমার নিজের কাছে, আমার কন্যার কাছে, আমার নিহত স্বামীর কাছে।—কখনও না।

এই সময়ে বাঁদী পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিল—

বাঁদী। আপনার ভাই, একবার আপনার সাক্ষাৎ চান জনাব।

নুরজাহান। কে, আসফ?

বাঁদী। হাঁ জনাব।

নুরজাহান। আচ্ছা, নিয়ে এসো।

বাঁদী চলিয়া গেল

এ সময়ে আসফ হঠাৎ কি মনে করে'?

আসফ প্রবেশ করিলেন

আসফ—তুমি হঠাৎ!

আসফ। সংবাদ আছে। শুভ সংবাদ। আমি শুভ সংবাদ ভিন্ন আনি না।

নূরজাহান। কি সংবাদ?

আসফ। বলছি রোস। হাঁফ নিতে দাও।

নূরজাহান। (নীরবে চাহিয়া রহিলেন। কিয়ৎক্ষণ পরে কহিলেন) —এখন বল কি সংবাদ।

আসফ। শুনবে কি সংবাদ?—শোন তবে। সম্রাট তোমার একবার সাক্ষাৎ চান।

নূরজাহান। সাক্ষাৎ চান? উদ্দেশ্য?

আসফ। উদ্দেশ্য কি জানো না মেহের?

নূরজাহান। হাঁ অনুমান কর্ত্তে পারি। যদি সেই উদ্দেশ্যই হয়, তা' হ'লে তাঁকে আমার সেলাম জানিয়ে বোলো যে, সে সম্মান আমার পক্ষে দুর্ব্বহ।

আসফ। কি! তুমি এখান থেকে চলে' যাবার আগে তাঁর সঙ্গে একবার দেখা কর্ত্তেও অস্বীকৃত?

নূরজাহান। নিশ্চয়ই!

আসফ। মেহের! আমি বুঝতে পারি না তোমার এ কি রকম অদ্ভুত একগুঁয়েমি। আজ চার বৎসর হোল, শের খাঁর মৃত্যু হয়েছে। মুসলমানী প্রথায় বিধবাবিবাহ নিষিদ্ধ নয়। আর বৎসরের ঢেউয়ের উপর দিয়ে বৎসরের ঢেউ চলে' গিয়েছে, তথাপি তোমার স্মৃতি সম্রাটের মনে শিলাখণ্ডের মত দৃঢ়, অটল, অক্ষুণ্ণ র'য়েছে। তবু তুমি—

নূরজাহান। আসফ! আমার স্মৃতি সম্রাটের হৃদয়ে যেমন উজ্জ্বল, আমার স্বামীর স্মৃতিও আমার মনে সেই রকম জাজ্বল্যমান।

আসফ। কিন্তু তোমার স্বামীকে ত তুমি আর পাবে না—এ কি রকম মূঢ়তা, আমি বুঝতে পারি না।

নুরজাহান। তুমি পার্ব্বে না! এ বিরোধ, এ অনুশোচনা, এ অন্তর্দ্দাহ—তুমি বুঝবে কি ?

আসফ। কিন্তু সর্ব্ব কর্ম্ম ছেড়ে এই অনুশোচনাই কি তোমার জীবনের শ্রেয়সী সাধনা হোল ?—যখন একবার ইচ্ছা কর্‌লেই ভারতের অধীশ্বরী হ'তে পারো—একটি মাত্র কথায়—অবহেলায়—ইঙ্গিতে—

নুরজাহান। আমি তা' চাই না।—বৃথা উপদেশ। ~~আমায় লওয়াতে পার্ব্বে না। যাও।~~ যাও।

আসফ। (ক্ষণেক নীরব রহিলেন, পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)—মেহের, তুমি আজ এই মহৎ সম্মান ছুঁড়ে ফেলে দিচ্ছ। কিন্তু পরে যখন লোল-বার্দ্ধক্য তোমার উচ্চ ললাটে এসে বস্‌বে, তখন তোমার মনে একটা নিষ্ফল অনুতাপ হবে যে, যৌবনের কি সুযোগই তুমি হারিয়েছো। যে সুযোগকে তুমি আজ প্রত্যাখ্যান কর্চ্ছ, তখন তার পায়ে ধরে'ও তাকে ফেরাতে পার্ব্বে না।

নুরজাহান। এরা ষড়্‌যন্ত্র ক'রেছে! এরা আমায় উন্মাদ না করে' ছাড়্‌বে না! (পরে চীৎকার করিয়া কহিলেন—) তুমি কেন এলে ?—যাও।

আসফ। যাচ্ছি মেহের। তবে এই শেষবার বলে' যাচ্ছি, শোন। মনে কর মেহের!—কি পদ, কি মর্য্যাদা, আজ তুমি হাতে পেয়ে ছেড়ে দিচ্ছ। আর ইচ্ছা কর্‌লেই কি হ'তে পারো। আজ এইখানে এই দণ্ডে স্থির হ'য়ে যাবে, যে তুমি বাহিরে পরিত্যক্ত পাদুকাখণ্ড হ'য়ে থাক্‌বে, না প্রাসাদকক্ষের কেন্দ্রে উর্দ্ধে রক্ষিত ঝাড়ের মত আলো দেবে। পথের ভিখারিণী হওয়া আর ভারতের অধীশ্বরী হওয়া, এ দু'টোর মধ্যে বেছে নেওয়া কি এত শক্ত ?

নুরজাহান। কিছু শক্ত নয়। আমি বেছে নিয়েছি। আমি পথের ভিখারিণীই হব।

আসফ। তুমি একা ভিখারিণী হবে না মেহের! এই পরিবারটি পথের ভিখারী হবে। সম্রাট পিতাকে ব'লেছেন যে, তুমি যদি সম্মত হও, ত পিতাকে তিনি মন্ত্রীর পদ দিবেন। আর তুমি যদি অসম্মত হও, ত তাঁর কোষাধ্যক্ষের পদও থাক্‌বে কি না সন্দেহ।

নুরজাহান। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া কহিলেন)—তুমি কি প্রস্তাব করছ জানো আসফ? প্রস্তাব কর্‌ছ যে, আমার শরীর, আমার আত্মা, আমার আত্মমর্য্যাদা, যা কিছু আপনার বল্‌তে পারি, তাকে ফেলে দিব একটা সাম্রাজ্যের জন্য! যে আমার পতিহন্তা, যার প্রতি কেবল একটা তীব্র প্রতিহিংসা শাণিত মুক্ত তরবারির মত আমার অন্তরে দীপ্ত থাকবার কথা, তাকে নেবো আমার প্রেমালিঙ্গনে!

আসফ। প্রতিহিংসাই যদি নিতে চাও মেহের, ত এর চেয়ে উত্তম সুযোগ কি পাবে? প্রাসাদের বাহিরে তুমি এক সামান্যা নারী মাত্র; তোমার সাধ্য কি? কিন্তু তুমি যদি সম্রাজ্ঞী হও, সে সুযোগ তুমি প্রতি দিনে, প্রতি দণ্ডে, প্রতি মুহূর্ত্তে পাবে! দেখ মেহের! বিবেচনা কর।

নুরজাহান। এ নিয়তি! আমি বরাবর তাই দেখে আসছি। দূর থেকে একটা আবর্ত্ত আমায় টান্‌ছে, নৈলে আমরা আগ্রায় এসেছিলাম কেন? নৈলে সেদিন তাঁর সঙ্গে আবার দেখা হয়েছিল কেন? নৈলে এমন স্বামীকে ভালোবাসতে পার্‌লাম না কেন? নৈলে এ প্রাসাদে আস্‌বার আগে বিষ খেতে পার্‌লাম না কেন? নৈলে পিতা, তুমি, স্বয়ং দয়াবতী সম্রাজ্ঞী, আমার বিপক্ষে ষড়্‌যন্ত্র কর্ব্বে কেন?—ওঃ! কি ষড়্‌যন্ত্র! আমার মধ্যে যে শয়তানী আছে, তাকে আমি জয় করে' এনেছিলাম! এখন তোমরা সবাই এসে তার সঙ্গে যোগ দিলে। আমি হঠেছি।

আসফ। কি বল্‌ছো মেহের বুঝ্‌তে পার্‌ছি না।

নুরজাহান। পার্ব্বে না।—যাক্, তোমরা সবাই তাই চাও? পিতা, তুমি—তোমরা সকলে তাই চাও?

আসফ। কি?

নুরজাহান। যে আমি সম্রাজ্ঞী হই।

আসফ। হাঁ, চাই।

নুরজাহান। তবে তাই হোক্! কিন্তু সাবধান আসফ। এর পরে যা হবে, তা'র জন্য আমি দায়ী নই। মনে রেখ যে, পিঞ্জরাবদ্ধ ক্ষিপ্ত ব্যাঘ্রীকে পুরপথে ছেড়ে দিচ্ছ। যে ঝঞ্ঝাকে হৃদয়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে আমি বক্ষে চেপে রেখেছিলাম, সে শক্তি তোমরা সরিয়ে দিলে। এখন এই ঝটিকা নির্ব্বিরোধে এই সাম্রাজ্যের উপর দিয়ে বহে' যাক্।

আসফ। কি কর্ত্তে চাও?

নুরজাহান। এখনও ঠিক জানি না। তবে এ শয়তানীর শক্তি আমি জানি।—যাও, সম্রাট্‌কে বল গে, আমি তাঁকে বিবাহ কর্ত্তে প্রস্তুত।

আসফ চলিয়া গেলেন

নুরজাহান। তবে সাম্রাজ্যখানি এবার একটা প্রকাণ্ড ভূমিকম্পে কাঁপুক।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদকক্ষ। কাল—রাত্রি

রাজপারিষদবর্গ আসীন। সম্মুখে নর্ত্তকীগণ

১ম পারিষদ। গান গাও, আবার গাও। আজ সারারাত স্ফূর্ত্তি কর্ত্তে হবে।

২য় পারিষদ। হাঁ আজ সম্রাটের বিবাহ। সোজা কথা নয় চাঁদ। শের খাঁর বিধবার সঙ্গে সম্রাট জাহাঙ্গীরের বিবাহ।

৩য় পারিষদ। এবং সঙ্গে সঙ্গে সম্রাটের পুত্র খুরমের সঙ্গে বিধবার ভাই আসফের কন্যার বিবাহ। সেটা যে তোমরা ধর্ত্তব্যের মধ্যেই আন্‌ছো না?

২য় পারিষদ। আরে রেখে দাও সব বাজে বিয়ে।

৩য় পারিষদ। বাজে বিয়ে! কি রকম?

২য় পারিষদ। প্রথম বিয়ে—কি বিয়ে। সে ত নাম্‌তা মুখস্থ করা।

৪র্থ পারিষদ। নামতা মুখস্থ করা কি রকম?

২য় পারিষদ। আসল অঙ্ক কষা আসে ঐ দ্বিতীয় বিয়েতে। তার পর যতই বিয়ের সংখ্যা বাড়্‌তে থাকে, সঙ্গে সঙ্গে অঙ্ক ততই ভারি শক্ত হ'য়ে দাঁড়ায়।

৩য় পারিষদ। বিয়ে হোল অঙ্ক কষা?

২য় পারিষদ। বিষম অঙ্ক কষা। বাবা এ আমার ঠেকে শেখা।

৪র্থ পারিষদ। আসফের কন্যা শুনেছি অপরূপ সুন্দরী।

২য় পারিষদ। শুনেছি কি! দেখেছি।

৩য় পারিষদ। কি রকম! কি রকম!

২য় পারিষদ। কি রকম জানো? এই ঠিক পরীর মত। পরী দেখেছো অবিশ্যি?

৪র্থ পারিষদ। অর্থাৎ মানুষে অত সুন্দর হয় না। এই বল্‌তে চাও ত?

২য় পারিষদ। আরো বেশী বর্ণনা চাও ত শোন। তার চক্ষু দুটি পদ্মপত্রের মত, কর্ণ শঙ্খের মত, নাসিকা বংশীর মত, বেণী ভুজঙ্গের মত। বেশ বুঝে যাচ্ছো রূপটা হৃদয়ঙ্গম কর্চ্ছ?—

১ম পারিষদ। আরে টীকা-টিপ্পনি রেখে দাও। সে ত তোমাদের কারো স্ত্রী হবে না; তার বর্ণনার দরকার কি? গাও নাচো স্ফূর্ত্তি কর।

নর্ত্তকীরা নাচিতে নাচিতে গাহিল

আজি, নূতন রতনে, ভূষণে যতনে
প্রকৃতি সতীরে, পরিয়ে দাও গো।
আজি, সাগরে, ভুবনে, আকাশে, পবনে—
নূতন কিরণ ছড়িয়ে দাও গো।
আজি, পুরাণো যা কিছু দাও গো ঘুচিয়ে ;
মলিন যা কিছু ফেল গো মুছিয়ে ;
—শ্যামলে, কোমলে, কনকে হীরকে,
ভুবন ভূষিত করিয়ে দাও গো।
আজি, বীণায় মুরজে স্বননে গরজে,
জাগিয়া উঠুক গীতি গো !
আজি হৃদয় মাঝারে, জগত বাহিরে,
ভরিয়ে উঠুক প্রীতি গো।
আজি, নূতন আলোকে, নূতন পুলকে,
দাও গো ভাসায়ে ভুলোকে দ্যুলোকে ;
নূতন হাসিতে, বাসনা-রাশিতে,
জীবন মরণ ভরিয়ে দাও গো।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—সম্রাটের অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন

অন্তঃপুর-গৃহের বারান্দায় লয়লা একাকী বেড়াইতেছিল। সঙ্গে সম্রাট-পুত্র শারিয়ার

শারিয়ার। লয়লা, তোমার এই পাণ্ডুর বিষণ্ণ মুখ, এই আনত শুষ্ক চক্ষু, এই কম্পিত ভগ্নস্বর কেন ? কি দুঃখ তোমার ?

লয়লা। আমার দুঃখ আপনি শুনে কি কর্ব্বেন সাহজাদা ?

শারিয়ার। পারি যদি প্রতিকার কর্ব্ব

লয়লা। আপনি!

শারিয়ার। জানি লয়লা, আমার ক্ষমতা ক্ষুদ্র, জানি, আমি সম্রাটের উপেক্ষিত, রাজ-পরিবারের অবজ্ঞাত। তবু চেষ্টা কর্ত্তে পারি।

লয়লা। কুমার, আপনি যে সবার উপেক্ষিত, ঐটুকুই আপনার সৌন্দর্য্য।

শারিয়ার। বুঝতে পার্লাম না।

লয়লা। পার্ব্বেন না। বুঝবার বৃথা চেষ্টা কর্ব্বেন না।

শারিয়ার। তুমিও আমায় অবজ্ঞা কর!

লয়লা। না কুমার! আমি আপনার নিঃসহায় অবস্থা, আপনার শারীরিক আর মানসিক দৌর্ব্বল্য, আপনার বর্ত্তমান আর ভবিষ্যৎ দৈন্য, বড়ই সুন্দর দেখি।

শারিয়ার। আমার কিছু সুন্দর দেখ কি লয়লা?

লয়লা। আপনার কাছে স্তোকবাক্য ব'লে আমার কোন লাভ নাই। আপনি বড়ই দীন—আমার চেয়েও দীন।

শারিয়ার। তুমি দীন লয়লা! তুমি সম্রাজ্ঞীর কন্যা, তুমি সম্রাটের—

লয়লা। স্তব্ধ হোন্ কুমার। সম্রাটের সঙ্গে আমার নাম এক নিঃশ্বাসে উচ্চারণ করে', আমায় কলুষিত কর্ব্বেন না। হাঁ, আমি সম্রাজ্ঞীর কন্যা বটে—হায়, তা অস্বীকার কর্ব্বার যো নাই।

শারিয়ার। লয়লা, তুমি একটি প্রহেলিকা।

লয়লা। সাহজাদা, আমার চরিত্র কি আপনার কাছে এতই জটিল ঠেকে?

পরিচারিকার প্রবেশ

পরিচারিকা। (লয়লাকে) আপনাকে বেগম সাহেবা একবার ডেকেছেন।

লয়লা। আমাকে?

পরিচারিকা। হাঁ জনাব।

লয়লা। বেগম সাহেবা ?

পরিচারিকা। হাঁ, বেগম সাহেবা।

লয়লা। প্রয়োজন ?

পরিচারিকা। আমায় বলেন নি।

লয়লা। আচ্ছা যাচ্ছি, বল গে যাও।

পরিচারিকা চলিয়া গেল

লয়লা। সাহজাদা! জানি, আপনি আমায় ভালোবাসেন। কিন্তু সে ভালোবাসা দমন করুন।

শারিয়ার। তুমি আমায় ভালোবাস না ?

লয়লা। বাসি! যদি কাউকে বাসি, সে আপনাকে, তবু আপনাকে বিবাহ কর্ত্তে পারি না।

শারিয়ার। অপরাধ ?

লয়লা। অপরাধ, আপনি জাহাঙ্গীরের পুত্র।

শারিয়ার। সাজাহানও ত জাহাঙ্গীরের পুত্র।

লয়লা। তাই কি ?

শারিয়ার। তোমার ভগিনী খাদিজা ত তাঁকে বিবাহ করেছেন।

লয়লা। খাদিজা আসফ খাঁর কন্যা, শের খাঁর কন্যা নহেন।—যান! কেন আমার নির্জ্জনতায়, আমার দুঃখে, আমার নৈরাশ্যের দূষিত বাতাসের মধ্যে এসে আপনাকে অসুখী করেন ?

শারিয়ার। তুমি তবে আর কাকে বিবাহ কর্ব্বে!

লয়লা। না সাহজাদা। সে বিষয়ে নিশ্চিন্ত থাকুন।

শারিয়ার। তুমি বিবাহ কর্ব্বে না ?

লয়লা। না।

শারিয়ার। কেন লয়লা!—চেয়ে দেখ এই বিশ্বজগৎ। চেয়ে দেখ,

ঐ হিরণ্ময়ী সন্ধ্যা—আকাশের নীল হৃদয়ে ঘুমিয়ে পড়েছে। ঐ হিল্লোলিত পবন শ্যামা ধরিত্রীকে আলিঙ্গন কর্চ্ছে। ঐ ভ্রমর চম্পককলিকার মুখচুম্বন করছে!—বিশ্বজগতে কে একা আছে লয়লা?

লয়লা। আমি তবে এ বিশ্বজগতের বাহিরে। আমার যে দুঃখ—

সহসা লয়লা দক্ষিণ করতলে বাম করতল মর্দ্দন করিয়া করুণস্বরে কহিলেন—

যান, সাহজাদা যান! এ সব শোনবার আমার সময় নাই—আমার সেরূপ অবস্থা নয়।

শারিয়ার। তোমার কি দুঃখ, আমায় জানাবেও না?

লয়লা। না, আপনি বুঝবেন না।—আপনি যান।

শারিয়ার চলিয়া গেলেন

লয়লা। তুমি আমার দুঃখ কি বুঝবে শারিয়ার! পৃথিবীতে কি কেউ বুঝতে পারে! আমার মা—আমার পিতা যাকে পূজা কর্ত্তেন বল্লেই হয়—সেই পিতাকে যে নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করিয়েছে—আমার মা আজ সেই জল্লাদের স্ত্রী—একটা সাম্রাজ্যের জন্য—একখণ্ড ভূমির জন্য!—

বলিতে বলিতে লয়লার স্বর ভাঙ্গিয়া গেল

—আমার মা আজ আমার পর হ'য়ে গিয়েছে! আমার সোণার প্রতিমা আমার হৃদয়ের সিংহাসন থেকে দস্যুতে কেড়ে নিয়ে গিয়েছে! আমার সব গিয়েছে। আর আমি তাই দাঁড়িয়ে দেখলাম। চক্ষে অশ্রুবিন্দু ছিল না। মুখে আর্ত্তনাদ ছিল না! মাকে বাঁচাতে পার্লাম না—বাঁচাতে পার্লাম না।

প্রস্থান

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—সম্রাজ্ঞী নূরজাহানের সুসজ্জিত প্রাসাদ-কক্ষ। কাল—রাত্রি

মহার্ঘভূষায় ভূষিতা নূরজাহান একাকিনী সেই কক্ষে বেড়াইতেছিলেন

নূরজাহান। আমি আজ ভারতের সম্রাজ্ঞী! কিন্তু এ আমার গৌরব, না লজ্জা? এ আমার জয়, না পরাভব!—উঃ কি পরাজয়! শয়তানীর সঙ্গে এতদিন ধরে' যুদ্ধ করে' এসে শেষে পরাস্ত হ'লাম। আমি হেরেছি। আমি আমার সব হারিয়েছি। তবে আর কিসের ভয়! যখন সম্রাজ্ঞী হয়েছি, তখন সব বাধা, সব বিঘ্ন, আমার পথ থেকে সরে' যাক্! যখন বিবেক খুইয়েছি, তখন সব দ্বিধা সঙ্কোচ হৃদয় থেকে দূর হোক্! যখন সম্রাজ্ঞী হয়েছি, রাজত্ব কর্ব্ব!—এই সম্রাট্ আস্‌ছেন।

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলে সম্রাজ্ঞী তাঁহাকে অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর। নূরজাহান! তুমি সম্রাজ্ঞী হ'তে জন্মেছিলে। তোমার সেলাম কর্ব্বার ভঙ্গিমা পর্য্যন্ত সম্রাজ্ঞীর মত।

নূরজাহান। সম্রাজ্ঞী হ'তে জন্মেছিলাম, সম্রাজ্ঞী হয়েছি। সংসারে কেউ সেধে বড়লোক হয়, আর কাউকে বা সংসার বড়লোক হ'তে সাধে।

জাহাঙ্গীর। সে লোকের মত লোক হ'লে বটে। রত্নকেই লোকে খুঁজে এনে উষ্ণীষে রাখে।

নূরজাহান। আর যার শিরে সে উষ্ণীষ থাকে, সে শির তার স্কন্ধের পক্ষে বড়ই বেশী ভারী হয়, জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। নূরজাহান! যা হয়ে গিয়েছে—

নূরজাহান। তা হ'য়ে গিয়েছে। সত্য কথা। এর মত সত্য কথা সংসারে আর কিছু নাই জাঁহাপনা।—সে কথা যাক্। আমি একটা কথা জিজ্ঞাসা কর্ত্তে পারি কি জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। কি কথা নুরজাহান ?

নুরজাহান। জাঁহাপনা, শুন্‌ছি, কুমার খসরুকে কারাগার হ'তে মুক্ত করে দিয়েছেন ?

জাহাঙ্গীর। হাঁ প্রিয়তমে।

নুরজাহান। সম্রাজ্ঞী রেবা বুঝি সম্রাট্‌কে সে বিষয়ে অনুরোধ করেছিলেন ?

জাহাঙ্গীর। হাঁ—না—অর্থাৎ তিনি মুখ ফুটে কিছু বলেন নি। তবে তাঁর অশ্রুজল যা সমস্ত প্রাণের নিষেধ সত্বেও চোখে এসে ছাপিয়ে পড়ে, তাঁর দীর্ঘনিশ্বাস যা অন্তর্নিরুদ্ধ বাষ্পের মত সমস্ত দেহখানিকে কাঁপায়, তাঁর অব্যক্ত কাকুতি যা মানুষের অতীত ভাষায় মুখে এসে ব্যক্ত হয় ; এর সব এসে আমায় জয় কর্লে।—তার উপর খসরু আমার পুত্র ত !

নুরজাহান। নিশ্চয়ই। তবে (হাসিয়া) যখন জাঁহাপনা আমার ভাগিনেয় সেকউল্লার প্রাণদণ্ড দেন, তখন ন্যায়বিচারে একটু অধিক বড়াই করেছিলেন।

জাহাঙ্গীর। সে তোমার ভগিনার পুত্র, তোমার পুত্র ছিল না।

নুরজাহান। না, তবে সে আমার পোষ্যপুত্র ছিল।

জাহাঙ্গীর। পোষ্যপুত্র আর নিজের পুত্র।—নুরজাহান! তুমি জান না যে, পুত্র কি জিনিষ।

নুরজাহান। না জাঁহাপনা, তা জান্‌বার সুযোগ কখন পাই নাই।

জাহাঙ্গীর। খসরু একে আমার পুত্র—

নুরজাহান। তার উপর সে সম্রাজ্ঞী রেবার পুত্র।

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান!

নুরজাহান। জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। তুমি স্থির-চিত্তে এ কথা বল্‌ছো ? রেবার প্রতি তোমার অসূয়া হয় ?

নুরজাহান। অসূয়া একটু হ'তেও পারে বা।

জাহাঙ্গীর। আমি তা সম্ভব ভাবিনি।

নুরজাহান। কেন জাঁহাপনা?

জাহাঙ্গীর। অসূয়া হয় কতক সমানে সমানে। কিন্তু রেবা আর তুমি ভিন্ন জগতের! রেবা—ঊর্দ্ধস্থিত নক্ষত্রের মত—স্থির, ভাস্বর, নিষ্কলঙ্ক! আর তুমি তার বহু নিম্নে পূর্ণচন্দ্রের মত—এত সুন্দর, কারণ এত কাছে!

এই সময় বাঁদী প্রবেশ করিয়া কহিল—

বাঁদী। খোদাবন্দ, সম্রাজ্ঞী একবার সাক্ষাৎ চান।

জাহাঙ্গীর। তাঁর পূজা শেষ হয়েছে?

বাঁদী। খোদাবন্দ।

জাহাঙ্গীর। চল যাচ্ছি।

বাঁদী চলিয়া গেল

আমি এক্ষণেই আস্‌ছি নুরজাহান—

এই বলিয়া বাহির হইয়া গেলেন

নুরজাহান। রেবা নক্ষত্র আর আমি পূর্ণচন্দ্র এতদূর তফাৎ—তা জান্তাম না। আচ্ছা, তবে দেখি, যে সেই নক্ষত্রের রশ্মি এই পূর্ণচন্দ্রের প্রভায় পাণ্ডুর হয়ে যায় কি না। নুরজাহান দেবী নয়। নুরজাহান রাজত্ব কর্ত্তে বসেছে, রাজত্ব কর্ব্বে। সে আর কারো প্রতিদ্বন্দ্বিতা সহ্য কর্ব্বে না।

এমন সময়ে ধীরে লয়লা প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

লয়লা। তুমি আমায় ডেকেছিলে?

নুরজাহান। হাঁ লয়লা। আমি তোমায় ডেকেছিলাম।

লয়লা। প্রয়োজন?

নুরজাহান। আছে প্রয়োজন! আর লয়লা! প্রয়োজন নৈলে কি আর আমার কাছে আস্‌তে নাই?

লয়লা। না। প্রয়োজন নৈলে তোমার কাছে আমার আস্‌তে নাই!

নুরজাহান। (কাতরভাবে তাঁহার প্রতি চাহিয়া কহিলেন) কেন লয়লা?

লয়লা। (স্থির শুষ্ককণ্ঠে কহিলেন) তোমার সঙ্গে আমার আর কি সম্বন্ধ?

নুরজাহান। আমি ত তোমার মা?

লয়লা। শুন্‌তে পাই বটে!

নুরজাহান। শুন্‌তে পাও?—শুন্‌তে পাও?—এতদূর!

লয়লা। হাঁ, শুন্‌তে পাই! কিন্তু, ঠিক ধারণা কর্ত্তে পারি না। ঠিক বিশ্বাস হয় না যে, আমার মা একখণ্ড ভূমির জন্য আপনাকে বিক্রয় কর্ত্তে পারে। আমার মাঝে মাঝে মনে হয় যে, আমার মা বুঝি আর কেউ ছিলেন। তিনি মরে' যান। তার পরে পিতা তোমায় বিবাহ করেন; আর তোমায় মা বল্‌তে আমায় শেখান।

নুরজাহান। না লয়লা! অভাগিনী আমি সত্যই তোমার মা।

লয়লা। হবে।—আমার জীবনের সেরা দুঃখ এই যে, তুমি আমার মা।—ওঃ! ছেলেবেলায় কেউ আমায় নুন খাইয়ে কেন মারে নি! তা হলে এ অপবাদ আমায় শুন্‌তে হোত না। কিম্বা এখনও যদি কেউ আমায় ধরে' এই পাথরের উপর আছড়ে মারে—যতক্ষণ—যতক্ষণ আমার দেহ শতধা ছিঁড়ে' গলে' পিষে না যায়!—ওঃ—মা আমি আত্মহত্যা কর্ব্ব! আর সহ্য হয় না—

নুরজাহান। (বিরক্তির স্বরে) কি সহ্য হয় না লয়লা?

লয়লা। এই দৃশ্য! এই বীভৎস ব্যভিচার! এই চিন্তা—যে আমার মা সাম্রাজ্যের লোভে বিবাহ করেচেন তাঁর পতিহন্তাকে! যখন সেই

জল্লাদ এসে তোমার হাতে ধরে' তোমায় প্রেয়সী বলে' ডাকে, তখন— বল্‌বো কি মা—আমার সর্ব্বাঙ্গে বৃশ্চিক দংশনের জ্বালা হয়! কি বল্‌বো —কি সে জ্বালা!—আর এই জ্বালা একদিন নয়, একমাস নয়, নিত্য নিত্য! চক্ষের সাম্‌নে নিত্য নিত্য দেখ্‌ছি, সে পাপের কারখানায় তৈরি হচ্ছে—নূতন নূতন অবিচার, অত্যাচার, ব্যভিচার! ওঃ!—

নূরজাহান। দেখ লয়লা! আমি এই রকম নিত্য নিত্য তোমার রক্তবর্ণ চক্ষু আর ভৎ'সনা সহ্য কর্ব্ব না।

লয়লা। কি কর্ব্বে! আমায় হত্যা কর্ব্বে! আশ্চর্য্য নয়। যে পতিহন্তাকে বিবাহ করে, সে কন্যাকেও হত্যা কর্ত্তে পারে। (পরে সানুকম্পস্বরে কহিলেন)—হায় হতভাগিনী নারী! তোমার উপর রাগ কর্ব্ব কি! মাঝে মাঝে তোমার জন্য আমার গাঢ় দুঃখ হয়। কার স্ত্রী ছিলে, আর কার স্ত্রী হয়েছো! কোথায় সেই শের খাঁ, কোথায় এই জাহাঙ্গীর! কোথায় অগাধ অসীম স্বচ্ছ নীল-সমুদ্র, কোথায় পুতিগন্ধময় ক্ষুদ্র পঙ্কিল জলাশয়! কোথায় কেশরী, কোথায় বন্যশৃগাল!—নারী! লজ্জা করে না, দুঃখ হয় না, যে তুমি তোমার সেই দেবতার সিংহাসনে স্বেচ্ছায় বসিয়েছো এক কামুককে! সেই সরল, উদার, পূজ্য, পবিত্রোজ্জ্বল মহিমাময় চরিত্রের মাহাত্ম্য ভুলে গিয়ে, আজ এক নীচ, হেয়, কলুষপঙ্কিল পাপের উপাসনায় বসেছো! লজ্জা করে না, যে নারীর যা কিছু মহৎ— স্নেহ, দয়া, কৃতজ্ঞতা, পুণ্য—সব বিসর্জ্জন দিয়ে এক শয়তানের পাশে আপনাকে বিক্রয় করেছো!—

নূরজাহান। স্তব্ধ হও বালিকা!

লয়লা। কি জন্য নারী!—তুমি আজ ভারত-সম্রাজ্ঞী বলে' ভেবেছ আমি তোমার ভ্রূকুটি দেখে ভয়ে মাটির মধ্যে সেঁধিয়ে যাবো? স্বপ্নেও মনে কোরো না! জেনো, তুমি যদি জাহাঙ্গীরের স্ত্রী—লয়লাও শের খাঁর মেয়ে!

নূরজাহান। (উচ্চৈঃস্বরে) লয়লা!

লয়লা। (তদ্রূপ উচ্চৈঃস্বরে) নুরজাহান!

দু'জনে পরস্পরের সম্মুখীন হইয়া দাঁড়াইয়া দুই ক্রুদ্ধ ব্যাঘ্রীর মত পরস্পরের দিকে জ্বালাময় দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। এই সময়ে জাহাঙ্গীর সেই কক্ষে প্রবেশ করিলেন

জাহাঙ্গীর। এ কি লয়লা! এ কি নুরজাহান!

উভয়ে নিস্তব্ধ রহিলেন। পরে নুরজাহান কাঁদিয়া ফেলিলেন

লয়লা। কাঁদো কাঁদো, চিরজীবন কাঁদো, যদি তাতেও এ কালিমা কিছু ধৌত হ'য়ে যায়। তুমি ত মন্দ ছিলে না। কে তোমায় এ পরামর্শ দিলে? কে তোমায় স্বর্গের রাজ্য হ'তে টেনে এনে (জাহাঙ্গীরকে দেখাইয়া) এই অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্লে?

জাহাঙ্গীর। বুঝেছি। জেনো বালিকা, যে তুমি যদিও নুরজাহানের কন্যা, তথাপি আমার ধৈর্য্যের একটা সীমা আছে।

লয়লা। জান্‌বেন সম্রাট, যে আপনি যদিও নুরজাহানের স্বামী, তথাপি আমার ধৈর্য্যেরও একটা সীমা আছে।

জাহাঙ্গীর। তোমার স্পর্দ্ধা অত্যন্ত বেশী বেড়েছে দেখ্‌ছি! তবে এবার তোমায় শাসন কর্‌ব।

লয়লা। আপনি?

জাহাঙ্গীর। হাঁ, আমি। তোমার ব্যবহার অসহ্য হ'য়ে দাঁড়িয়েছে। তোমার এ মেজাজ নরম কর্ত্তে আমি জানি।

লয়লা। সম্রাট্‌! লয়লা শের খাঁর মেয়ে, সে ভয়ে ভীত হ'বার মেয়ে নয়।—স্বেচ্ছাচারী দস্যু! এই নীতি নিয়ে একটা সাম্রাজ্য শাসন কর্ত্তে বসেছো? জাহাঙ্গীর! তুমি এখনও শের খাঁর মেয়ের সম্মুখে এমনি খাড়া দাঁড়িয়ে রয়েছো, এইটেই আমার একটা প্রকাণ্ড বিস্ময় বোধ হচ্ছে!—তবু সোজা ভাবে আমার চক্ষের পানে চাও দেখি জল্লাদ! দেখি স্পর্দ্ধা

কতদূর তোমার! চাও—মনে রেখো, আমি শের খাঁর মেয়ে। চাও—দেখি স্পর্দ্ধা!

জাহাঙ্গীর। নূরজাহান! এ ব্যাঘ্রীকে যদি তুমি শাসন না কর, ত আমি আল্লার নামে শপথ কচ্ছি যে—

লয়লা। যে আমায় হত্যা কর্ব্বে! তাই কর সম্রাট্! ~~তোমার পায়ে ধরি~~। আমায় হত্যা কর।—যেমন আমার বাবাকে হত্যা করেছো, ~~আমাকেও হত্যা কর।~~ তাতে আমার অন্ততঃ একটা সান্ত্বনা হবে, যে আমি শেষ নিশ্বাসের সঙ্গে তোমায় অভিসম্পাত দিয়ে মর্ত্তে পার্ব্ব!

জাহাঙ্গীর। উত্তম! তাই হবে।—দৌবারিক!

নূরজাহান। এবার একে মার্জ্জনা করুন জাঁহাপনা! এবার আমারই দোষ। আমিই একে উত্ত্যক্ত করেছিলাম।

জাহাঙ্গীর। না, আমি আর সহ্য কর্ত্তে পারি না নূরজাহান! এর শেষ কর্ত্তে হবে।—দৌবারিক!

নূরজাহান। (জানু পাতিয়া) জাঁহাপনা, আমার পুত্রটিকে নিয়েছেন, আমার যথাসর্ব্বস্ব এই কন্যাটিকেও নিবেন না! এইবার ক্ষমা করুন।

জাহাঙ্গীর। (ঈষৎ চিন্তা করিয়া)—আচ্ছা, এবার ক্ষমা কর্‌লাম; কিন্তু এই শেষবার নূরজাহান। (লয়লাকে ঝাঁকা দিয়া) এই শেষবার। বুঝ্‌লে বালিকা? মনে থাকে যেন। (বলিয়া চলিয়া গেলেন। লয়লা ঘৃণাভরে তাঁহার প্রতি চাহিয়া রহিলেন। সম্রাট্ দৃষ্টির বহির্ভূত হইলে লয়লা সহসা নূরজাহানের দিকে চাহিয়া কহিলেন)—"মা!"

নূরজাহান। লয়লা!

লয়লা। একটা কাজ কর্ব্বে?

নূরজাহান। কি কাজ লয়লা!

লয়লা। তুমি যে পাপ করেছো, আমার শত ভর্ৎসনায়ও সে পাপ পুণ্য হবে না। কিছু প্রায়শ্চিত্ত কর!

নুরজাহান। কি প্রায়শ্চিত্ত?

লয়লা। এই পরিবারকে নরকে নিক্ষেপ কর। যদি স্বর্গের রাস্তা থেকে নেমেছই, তবে দস্তুর মত পিশাচী হও। তুমি ভুজঙ্গিনীর মত এই সম্রাট-পরিবারের চারিদিকে জড়িয়ে উঠে তোমার বিষে তাকে জর্জ্জরিত কর। ~~এ পরিবার ধ্বংস কর~~। আমি তোমার অবাধ্য মেয়ে; কিন্তু এ বিষয়ে তোমার বাধ্য হব!—যা বল্‌বে, তাই কর্‌ব।

নুরজাহানের মুখ উজ্জ্বল হইল; লয়লার হাত ধরিয়া কহিলেন—

নুরজাহান। যা বল্‌বো, তাই কর্‌বে?

লয়লা। হাঁ মা! আমার বুদ্ধি নাই। তুমি তোমার শয়তানী বুদ্ধি আমায় দাও। আমি আমার সমস্ত সাধ্য, সমস্ত শক্তি তোমায় দেব! এসো দুইজনে মিলে একটা বিরাট ঝড় তুলি! তুমি আর আমি—আজ আর মা আর মেয়ে নই। আমরা দুই বোন, দুই শয়তানী—এক গতি, এক লক্ষ্য, এক পরিণাম।

তৃতীয় অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ-অন্তঃপুরস্থ উদ্যান। কাল—জ্যোৎস্না রাত্রি

খাদিজা সেই প্রমোদ উদ্যানে বেড়াইয়া বেড়াইতে-
ছিলেন ও গাহিতেছিলেন

গীত

কেন এত সুন্দর শশধর?—ও সে তারি রূপ অনুকারী!
কেন এত সুবর্ণ-শতদল?—ও সে তাহারই বর্ণহারী॥
কেন এত সুললিত পিক-সঙ্গীত?—তারই কলবাণী করে ঝঙ্কৃত,
এত সুগন্ধ স্নিগ্ধ মলয়—পরশ বহিয়া তারই।
—আকাশে ভুবনে ব্যাপ্ত সদাই তাহারই রূপের আলো;
তারই পদযুগ ধরে হৃদে বলে'—ধরারে বেসেছি ভালো;
এই জীবনের যত দুঃখ ও ত্রুটি, নিয়তির যত ছলনা ভ্রূকুটি,
সে দুটি আঁখির কিরণের তলে, সকলই ভুলিতে পারি॥

সাজাহান যখন প্রবেশ করিলেন, তখনও খাদিজার গান শেষ হয় নাই। সাজাহানও সে গানে বাধা দিলেন না। খাদিজা নিজের গানে বিভোর হইয়া গাহিতেছিলেন। পরে সাজাহানকে দেখিয়া গান বন্ধ করিলেন এবং দৌড়িয়া গিয়া সাজাহানকে বাহুবদ্ধ করিয়া কহিলেন—

খাদিজা। কে? আমার প্রাণেশ্বর?

সাজাহান। প্রাণেশ্বর কি না, তা জানি না। তবে আমি সাজাহান। বটে।

খাদিজা। আমি এতক্ষণ তোমার প্রতীক্ষা কর্‌ছিলাম।

সাজাহান। আমার পরম সৌভাগ্য।—তবে একটা কথা হচ্ছে খাদিজা, এখনই যে গানটা গাচ্ছিলে, সেটা কাকে লক্ষ্য করে?

খাদিজা। তা জানো না কি প্রিয়তম?

বলিয়া তাহার হাত দুখানি ধরিলেন

সাজাহান। ঐ রকম করে'ই ত গোল বাধাও।

খাদিজা। তোমায় উদ্দেশ করে' গাচ্ছিলাম।

সাজাহান। তাহ'লে বেশ একটু ভাবিয়ে দিলে।

খাদিজা। কেন?

সাজাহান। এই আমি নিজের চেহারাখানা আয়নায় দেখেছি কি না। দেখেছি যে, সেটা শতদল কি শশধরের কাছ ঘেঁষেও যায় না।

খাদিজা। আমি তোমার মুখে যে সৌন্দর্য্য দেখি নাথ, তা' শত শতদল কি শশধরে নাই, কারণ, আমি দেখি ঐ মুখে—একটা মহিমাময় অন্তর্জগৎ; ঐ চক্ষুদুটির ভিতর আমি দেখি—তোমার প্রতিভা আর তোমার সর্ব্বভূতে দয়া, ঐ উচ্চ ললাটে দেখি—একটা সাহস আর একটা আত্মমর্য্যাদা; ঐ ওষ্ঠপ্রান্তে দেখি—তোমার প্রতিজ্ঞা আর স্নেহ! আমি তোমার দেহের মধ্য দিয়ে তোমায় পেয়েছি,—যেমন হিন্দুভক্ত প্রতিমার মধ্য দিয়ে তার দেবতাকে পায়।

সাজাহান। তাহ'লে তোমার উদ্ধার নিশ্চিত।—আচ্ছা, খাদিজা, তোমার পিতা আসফ আর সম্রাজ্ঞী নুরজাহান আপন ভাই বোন্?

খাদিজা। হাঁ নাথ!

সাজাহান। আর তুমি তোমার বাপের মেয়ে? আর লয়লা নুরজাহানের মেয়ে।

খাদিজা। হাঁ।

সাজাহান। বিষম ভাবিয়ে দিলে।

খাদিজা। কেন নাথ ?

সাজাহান। কেন নাথ !—এ রকম কখনও হয় ?

খাদিজা। কি হয় না ?

সাজাহান। এই তুমি হ'লে এই রকম নিরীহ গোবেচারী, আর নুরজাহানের মেয়ে যেন দ্বিতীয় সেকেন্দার সাহা ;—যদিও সে যে শেষে বেচারী শারিয়ারকে বিয়ে কর্লে কেন, আমার বেশ একটু খট্‌কা লাগে।

খাদিজা। ভালোবাসেন নিশ্চয়।

সাজাহান। উঁহুঃ। সে মেয়ে ভালোবাসার পাত্রই নয়।—শারিয়ার বেচারী এই লয়লাকে নিয়ে যে কি কর্‌বে আমি কিছুই বুঝতে পার্ছি না।

খাদিজা। কি আবার কর্বে !

সাজাহান। উঁহুঃ ! মোটেই খাপ খায়নি। বরং তার সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল আমার, আর শারিয়ারের সঙ্গে বিয়ে হওয়া উচিত ছিল তোমার।

খাদিজা। তা হ'লে কি হোত ?

সাজাহান। কি যে হোত তা বল্‌তে পারিনে। তবে তাকে বশ করে' আমার বোধ হয় বেশ একটু আনন্দ হোত। আর তুমি যে গোবেচারী, তোমারও ঠিক শারিয়ারের স্ত্রী হ'লেই মানাতো ভালো। তা আমি বরাবর দেখে আস্‌চি, যে যেমনটি চায় তেমন হয় না।—ঐ ভাই খসরু আসছেন। তুমি ভিতরে যাও।

~~খাদিজা চলিয়া গেলে খসরু প্রবেশ করিলেন~~

সাজাহান ও খসরুর প্রবেশ

সাজাহান। কি ভাই ?

খসরু। কিছু সংবাদ আছে !

সাজাহান। কি সংবাদ ?

খসরু। পিতা তোমায় ডেকে পাঠিয়েছেন।

সাজাহান। কেন?—হঠাৎ?

খসরু। দাক্ষিণাত্যে রাজারা বিদ্রোহ করেছে। তোমায় আবার দাক্ষিণাত্যে যেতে হবে—তাদের দমন কর্ত্তে।

সাজাহান। আবার!—সে দিন যে তাদের বশ করে' এলাম।

খসরু। তারা বিদ্রোহ করেছে।

সাজাহান। কি আশ্চর্য্য! আমি দেখছি, আমার যুদ্ধ কর্ত্তে কর্ত্তেই প্রথম জীবনটা কেটে গেল! একটু শান্তি পেলাম না। সেদিন দাক্ষিণাত্য জয় ক'রে এলাম। তার পরে মেবার জয়। তার পরে ভোর না হ'তে আবার যেতে হবে দাক্ষিণাত্যে।

খসরু। খুরম, আমি তোমার শৌর্য্যে বিস্মিত হয়েছি। মেবারের রক্তধ্বজা ৮০০ বৎসর ধরে' মোগলশক্তিকে তুচ্ছ করে' তার গিরিপ্রাকারে উড়েছে, সেই মেবার তুমি অবহেলায় জয় করেছো।

সাজাহান। (হাসিয়া) আমি মেবার জয় করি নাই।

খসরু। তুমি কর নাই?—সে কি!

সাজাহান। সেনাপতি মহাবৎ খাঁ মেবার জয় সম্পূর্ণ করার পর পিতা আমায় পাঠান সন্ধি কর্ব্বার জন্য। আমি গিয়ে সন্ধি করি। কিন্তু রট্‌লো যে আমিই মেবার জয় করেছি।

খসরু। কিন্তু সে রটনায় মহাবৎ খাঁ প্রতিবাদ করেন নি ত!

সাজাহান। সে তাঁর উদারতা। তিনি সে সম্মান চান না। বরং—কি কারণে জানি না—মেবার জয় সম্বন্ধে নিজের কথা যেন তিনি চাপা দিতেই চান।

খসরু। বটে! তা জান্তাম না। সে যাই হোক্—তার পরে রাণার সঙ্গে তুমি যে সন্ধি করেছো, তাতে তোমার কি ঔদার্য্য দেখিয়েছো খুরম! বিজিতের পক্ষে এমন সম্মানকর সন্ধি পূর্ব্বে বুঝি আর কখনও হয় নাই।

সাজাহান। দাদা, স্থান কাল পাত্র বুঝে শক্তির ব্যবহার কর্ত্তে হয়! মেবারবংশ এক অতি পুরাতন চিরধন্য রাজবংশ।—যে বংশে বাপ্পারাও, চন্দ্রাবৎ রাণী, সমরসিংহ, প্রতাপসিংহ জন্মেছে, সে রাজবংশের আজ পতন হয়েছে! তার কি দুঃখ বুঝে দেখ দেখি দাদা! তার সেই দুঃখভার যতদূর সম্ভব লঘু করেছি।

খসরু। তোমায় কি শ্রদ্ধাই করি—আর কি ভালোই বাসি খুরম! আমিও তোমার সঙ্গে দাক্ষিণাত্যে যাবো, যদি তুমি তাতে সম্মত থাকো, আর পিতা যদি সম্মত হন।—আমি যুদ্ধ শিখ্‌বো।

সাজাহান। চল ত আগে পিতার কাছে যাই।

খসরু। চল।

সাজাহান। তুমি যাও দাদা, আমি আস্‌ছি।

খসরু চলিয়া গেলেন

সাজাহান। এতদূর স্পর্দ্ধা এই রাজাদের! সে দিন তারা বশ্যতা স্বীকার কর্লে। এবার তাদের বেঁধে এই রাজধানীতে নিয়ে আস্‌বো। খাদিজা, খাদিজা!

খাদিজার প্রবেশ

খাদিজা! দাক্ষিণাত্যে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

খাদিজা। সে কি!

সাজাহান। সে কি আবার! সেখানে রাজারা বিদ্রোহ করেছে, তাদের দমন কর্ত্তে হবে।

খাদিজা। তুমিও যাচ্ছো?

সাজাহান। নহিলে তুমি এমনই কি মহাবীর রুস্তাম হ'য়ে দাঁড়িয়েছো, যে তুমি তাদের দমন কর্ব্বে? লয়লা হ'লেও বরং পার্ত্তো।—হাঁ খাদিজা, আমিও যাবো। পিতা আমাকে ডেকে পাঠিয়েছেন। আমি এখনই তাঁর কাছে যাচ্ছি।

প্রস্থান

খাদিজা। নাথ!

সাজাহানের হাত ধরিলেন

সাজাহান। যাও খাদিজা! এখন নারীর সরস রক্তিম অধরপুট আর বিলোল চাহনি নিয়ে খেলা কর্ব্বার সময় নয়।—কঠোর কর্ত্তব্য সম্মুখে।

প্রস্থান

খাদিজা। (চক্ষু মুছিলেন; পরে কহিলেন)—না আমারই অন্যায়। পুরুষের কত কাজ। তারা কত জানে, আর অভাগিনী নারী আমরা—কিছুই শিখিনি;—কেবল ভালোবাসতে শিখেছিলাম।

প্রস্থান

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—লাহোরের প্রাসাদ-অন্তঃপুর। কাল—রাত্রি

মহার্ঘভূষায় ভূষিতা প্রশস্ত কক্ষে নুরজাহান একাকিনী বেড়াইতেছিলেন

নুরজাহান। আমি ক্ষমতার মদিরা পান করেছি! প্রতি ধমনীতে তার উষ্ণ উত্তেজনা অনুভব কর্চ্ছি!—এই ত জীবন! শুধু আত্মরক্ষা আর জন্মদানের তন্ত্র—এই সৃষ্টির মহাচক্র ঘোরাচ্ছে না! এর মধ্যে সম্ভোগও আছে। নহিলে বিহঙ্গ এত আবেগে গেয়ে ওঠে কেন? বৃক্ষ এত বিবিধ পত্রপুষ্পে বিকশিত হ'য়ে ওঠে কেন? নদীর বক্ষে এত উচ্ছল ফেনিলতরঙ্গ ওঠে কেন? আকাশে চন্দ্রমা এত হাসে কেন? যদি ক্ষুধা তৃষ্ণা নিবৃত্তিই জীবনের চরমলীলা, তবে খাদ্য এত সরস হবার কি প্রয়োজন ছিল? পুষ্পগন্ধ এত মধুর হওয়ার কি অর্থ ছিল? সঙ্গীত এত মিষ্ট হোল কেন? প্রতিভা শুদ্ধ সত্যরাজ্য আবিষ্কার করে' ক্ষান্ত নয়, কল্পনার সুবর্ণরাজ্য সৃষ্টি করে।—এই ত প্রকৃত জীবন! আমি আজ

শুদ্ধ জীবনধারণ কর্চ্ছি না, আমি আজ ধমনীতে ধমনীতে জীবন অনুভব কর্‌ছি!

পরিচারিকার প্রবেশ

নুরজাহান। কি বাঁদী?

পরিচারিকা। বেগম সাহেবের ভাই একবার সাক্ষাৎ চান।

নুরজাহান। আসফ?

পরিচারিকা। হাঁ।

নুরজাহান। বল এখন ফুর্সৎ নাই!—আচ্ছা নিয়ে এসো।

পরিচারিকা চলিয়া গেল

পিতার মৃত্যুর পর এক কথায় তাঁর মন্ত্রিপদ আসফকে দিয়েছি। ক্ষমতার এক মাধুর্য্য এই, যে তার একটি কৃপাদৃষ্টির জন্য মানুষ উন্মুখ হ'য়ে থাকে। ক্ষমতা পদাঘাতের সঙ্গে যে অনুগ্রহ গড়িয়ে ফেলে, সে অক্ষমতা তাই ব্যগ্র হস্তে কুড়িয়ে নেয়। ক্ষমতার মোহ আছে বটে।

আসফ প্রবেশ করিলেন

কি আসফ!

আসফ। ইংলণ্ডের রাজদূত রো সাহেব আবার তোমায় অনুরোধ করে' পাঠিয়েছেন।

নুরজাহান। সুরাটে কুঠি তৈয়ার কর্ব্বার অনুমতির জন্য?

আসফ। হাঁ।

নুরজাহান। আচ্ছা, আমি সে বিষয়ে সম্রাট্‌কে আজই বল্‌বো। কাল বিস্মিত হয়েছিলাম। বোলো, তাঁর চিন্তার বিশেষ কারণ নাই।

আসফ চলিয়া গেলেন। নুরজাহান আবার সেই কক্ষে পাদচারণা করিতে করিতে কহিলেন—

কিন্তু এখনো ক্ষমতার যথোচিত ব্যবহার করি নাই। এবার প্রতিশোধের আয়োজন আরম্ভ কর্ত্তে হবে। যার জন্য সব খুইয়েছি, সেই কাজ আরম্ভ কর্ত্তে হবে।

এই সময়ে সেই কক্ষে সাজাহান প্রবেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন—

সাজাহান। সম্রাজ্ঞী! পিতা এখানে ছিলেন না?

নুরজাহান। তাঁকে তোমার কি প্রয়োজন খুরম!

সাজাহান। তিনি আমায় দাক্ষিণাত্যে যেতে আদেশ দিয়েছিলেন। সেই বিষয়ে তাঁর কাছে আমার কিছু বক্তব্য ছিল।

নুরজাহান। তিনি এখানে ছিলেন বটে। এইক্ষণই কোথায় গেলেন।

সাজাহান। ও!—দেখি খুঁজে।

প্রস্থানোদ্যত

নুরজাহান। (সহসা) শোন খুরম।

সাজাহান। (ফিরিয়া) সম্রাজ্ঞী!

নুরজাহান। আমি জানি যে, তুমি সম্রাটের আজ্ঞায় দাক্ষিণাত্যে যাচ্ছো, সেখানে বিদ্রোহীর দমন কর্ত্তে। একটা বিষয় তোমায় সাবধান করে' দিই।

সাজাহান। কি সম্রাজ্ঞী!

নুরজাহান। খুরম, এখন সম্রাটের প্রিয়পাত্র তুমি নও, সম্রাটের প্রিয়পাত্র কুমার খসরু।

সাজাহান। এক সন্তানের চেয়ে অন্য এক সন্তানের উপর পিতার অধিক স্নেহ—তার আর আশ্চর্য্য কি!

নুরজাহান। তুমি সম্রাটের দক্ষ সৈন্যাধ্যক্ষ। তুমি সম্রাটের দক্ষিণ হস্ত। তুমি দাক্ষিণাত্য যুদ্ধে মহারথী। কিন্তু ভারতের ভাবী সম্রাট—সম্রাজ্ঞী রেবার পুত্র কুমার খসরু!

সাজাহান। আপনার গূঢ় সঙ্কেত আমি বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না বেগম সাহেবা।

নুরজাহান। কথাটা কি এত শক্ত? তুমি রইবে দূর দাক্ষিণাত্যে! হয়ত সেখানে তোমায় দশ বৎসর থাক্‌তে হবে—দাক্ষিণাত্য জয় কর্‌তে। আর সম্রাটের কাছে থাক্‌বেন—তাঁর নেত্রাঞ্জন হৃদয়রঞ্জন সুকুমার কুমার খসরু। খসরু আমার কেহ নয়! তুমি আমার ভাই আসফের জামাতা, তাই একথা জানালাম।

সাজাহান। আপনি কি উপদেশ দেন?

নুরজাহান। আমি বলি খসরুকে সম্রাটের কাছ থেকে দূরে রাখো। পরে কে ভারতের সম্রাট্ হবে, তার মীমাংসা তোমাদের নিজের শক্তির উপর নির্ভর করুক। এর মধ্যে কিছুই অন্যায় নাই।

সাজাহান। তিনি স্বয়ংই স্বেচ্ছায় আমার সঙ্গে যেতে চাইছেন।

নুরজাহান। বেশ। সঙ্গে করে' নিয়ে যাও।

সাজাহান। সম্রাট্ অনুমতি দিবেন কেন?

নুরজাহান। আমি সে বিষয়ে সম্রাটকে অনুরোধ ক'র্ব্ব।

সাজাহান। আচ্ছা তবে বিদায় দিন—

অভিবাদন করিলেন

নুরজাহান। মনে থাকবে?

সাজাহান। মনে থাকবে।

বলিয়া চলিয়া গেলেন

নুরজাহান। বাঁদী!

বাঁদীর প্রবেশ

আর একবার আসফকে চাই।

বাঁদী চলিয়া গেল

এই খুররমকে আমি ভালবাসি না। বরং একটু ভয় করি। সে কম কথা কয়। পার্শ্বদিকে চাহে না। আর আমার প্রতি তার একটা দর্পের—তাচ্ছিল্যের—ভাব আছে। ক্রমে তাকেও আমি সরাবো। এই সমস্ত পরিবারকে আমি অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ ক'র্ব্বো।

আসফ পুনঃ প্রবেশ করিলেন

আসফ — মেহের, আমায় ডেকেছিলে ?

নূর — একটা কথা বল্‌তে ভুলে গিয়েছিলাম আসফ! বন্দর-রাজকে আজ্ঞা দাও, যে আমি কাল দিবা দ্বিপ্রহরে তাঁর সাক্ষাৎ চাই।

আসফ। এই পাষণ্ডকে তোমার কি প্রয়োজন মেহের?—যে তোমার স্বামী-হন্তা—

নুরজাহান। (কাষ্ঠ হাসি হাসিয়া) তাঁর অনুগ্রহেই আমার আজ এই সম্মান।

আসফ। কিন্তু—

নুরজাহান। কিছু জিজ্ঞাসা কোরো না। উত্তর পাবে না!—যা বলি করে' যাও। নারী-চরিত্র বুঝ্‌বার চেষ্টা কোরো না, পার্ব্বে না! যাও।

আসফ প্রস্থান করিলেন

একই শক্তিবলে গ্রহ উপগ্রহ তাদের নিয়মিত কক্ষে ঘুরে, আবার ধূমকেতু মহাশূন্য ভেদ করে' চলে' যায়। একই শক্তিবলে মেঘে মিষ্ট বারিধারা বর্ষণ করে, আবার আকাশে বজ্র হাহাকারে ফেটে পড়ে। একই শক্তিবলে বিগলিত তুষার নদনদীর স্নিগ্ধোচ্ছ্বাসে ধরণীকে উর্ব্বর করে, আবার বিরাট্‌ জলপ্রপাতের মহা আঘাত তার বক্ষ বিদীর্ণ করে।

প্রস্থান

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে রাবণী দুর্গ। কাল—রাত্রি

সাজাহান ও বন্দররাজ—খসরুর শয্যাকক্ষে কথোপকথন করিতেছিলেন

সাজাহান। বন্দররাজ, আপনি এসেছেন উত্তমই হয়েছে। আমায় আজই এই দণ্ডে একটা যুদ্ধে যেতে হচ্ছে। দাদার রক্ষণায় কাকে রেখে যাব আজ তাই ভাব্‌ছিলাম। এখন আপনার রক্ষণাতেই তাঁকে রেখে যেতে পারি।

রাজা। নিঃসন্দেহে, নিঃসন্দেহে! সে বি[illegible] আর সন্দেহ কি!

সাজাহান। তিনি কাল রাত্রে উন্মাদের মত বকেছিলেন! কখনও রোদন; কখনও সম্রাটকে, আমাকে,আমার স্ত্রীকে তীব্র ভর্ৎসনা; কখনও বা নিয়তিকে ব্যঙ্গ করে' হাস্য!—এই রকমে রাত্রি যাপন করেছেন।

রাজা। তিনি তা হ'লে—দস্তুরমত উন্মাদ!

সাজাহান। উন্মাদ নয়। মাঝে মাঝে তাঁর এ রকম হয়। আগেও হ'ত। এ রকম অবস্থায় তিনি সামান্য, এমন কি, কল্পিত কারণেও অনেক বিচলিত হ'ন; আর এক মুহূর্ত্তে নারীর মত ক্রন্দন করেন। আপাততঃ আপনার রক্ষণায় তাঁকে রেখে গেলাম।—আপনি দেখ্‌বেন।

রাজা। সে বিষয়ে কোন চিন্তা কর্ব্বেন না সাহজাদা। আমি আপনাদের পুরাতন ভৃত্য, নিতান্ত অনুগত—নিতান্ত অনুগত।

সাজাহান। হাঁ তার জন্যেই আপনাকে বিশ্বাস করে' রেখে গেলাম।

রাজা। কোন চিন্তা নাই সাহজাদা। যুদ্ধ থেকে ফিরে এসে দেখ্‌বেন যে আপনার ভাবনার কোনই কারণ নেই।

সাজাহান। উত্তম। তবে আমি এখন যাই রাজা।

প্রস্থান

সাজাহান চলিয়া গেলে বন্দররাজ প্রহরীকে ডাকিলেন—

বন্দররাজ। প্রহরী।

প্রহরী প্রবেশ করিলে কহিলেন—

দুর্গদ্বার রুদ্ধ কর। আমার ভৃত্য কেরামৎকে এখানে পাঠাও।

প্রহরী বিনাবাক্যব্যয়ে চলিয়া গেল। বন্দররাজ তখন সেই কক্ষে বেড়াইতে বেড়াইতে কহিলেন—

সাহজাদা! এটুকু বুদ্ধি আমার আছে। এক ঢিলে এদিকে সাজাহান, ওদিকে নুরজাহান, দুজনকে খুসী ক'র্ব। নুরজাহান মুখ ফুটে বলেছেন, কিন্তু খসরু কিনা সাজাহানের নিজের ভাই, তাই তিনি মুখ ফুটে ত বল্‌তে পারেন না। কিন্তু সঙ্কেত বুঝতে পারি—তা পারি। জাহাঙ্গীরের সঙ্কেত ঠিক বুঝেছিলাম। সাজাহানের সঙ্কেত বুঝ্‌তে পার্ব না!—শের খাঁকে বধ করে' আমি রাজা বাহাদুর হয়েছি, এবার খসরুকে বধ করে' একেবারে মহারাজ হচ্ছি। উঃ!—কেমন ধাপে ধাপে উঠছি!—একটা একটা হত্যা, আর এক এক ধাপ!

খসরু প্রবেশ করিলেন

খসরু। তুমি কে?

রাজা। আমি বন্দরের রাজা।

খসরু। এখানে কি চাও?

রাজা। কুমার সাজাহান সাহজাদাকে আমার তত্ত্বাবধানে রেখে গিয়েছেন।

খসরু। রেখে গিয়েছেন! কোথা গিয়েছেন?

রাজা। যুদ্ধে।

খসরু। গিয়েছেন?

রাজা। হাঁ সাহজাদা।

খসরু। তোমাকে প্রহরী রেখে গিয়েছেন বুঝি?

রাজা। হাঁ সাহজাদা।

খসরু। দুর্গের দ্বার বন্ধ কেন রাজা ?

রাজা। যুবরাজ সাজাহানের আজ্ঞায়। সাহজাদার এই দুর্গের বাহিরে যাবার অনুমতি নাই।

খসরু। সেকি ? আমি তা হ'লে খুরমের বন্দী ?

রাজা। বন্দী ন'ন কুমার।

খসরু। বন্দী নই কিসে ?—আমার দুর্গের বাহিরে যাবার হুকুম নাই। বন্দী হবার আর বাকী কি !

রাজা। সাহজাদা—

খসরু। আমি কোন কথা শুন্তে চাই না। খুরমকে ডাকো !—না সে ত চলে' গিয়েছে।—দরোজা খুল্‌বেন না রাজা ?

রাজা। আমার প্রভুর বিনা আজ্ঞায়—

খসরু। তোমার প্রভু খুরম ?—ও—তা—বেশ ! আচ্ছা যাও।

রাজা। যে আজ্ঞা। আমি বাহিরে পাহারায় রৈলাম আপনি নিশ্চিন্ত হ'য়ে নিদ্রা যান। সাহজাদা—

খসরু। পাহারায় রৈলে। আমি কি উন্মাদ না ক্ষেপা কুকুর ? যে আমায় পাহারা দিতে হবে।

রাজা। কুমার একটা নিবেদন করি।

খসরু। যাও, আমার সম্মুখে কুকুরের মত লেজ নেড়ো না ! চলে' যাও। দূর হও।

রাজা চলিয়া গেলেন

এ দুর্দ্দশা হবে তা স্বপ্নেও ভাবিনি। নিজের কনিষ্ঠ ভাইয়ের হাতে বন্দী ! যে ভাইকে আমি এত ভালোবাসি ! এর চেয়ে মৃত্যু ভালো !—যদি পিতাকে একবার জানাবার উপায় থাক্‌তো ! (দ্বারের কাছে গিয়া কপাট ঠেলিয়া) একি ! কক্ষদ্বারও বাহির দিক থেকে বন্ধ !

—প্রহরী! প্রহরী! না তাকে আর ডেকে কি হবে। সে নিশ্চয়ই বিন আজ্ঞায় দ্বার বন্ধ করে নি।—ওঃ কি দুর্দ্দশা! ও হো হো হো হো!

মস্তকে হাত দিয়া বসিলেন

রাত্রি গভীর! ঘুমাই (শয়ন)—না ঘুম এলো না!—খুরম্! কি নিষ্ঠুর তুমি! নিজের ভাই এত নিষ্ঠুর হয়! আর নিষ্ঠুর আমার প্রতি—যে আমি স্বেচ্ছায় তোমার সঙ্গে এসেছি! যে আমি তোমায় এমন ভালোবাসি যে তোমার জন্য অগ্নিকুণ্ড দিয়ে হেঁটে যেতে পারে!—ওঃ হো হো হো কি নিষ্ঠুর! কি নিষ্ঠুর!

চক্ষে হাত দিয়া রোদন

এই সময়ে খসরুর পিছন দিক হইতে দুইজন ঘাতকসহ বন্দররাজ প্রবেশ করিয়া ঘাতক দ্বয়কে সঙ্কেত করিলেন। ঘাতকদ্বয় খসরুর পৃষ্ঠে ছোরা মারিল। খসরু চিৎ হইয়া পড়ি আবার তাহার বক্ষে ছোরা মারিল। খসরু আর্ত্তনাদ করিয়া ভূতলে পড়িলেন। প রাজার পানে চাহিয়া কহিলেন—

এইজন্য আমায় বন্দী করে' রেখেছিলে খুরম! এখন বুঝেছি।—ওঃ!

রাজা। ব্যস্! কাজ শেষ! তোমরা যাও!

ঘাতকদ্বয় চলিয়া গেল

খসরু। তোমারও কাজ শেষ!—তুমিও যাও—

রাজার প্রস্থান

খুরম! তুমি সম্রাট্ হ'তে চাও! কিন্তু আমায় বধ না করলে চল্‌তো! খুরম! খুরম! তোমার এই নির্ম্মম ক্রূর ব্যবহার আমার বক্ষে যে রকম বেজেছে, এ মৃত্যুর যন্ত্রণা তার কাছে কিছুই নয়।—ও হো হো হো!—পিতা পিতা!—

মৃত্যু

চতুর্থ দৃশ্য

নুরজাহান ও আসফ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন। জাহাঙ্গীর
ক্রোধ রক্তিম নেত্রে আসফের পানে চাহিলেন

আসফ। জাহাপনা, এ কাজ সাজাহানের নয়; আমি সাজাহানকে জানি। তিনি ভ্রাতৃহত্যা কর্ত্তে পারেন না। অসম্ভব।

জাহাঙ্গীর। এ হত্যা যে সাজাহান ক'রেছে সে বিষয়ে আমার কোন সন্দেহ নাই। সাজাহানের বিনা সম্মতিতে বন্দররাজের কি সাধ্য যে আমার পুত্রকে হত্যা করে?

আসফ। জাঁহাপনা! বন্দর মহারাজকে দাক্ষিণাত্যে যেতে সাজাহান আহ্বান করেন নি।

নুরজাহান। আসফ! তোমার জামাতাকে তুমি বাঁচাবার চেষ্টা কর্ব্বে, সেটা আশ্চর্য্যের কথা নয়। সাজাহান তোমার জামাতা, সাজাহান জাঁহাপনার পুত্র। কিন্তু জাঁহাপনার বিচারের কাছে জ্ঞাতিত্ব কুটুম্বত্বের মাথা নীচু করে থাকতে হবে।

জাহাঙ্গীর। নিশ্চয়ই। আমি ন্যায় বিচার কর্ব্ব।

আসফ। খোদাবন্দ্—

জাহাঙ্গীর। আমি আর শুনতে চাই না আসফ। আমি এই মুহূর্ত্তে সাজাহানকে লিখছি। আমি তার কৈফিয়ৎ চাই। আমি এর শেষ পর্য্যন্ত তদন্ত কর্ব্ব; আর সাজাহানকে এর সমুচিত দণ্ড দিব।—~~অভাগা খসরু! অভাগা খসরু!~~—আজই রাত্রে ৫০০ অশ্বারোহী দিয়ে সাজাহানের কাছে ডাক রওনা কর আসফ! আমি এই মুহূর্ত্তেই পত্র লিখছি।

প্রস্থান

আসফ। মেহের, এ তোমার পরামর্শ!

নুরজাহান। আসফ! তুমি আমার ভাই বটে, কিন্তু যখন রাজকার্য্য সম্বন্ধে কথা হবে, তখন মনে রেখো যে আমি সম্রাজ্ঞী, আর তুমি মন্ত্রী।

আর পিতার মৃত্যুর পর এ মন্ত্রী পদ আমিই তোমায় দিয়েছি, মনে রেখো।

আসফ। আমার মন্ত্রীত্ব! সে ত তোমার স্বেচ্ছাচারের একটা আবরণ মাত্র! কুক্ষণে সম্রাজ্ঞী হবার জন্য তোমায় আমি সেধেছিলাম।

নুরজাহান। কেন সেধেছিলে? সেদিন আমি বলি নাই "সাবধান"? ~~কেন শোন নাই?~~ বাঁধ সরিয়ে দিয়েছো! এখন অন্তর্নিরুদ্ধ বারিপ্রপাত পারো ধরে' রাখো। আমার সে সাধ্য নাই।—যাও!

আসফ চলিয়া গেলেন

বহ্নি জ্বালিয়েছি! এখন সে জ্বলুক! খসরু এক—শেষ হল। সাজাহান দুই—আরম্ভ হয়েছে। তারপর পরভেজ তিন—এখনও আরম্ভ হয় নাই। তারপরে সাম্রাজ্য, নুরজাহানের আর তার কন্যা লয়লার।—সম্রাজ্ঞী রেবা, তুমি নক্ষত্র হ'তে পার, কিন্তু কলঙ্কিনী চন্দ্রের রশ্মির সম্মুখে তোমায় পাণ্ডুর হ'য়ে যেতে হোল কি না! আমি আপনাকে বিক্রয় ক'রেছি যখন, তখন আমার উচিত মূল্য উসুল না করে' ছাড়বো না। এর জন্য আমি সব খুইয়েছি। এর জন্য আমি ধর্ম্মের পুণ্যোজ্জ্বল রাজ্য থেকে নেমেছি! কোন বাধা মানবো না।

রেবার প্রবেশ

রেবা। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান!

নুরজাহান। কে! সম্রাজ্ঞী রেবা! (সভয়ে) এ কি!—এ কি মূর্ত্তি!

রেবা। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান, তুমি আমার পুত্রকে হত্যা করিয়েছো?

নুরজাহান। আমি।

রেবা। আমি তোমার সঙ্গে বিবাদ কর্ত্তে আসি নি নুরজাহান; তোমায় ভর্ৎসনা কর্ত্তেও আসি নি। তাতে আমার কোন লাভ নাই। তাতে ত আমার পুত্র আর ফিরে পাবো না। তবে জিজ্ঞাসা কর্ত্তে এসেছি মাত্র। তুমি আমার পুত্র খসরুকে হত্যা করিয়েছো কি না?

শুধু জানতে এসেছি।

নুরজাহান। আপনাকে এ কথা কে বল্লে ?

রেবা। আমার অন্তরাত্মা! তবু নিশ্চিন্ত হতে চাই। বল সম্রাটের ভয় কর্চ্ছ? আমি শপথ কর্চ্ছি—সম্রাটকে এ বিষয়ে একটা কথাও বলবো না।—তুমি খসরুকে হত্যা করিয়েছো ?

নুরজাহান। যদি করিয়েই থাকি—

রেবা ক্ষণেক নীরবে নুরজাহানের প্রতি চাহিয়া রহিলেন ; পরে কহিলেন—

রেবা। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান। মহাপাতক করেছো! ~~জানো না কি মহাপাতক। তবে~~ পুত্র কি জিনিষ তুমি জানো না। (কম্পিতস্বরে) পুত্রহারা মায়ের বেদনা তুমি বুঝবে না!

নুরজাহান। বেগম সাহেবা যদি—

রেবা। তর্ক করো না। প্রতিবাদ করো না! অনুতাপ কর!—আমি আমার স্বামী, আমার সাম্রাজ্য, আমার সব তোমায় দিয়েছিলাম ; কেবল পুত্রটি রেখেছিলাম! তাও তুমি কেড়ে নিলে! আমার এখন আর কেউ নেই! কেউ নেই! ওঃ—মুখ ঢাকিলেন।

লয়লার প্রবেশ

লয়লা। মা ?

নুরজাহান। কি লয়লা ?

লয়লা। সত্যি ?

নুরজাহান। কি সত্যি ?

লয়লা। তুমি কুমার খসরুর—এঁর পুত্রের হত্যা করিয়েছো ? সত্যি ?

নুরজাহান। হাঁ সত্যি।

লয়লা। (বিস্ফারিত নেত্রে)—নুরজাহান বেগম! এও সম্ভব! সম্রাজ্ঞী রেবার একমাত্র পুত্রের হত্যা তুমি করিয়েছো ? যে রেবা তোমায় এই সাম্রাজ্য দান করেছিলেন—হাঁ দান করেছিলেন—রাজা যেমন

ভিক্ষুককে ভিক্ষাদান করে—সেই রকম তোমায় এই সাম্রাজ্য যিনি দান করেছিলেন—সেই রেবার একমাত্র পুত্র—উঃ! মা, তুমি কি করেছো জানো না!

নুরজাহান। প্রতিহিংসা নিয়েছি।

লয়লা। প্রতিহিংসা!—এই প্রতিহিংসা! এই অভাগিনীর একমাত্র পুত্র হত্যা করে' প্রতিহিংসা!—এঁর পানে একবার তাকাও দেখি মা! কাল ইনি যুবতী ছিলেন! আর আজ চেয়ে দেখ ঐ শুভ্র কেশদাম, ললাটে ঐ গভীর রেখা, চক্ষুদ্বয়ের নীচে ঐ গাঢ় কালিমা! মা!—শয়তানী—কি করেছো—(লয়লার স্বর কাঁপিতে লাগিল।)

নুরজাহান। তুমিই না আমায় শয়তানী হ'তে বলেছিলে লয়লা?

লয়লা। হাঁ বলেছিলাম। কিন্তু তখন আমি ক্রোধে আত্মহারা হয়েছিলাম। আমার সেই দৌর্ব্বল্যের সুযোগ নিয়ে তুমি শারিয়ারের সঙ্গে আমার বিবাহ দিয়েছিলে! কিন্তু শেষে যে—আমি এ কথা ভাবতেও পারিনে! (রেবাকে) অভাগিনী মা আমার! এ আমার কাজ নয়। ঈশ্বর জানেন আমি এরূপ কল্পনাও করতে পারিনি! (নুরজাহানকে) মা কি ছিলে। কি হ'লে!

নুরজাহান। লয়লা—

লয়লা। না মা, আর না। তোমার সঙ্গে সন্ধি করেছিলাম। কিন্তু আর না। আজ থেকে আমরা ছাড়াছাড়ি। তুমি একাই এ পরিবারকে উচ্ছন্ন দিতে পারবে। দুজন হ'লে প্রলয় হবে।

প্রস্থান

নুরজাহান। সম্রাজ্ঞী।—

বলিয়াই সহসা মস্তক অবনত করিলেন

রেবা। বুঝেছি নুরজাহান। তোমার অনুতাপ হচ্ছে। ঈশ্বর তোমায় ক্ষমা কর্ব্বেন! তুমি জানো না।—তুমি বুঝতে পারোনি। আমি

তোমার জন্য ভগবানের কাছে প্রার্থনা কর্ব্ব।—আর আমার জন্য! ওঃ—আমার হৃদয় ফেটে গেল! ভেঙ্গে গেল! আর চেপে রাখতে পার্চ্ছি না!—ঈশ্বর! একদিন বলেছিলাম 'মায়ের এত সুখ!' আজ তুমি দেখিয়ে দিলে—মায়ের এত দুঃখ! কি সে দুঃখ! সে দুঃখের সীমা বুঝি একা তুমিই জগদীশ!—

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন

রেবা চলিয়া গেলে নুরজাহান কিয়ৎক্ষণ নীরব রহিলেন।
পরে ধীরে ধীরে নিম্নস্বরে কহিলেন—

নুরজাহান! এই হিন্দু নারীর কাছে মাথা হেঁট করে রৈলে! ~~পর্ব্বতের শিখর হতে এক ঝাঁপে তার পাদমূলে নেমে গেলে!~~ এই ক্ষমাভিক্ষা চুপ করে' মাথা হেঁট করে' হাত পেতে নিলে! কোথায় গেল তোমার সে দর্প।—নুরজাহান! ~~যুদ্ধযাত্রায় রণবাদ্যের সঙ্গে আগে আগে যেতে যেতে হঠাৎ স্তম্ভিত হয়ে দাঁড়ালে যে!~~ কি হয়েছে তোমার!—কি কর্ব্বে? আরও অগ্রসর হবে?—না ফিরবে?—ভাবো।

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—দাক্ষিণাত্যে জয়ন্তী দুর্গ। কাল—প্রভাত

সাজাহান ও তাঁহার সৈন্যাধ্যক্ষ আমীর আলি দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

সাজাহান। আমির আলি! বন্দরের রাজা লাহোরে ফিরে গিয়েছে?

আমির। হাঁ জনাব।

সাজাহান। এ হত্যা নিশ্চয়ই সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের আজ্ঞায় হয়েছে?

আমির। সম্রাজ্ঞীর!

সাজাহান। হাঁ সম্রাজ্ঞীর। সব বুঝতে পার্চ্ছি এখন। আমি

দেখ্‌তে পাচ্ছি, সে নারী আমাদের সব একে একে সরাতে চায়। তার প্রথম শিকার হোল অভাগা ভাই খসরু—তার পরে আমি।

আমীর। তার পর আপনি সাহজাদা?

সাজাহান। নিশ্চয়ই। নহিলে সে নারী—খসরুর হত্যার জন্য আমায় অপরাধী করে' কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠাতেন না।

আমীর। এ কৈফিয়ৎ সম্রাট জাহাঙ্গীর চেয়ে পাঠিয়েছেন না?

সাজাহান। জাহাঙ্গীর নামে সম্রাট। সম্রাট—নুরজাহান। আমি সেই নারীর আজ্ঞা মানি না। আমি কৈফিয়ৎ দিব না।

আমীর। কিন্তু—

সাজাহান। এর মধ্যে "কিন্তু" নাই। এর জন্য বিদ্রোহ কর্ত্তে হয় কর্ব্ব।

আমীর। সাহজাদা, অনুমতি হয় ত একটা নিবেদন করি।

সাজাহান। কিছু নিবেদন কর্ত্তে হবে না। আমীর আলি! আমি এ নারীর প্রভুত্ব স্বীকার কর্ব্বো না। কৈফিয়ৎ দিব না। আর পিতা যখন সাম্রাজ্য নুরজাহানের হাতেই ছেড়ে দিয়েছেন, তখন সম্রাট সাজাহান—নুরজাহান নয়। আমি কৈফিয়ৎ দিব না। যাও, আমি পত্র লিখে দিচ্ছি এখনই। সম্রাটের কাছে পত্র নিয়ে যাবার জন্য প্রস্তুত হও।

আমীর আলীর প্রস্থান

নিজে হত্যা করিয়ে আমার স্কন্ধে ভ্রাতৃহত্যার মহাপাতক চাপানো! কি অসহনীয় স্পর্দ্ধা। পিতা যে কূটবুদ্ধি নারীর ঊর্ণনাভে পড়েছেন, তাঁর আর রক্ষা নাই। কিন্তু আমি তাঁকে এর গ্রাস থেকে রক্ষা কর্ব্বো।

খাদিজার প্রবেশ

খাদিজা, আমি বিদ্রোহ ক'রেছি। এখন আমি ভারতের সম্রাট।

খাদিজা। সে কি নাথ? বিদ্রোহ?

সাজাহান। হাঁ বিদ্রোহ! আমি এবার সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধে নামলাম।

খাদিজা। নাথ! সাম্রাজ্যের জন্য পিতার সঙ্গে যুদ্ধ করবে?

সাজাহান। পিতার সঙ্গে নয় খাদিজা—নুরজাহানের সঙ্গে। অপেক্ষা কর, আমি পত্রখানা লিখে দিয়ে আসি। কি স্পর্দ্ধা!

প্রস্থান

খাদিজা। সাম্রাজ্য!—বাহিরের সম্পত্তির জন্য মানব এত লালায়িত, যখন প্রত্যেক মানুষের ভিতরে এক একটা অতুল সম্পত্তি অনাদৃত ভাবে পড়ে রয়েছে! বাহিরে সুখের এত আয়োজন, যখন অন্তরে একটা সুখের সমুদ্র পড়ে' রয়েছে! সুখ হাতের কাছে রয়েছে, এত কাছে, এত সহজ; তবু বিশ্বময় মানুষ তাকে হাতড়ে খুঁজে বেড়াচ্ছে! শুদ্ধ ভালোবেসে যখন সুখী হ'তে পারে! শুদ্ধ ভালোবেসে!

প্রস্থান

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—প্রাসাদ অন্তঃপুর। কাল—সন্ধ্যা

লয়লা গাহিতেছিলেন

গীত

কি শেল বিঁধে আমার হৃদে, আমারই প্রাণ জানে গো।
কি যাতনা সেই বুঝে, যারই বক্ষে হানে গো।
মিশে আছে কি সে বিষ, শিরায় শিরায় অহর্নিশ,
ঘিরে আছে কি আঁধার আমারই এ প্রাণে গো।
কিরণময় এক ভুবন মাঝে চলেছি এক ছায়া গো;
নীলাকাশে যাই গো ভেসে কালো মেঘের কায়া গো—
উঠে হাসি মাঝে তার আমিই শুধু হাহাকার—
আমিই বিসংবাদী সুর এই বিশ্বের মধুর গানে গো।

এই সময়ে শারিয়ার প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

শারিয়ার। লয়লা, যুদ্ধের সংবাদ শুনেছ ?

লয়লা অবিচলিত ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন—

লয়লা। কোন্ যুদ্ধের ?

শারিয়ার। ভাই সাজাহানের বিদ্রোহের ?

লয়লা। না, সে সংবাদ শুনি নি।

শারিয়ার। ভাই সাজাহান দিল্লী অবরোধ করেছিলেন। সেনাপতি মহাবৎ খাঁর কাছে পরাজিত হ'য়ে তিনি আবার দাক্ষিণাত্যে পালিয়েছেন।

লয়লা। বেচারী সাজাহান? তুমিও এই আবর্ত্তের মধ্যে পড়েছো। তুমিও মারা গেলে! তার পর পরভেজ। তার পর বোধ হয় তুমি!

শারিয়ার। কি বল্‌ছো লয়লা!

লয়লা। না, তোমায় মার্ব্বে না।—নেহাইৎ গোবেচারী। তাদের কাছে তোমার চেয়ে বারুদের দাম বেশী।

শারিয়ার। আমায় কে মার্ব্বে?—আমাকে কি কেউ মার্ত্তে চায়!

লয়লা। সেই কথাই ভাব্‌ছিলাম।

শারিয়ার। না, আমি মর্ত্তে চাই না লয়লা। আমি এই পৃথিবীকে বড় ভালোবাসি। এমন আকাশ, এমন বাতাস, এমন সূর্য্যকিরণ, এমন জ্যোৎস্না—পুষ্পের সৌরভ, বিহঙ্গের সঙ্গীত, নদীর হিল্লোল, পর্ব্বতের শুভ্র গরিমা—আমি এই পৃথিবীকে বড়ই ভালোবাসি! আমায় তারা কেন মার্ত্তে চায়? আমি কারো অনিষ্ট করি নাই।

লয়লা গভীর অনুকম্পাভরে কহিলেন—

লয়লা। বেচারী আমার! না শারিয়ার, তোমায় তারা মার্‌তে চায় না। তোমায় মেরে কি হবে!

শারিয়ার। যদি মার্ত্তে চায়, তুমি আমায় রক্ষা কর্ব্বে?

লয়লা। আমি নিজের বুক দিয়ে ঘিরে তোমায় রক্ষা কর্ব্ব। তোমার কোন ভয় নাই শারিয়ার

পরিচারিকার প্রবেশ

লয়লা। কি বাঁদী?

বাঁদী। সম্রাট কোথায় সাহাজাদী?

লয়লা। কেন?

বাঁদী। তাঁকে খবর দিতে যাচ্ছি। সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়েছে।

লয়লা। সম্রাজ্ঞী রেবার?

বাঁদী। হাঁ বেগম সাহেব।

লয়লা। তা পূর্ব্বেই জান্তাম। সম্রাট এখানে আসেন নাই বাঁদী।

পরিচারিকা শশব্যস্তে প্রস্থান করিল

লয়লা। অভাগিনী পুত্রহারা সম্রাজ্ঞী! পৃথিবী থেকে একটা গরিমা চলে' গেলো!—একটা আলোক, একটা সঙ্গীত, একটা প্রার্থনা—

লয়লা ধীরে ধীরে বাহির হইয়া গেল

শারিয়ার। না, আমায় তারা মার্ব্বে না। কেন মার্ব্বে!

পরভেজের প্রবেশ

পরভেজ। শারিয়ার!

শারিয়ার। ভাই পরভেজ নাকি?

পরভেজ। হাঁ।

শারিয়ার। তুমি যুদ্ধ থেকে ফিরে এলে কবে?

পরভেজ। আজই।

শারিয়ার। যুদ্ধের খবর কি? সাজাহান কোথায়?

পরভেজ। বহরমপুরের যুদ্ধে তিনি পরাজিত হ'য়ে মেবার অভিমুখে গিয়েছেন।

শারিয়ার। মেবারে।—কেন ?

পরভেজ। বোধ হয়, মেবারের রাণার আশ্রয় প্রার্থনা কর্ত্তে। তিনি পিতার কঠোর বিচার জানেন। তার পর তাঁর উপরে এ দারুণ অভিযোগ যে, তিনিই খসরুর হত্যাকারী। তাই তিনি পিতার কাছে বশ্যতা স্বীকার করার চেয়ে রাণার আশ্রয় গ্রহণ করাই শ্রেয় মনে করেছেন।

শারিয়ার। জানো ভাই যে, এ সম্পূর্ণ মিথ্যা অভিযোগ ? সাজাহান ভাই খসরুর মৃত্যুর জন্য দায়ী ন'ন।

পরভেজ। তবে কে দায়ী ?

শারিয়ার। শুনবে ভাই কে দায়ী ? (চারিদিকে চাহিয়া নিম্নস্বরে) দায়ী সম্রাজ্ঞী নুরজাহান।

পরভেজ। সে কি ? কেমন করে' জান্‌লে ?

শারিয়ার। শোন তবে ভাই। একদিন আমার স্ত্রী বেগে আমার কক্ষে উন্মত্তবৎ ঝড়ের মত প্রবেশ করে' রুদ্রনেত্রে, রুক্ষস্বরে বল্লে—'শপথ কর, কখনও সম্রাট হবে না।' আমি রুগ্নশয্যায় শুয়েছিলাম। সে সবলে আমার হাত ধরে' বল্লে—'শপথ কর, শপথ কর, শপথ কর!' ক্রমে তার স্বর উচ্চ হ'তে উচ্চতর হ'য়ে উঠ্‌তে লাগ্‌লো, শেষে যেন সে স্বর একটা হাহাকারের মত শোনা গেল, তার সমস্ত দেহ বিকম্পিত হ'তে লাগ্‌লো! আমি ভয় পেলাম, শপথ করলাম—'কখন সম্রাট হবো না'—তখন সে আমার বুকের উপর পড়ে' কাঁদতে লাগ্‌লো। পরে শান্ত হ'লে, সে এই হত্যার ইতিহাস বল্লে।

পরভেজ। তিনি জান্‌লেন কেমন করে' ?

শারিয়ার। তাঁর মা স্বীকার করেছেন।

পরভেজ। স্বীকার করেছেন ! কার কাছে ?

শারিয়ার। সম্রাজ্ঞী রেবার কাছে, তার পর লয়লার কাছে।

পরভেজ। এত বড় চক্রান্ত!

শারিয়ার। ভাই! আমায় সম্রাজ্ঞী তাঁর চক্রান্তের মধ্যে টেনে আনায় আমি ভীত হয়েছি।

পরভেজ। তোমার অপরাধ কি? যাও তুমি শোও গে। আর ঠাণ্ডা লাগিও না।

প্রস্থান

শারিয়ার। উঃ, আমার মাথা ঘুর্চ্ছে—

প্রস্থান

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুর। কাল—প্রভাত

কর্ণসিংহ ও তাঁহার সামন্তগণ দাঁড়াইয়াছিলেন। সম্মুখে সাজাহান

সাজাহান। রাণা! আমি দাক্ষিণাত্য থেকে এসে প্রথমতঃ দিল্লী অবরোধ করি। সেখানে মহাবৎ খাঁর হাতে পরাজিত হ'য়ে আবার দাক্ষিণাত্যে যাই। সেখানে নর্ম্মদার যুদ্ধে আবার মহাবৎ খাঁর কাছে হেরে বঙ্গদেশে পালাই, আর সে দেশ জয় করি।

কর্ণ। পালাতে পালাতে?

সাজাহান। হাঁ রাণা। সেখান থেকে প্রতাড়িত হ'য়ে মাণিকপুরে যাই। সেখান থেকে হেরে আবার দাক্ষিণাত্যে যাই! আবার মহাবৎ খাঁ সেখান থেকে আমাকে তাড়িত করেন। আবার বঙ্গদেশে পালাই। রোটস্ গড়ে পরিবার রেখে আমার সমস্ত সৈন্য নিয়ে বহরমপুর অবরোধ করি। মহাবৎ খাঁ সেখানেও আমাকে পরাজিত করেন।

কর্ণ। আশ্চর্য্য আপনার ক্ষমতা সাহজাদা!

সাজাহান। বরং বলুন রাণা, আশ্চর্য্য মহাবৎ খাঁর যুদ্ধকৌশল।

কর্ণ। সেই মহাবৎ খাঁর বিপক্ষে আপনি এতদিন ধরে' যুদ্ধ করেছেন, সেই আশ্চর্য্য।

সাজাহান। তার কারণ, আমি সম্মুখ-যুদ্ধ কম করেছি। নর্ম্মদা-যুদ্ধে পরাস্ত হওয়ার পর বন্য-যুদ্ধ আরম্ভ করি। তাতেও পরাজিত হ'য়ে শেষে আবার সম্মুখ-যুদ্ধ করি। কিন্তু সেই শেষ ক্ষেপে আমি আমার সব হারিয়েছি। আর তাই আজ নিরুপায় হ'য়ে আমি মেবারের রাণার আশ্রয় ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছি।

কর্ণ। উদার-চরিত সাজাহানকে মেবার তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে রক্ষা কর্ব্বে।—তোমাদের কি মত সামন্তগণ ?

সামন্তগণ। রাণার যে মত, আমাদেরও সেই মত।

কর্ণ। দেশের জন্য প্রাণ দেওয়া মহৎ কাজ, কিন্তু ধর্ম্মের জন্য প্রাণ দেওয়ার চেয়ে মহৎ আর কিছু নাই!—আশ্রিতকে প্রাণ দিয়ে রক্ষা করা ক্ষাত্রধর্ম্ম।—কি বল সামন্তগণ ?

সামন্তগণ। অবশ্য।

কর্ণ। সাহজাদা সাজাহান! আপনি নিশ্চিন্ত থাকুন। মেবার তার সর্ব্বস্ব দিয়ে আপনাকে রক্ষা কর্ব্বে। সাহজাদা, মেবার আজ আর সে মেবার নাই। আজ মেবার সর্ব্বস্বান্ত, হতবীর্য্য। মেবারের আজ দুর্দ্দিন! কিন্তু দুর্দ্দিনেও মেবার—মেবার! যতদিন মেবারে একজন রাজপুত আছে, ততদিন সাহজাদা নিরাপদে।

সাজাহান। যদি সম্রাজ্ঞীর সৈন্য মেবার আক্রমণ করে ?

কর্ণ। সাহজাদা, বলেছি যে, মেবার তার শেষ রক্তবিন্দু দিয়ে আশ্রিতকে রক্ষা কর্ব্বে।—ভাই ভীমসিংহ! মেবারের যত যোদ্ধা আছে, প্রস্তুত হ'তে আজ্ঞা দাও, সাহজাদার জন্য সম্রাটের সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বার জন্য প্রস্তুত হও। সৈন্য সাজাও।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—নুরজাহানের দরবার-কক্ষ। কাল—প্রভাত

নুরজাহান। কি বিশ্বাসঘাতকতা! পরাজিত, মোগলের করদায়ী মেবারের রাণা কর্ণসিংহ আমাদের বিপক্ষে যুদ্ধ করেন—বিদ্রোহী সাজাহানের পক্ষ হ'য়ে?

মহাবৎ। তিনি বলেন যে, আশ্রিতকে পরিত্যাগ করা ক্ষাত্রধর্ম্ম নয়।

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ খাঁ! তোমার শৌর্য্যে আমরা মোহিত হয়েছি। তুমি রাণাসৈন্যের সঙ্গে এই কাশীর যুদ্ধে সাজাহানকে পরাজিত করে' আমার সিংহাসন রক্ষা করেছো। তুমি আমার পুত্র ফিরিয়ে দিয়েছো।

মহাবৎ খাঁ শির ঈষৎ নত করিয়া সাধুবাদ গ্রহণ করিলেন

নুরজাহান। তোমায় আমরা ধন্যবাদ দিই সেনাপতি।

মহাবৎ পূর্ব্ববৎ শির নত করিলেন

জাহাঙ্গীর। যাও মহাবৎ। কুমার সাজাহানকে সসম্মানে এখানে নিয়ে এসো। আমরা আজ—মন্ত্রী, ওমরাও, সৈন্যাধ্যক্ষদের সম্মুখে তাঁকে অভ্যর্থনা কর্ত্তে চাই।

মহাবৎ বাহির হইয়া গেলেন

নুরজাহান। সম্রাট্! এই সাজাহানকে সাদরে অভ্যর্থনা করাই উচিত। কিন্তু একেবারে বিনা বিচারে তাকে অব্যাহতি দেওয়া অসঙ্গত। সে যাই হউক, সে বিদ্রোহী।

জাহাঙ্গীর। আমি তাকে ক্ষমা করে' পাঠিয়েছি। তার' পরে আর বিচারের স্থান নাই।

নুরজাহান। সমস্ত ভারতবর্ষ জানে যে বিচারের সময় সম্রাট্ পুত্র-কন্যা বিচার করেন না। তাঁর ন্যায়বিচার বিধাতার বিধানের মত শাণিত, নির্ম্মম, সরল!

জাহাঙ্গীর। ন্যায়বিচার! সে দিন গিয়েছে নুরজাহান। আর আমি সম্রাট্ নই। আমার মধ্যে সম্রাট্ যেটুকু—সে একটা মহাপ্লাবনে ভেসে গিয়েছে। আমার মধ্যে যা এখন বাকি আছে—সে পিতা। ন্যায়বিচার নুরজাহান! তা' কর্ত্তে গেলে আমিও অব্যাহতি পেতাম না—তুমিও না!

নুরজাহান। তবু যতদিন আপনি সম্রাট্, ততদিন বিচারের অন্ততঃ একটা অভিনয়েরও প্রয়োজন। তার পর সাজাহানকে মুক্তি দিতে চান, দিবেন। জঁাহাপনার ন্যায়বিচারের উপর প্রজার অগাধ বিশ্বাসকে এই রকম রুক্ষভাবে বিচলিত হ'তে দেওয়া উচিত নয়। একটা প্রকাশ্য বিচার চাই! পরে মুক্তি দিন ক্ষতি নাই।

জাহাঙ্গীর। তা হোক্, তাতে আমার কোন আপত্তি নাই।

নুরজাহান। আর আমি সে বিচার কর্ব্বার অনুমতি চাই; শুদ্ধ একটা আমার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য। সাজাহান পত্রে সম্রাটের কাছে আমার বিপক্ষে অভিযোগ এনেছে; আমায় অবজ্ঞা করেছে। আমার মর্য্যাদা রক্ষার জন্য সাজাহানকে মুক্তি দিবার সম্মান সম্রাট্ আমাকে দিন।

জাহাঙ্গীর। উত্তম নুরজাহান! কিন্তু আমি উপস্থিত থাক্‌বো।

নুরজাহান। (ঈষৎ হাসিয়া) নুরজাহানের উপর সম্রাটের দেখছি সম্পূর্ণ বিশ্বাস নাই। উত্তম, তাই হোক্।

জাহাঙ্গীর। এই যে সাজাহান!

মন্ত্রী, ওমরাওগণ, সৈন্যাধ্যক্ষগণ ও মহাবৎ খাঁর সহিত সাজাহান দরবারকক্ষে প্রবেশ করিলেন। সাজাহান সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন। সম্রাট্ সিংহাসন হইতে উঠিলেন। পরে নুরজাহান সেই দিকে কঠোর দৃষ্টিপাত করিলে আবার বসিলেন

জাহাঙ্গীর। সাজাহান! তোমায় আমরা এই রাজধানীতে স্বাগত সম্ভাষণ করি।

সাজাহান সম্রাটের দিকে চাহিয়া কহিলেন—

সাজাহান। সম্রাটের অনুগ্রহ!

নুরজাহান। তবু তুমি অপরাধী, প্রথমে তোমার বিচার হবে।

সাজাহান। আমার বিচার?

নুরজাহান। হাঁ, তোমার বিচার। তোমার বিরুদ্ধে কি অভিযোগ, জানো বোধ হয় সাজাহান।

সাজাহান পূর্ব্ববৎ বিস্ময়ে সপ্রশ্ননয়নে জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; নুরজাহানের কথার উত্তর দিলেন মাত্র—

সাজাহান। না।

নুরজাহান। তবে শোন। তোমার বিরুদ্ধে প্রথম অভিযোগ এই যে, তুমি বন্দরের মহারাজকে দিয়ে তোমার ভাই খসরুর হত্যা করিয়েছো। যদি সে কথা অস্বীকার কর, মহারাজকে সাক্ষিস্বরূপ এখানে আন্‌তে পারি। দ্বিতীয় অভিযোগ এই যে, তুমি তোমার পিতার বিরুদ্ধে বিদ্রোহ করেছো। এ কথা অস্বীকার কর্ব্বে না বোধ হয়। তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তুমি তোমার দস্যুসৈন্য নিয়ে ভারতবর্ষ তোলপাড় ক'রে বেড়িয়েছো। এর কৈফিয়ৎ চাই।

সাজাহান। এর কৈফিয়ৎ সম্রাট্, আপনাকে পত্রে লিখেছি। এখানে তার আবৃত্তি করার প্রয়োজন নাই বোধ হয়।

নুরজাহান। হাঁ আছে।

সাজাহান। সম্রাট্!—

জাহাঙ্গীর। সাজাহান! তুমি পত্রে যে কৈফিয়ৎ দিয়েছিলে, এই প্রকাশ্য দরবারে তোমার সে কৈফিয়ৎ দেওয়া উচিত।

সাজাহান ক্ষণেক নীরবে সম্রাটের প্রতি চাহিয়া রহিলেন; সম্রাট্ শির নত করিয়া রহিলেন। সাজাহান পরে ধীরে ধীরে কহিলেন—

সাজাহান। আগে বুঝি, আমার কৈফিয়ৎ দিতে হবে কার কাছে। ভারতের শাসনকর্ত্তা এখন কে?—সম্রাট্ আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীর, না শের খাঁর বিধবা নুরজাহান?

নুরজাহান। সাজাহান! তুমি অপরাধী। হাত যোড় ক'রে দাঁড়ানই তোমার শোভা পায়, ব্যঙ্গ করা শোভা পায় না।

সাজাহান। আমি এই নারীর সঙ্গে বাগ্বিতণ্ডা কর্ত্তে চাই না। (জাহাঙ্গীরকে) আমি জান্‌তে চাই যে, পিতা সত্যই কি আমার কৈফিয়ৎ চান?

জাহাঙ্গীর। হাঁ, চাই।

সাজাহান। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) তবে আমার অপরাধ মার্জ্জনা করে' আমায় এখানে ডেকে আনা, আমায় বন্দী কর্‌বার জন্য একটা প্রকাণ্ড ছলনা?

নুরজাহান। তুমি কার সঙ্গে কথা কইছ জানো সাজাহান?

সাজাহান। জানি, নুরজাহান! কথা কচ্ছি আমার পিতার সঙ্গে। —পিতা, আমি বিদ্রোহ করেছি। কিন্তু সম্মুখ-যুদ্ধই করেছি—প্রতারণা করি নাই। হঠেছি। কিন্তু এই প্রকাশ্য দরবারে বল্‌ছি, যে আমার প্রতিপক্ষ যদি স্বয়ং মহাবৎ খাঁ না হতেন, ত এই নারীকে তাঁর সিংহাসন থেকে টেনে এনে অগ্নিকুণ্ডে নিক্ষেপ কর্ত্তাম, আর স্বয়ং সম্রাট্ জাহাঙ্গীর স্তব্ধ দাঁড়িয়ে দেখতেন।

জাহাঙ্গীর। (ক্রুদ্ধ হইয়া) সাজাহান, তোমার রসনা সংযত কর।

সাজাহান। পিতার আজ্ঞা শিরোধার্য্য।

রজাহান দেখিলেন, জাহাঙ্গীর ক্রুদ্ধ হইয়াছেন।
সুযোগ বুঝিয়া কহিলেন—

নুরজাহান। সাজাহান! এই নারী যে এত অবজ্ঞার পাত্র নয়, তা তোমায় দেখাচ্ছি। সাজাহান! তোমার সব :অপরাধের জন্য তোমায় বৎসর কাল কারাবাসের আজ্ঞা দিলাম। (মহাবৎ খাঁকে) সেনাপতি, সাজাহানকে বন্দী কর।

মহাবৎ খাঁ। মাফ্ করবেন সম্রাজ্ঞী! কুমারকে অভয় দিয়ে মুষ্টির মধ্যে এনে তারপরে বন্দী করা—এ প্রতারণার মধ্যে মহাবৎ খাঁ নাই।

নুরজাহান। মহাবৎ! তুমি ভৃত্য। তোমার কাজ ন্যায় অন্যায় বিচার করা নয়। তোমার কাজ আমাদের আজ্ঞা পালন করা।

মহাবৎ। তবে সম্রাজ্ঞী! মহাবৎ খাঁ সে আজ্ঞা পালন কর্ত্তে অস্বীকৃত।

নুরজাহান। অস্বীকৃত? তবে তুমিও বিদ্রোহী।—সৈনিকগণ! মহাবৎ খাঁকে বন্দী কর।

মহাবৎ। কর, যার সাহস হয় আমায় বন্দী কর। সৈন্যগণ! আমি মহাবৎ খাঁ। এই বিংশ বৎসর ধরে' আমি তোমাদের সেনাপতি! এই বিংশ বৎসর ধরে' আমি তোমাদের সমরক্ষেত্রে নিয়ে গিয়েছি, আর বিজয়গর্ব্বে সমরক্ষেত্র হ'তে ফিরিয়ে এনেছি। যার ইচ্ছা হয়, এই সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞায় আমায় বন্দী কর।

সকলে নিস্তব্ধ রহিল

নুরজাহান। কি! কারো সাধ্য নাই?

মহাবৎ তখন জাহাঙ্গীরকে কহিলেন—

মহাবৎ। সম্রাট্ বাঁধুন। কোন কথা কই না।

হাত আগাইয়া দিলেন

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ খাঁ! তোমায় বাঁধবার শৃঙ্খল আজও তৈরি হয় নি। যাও মহাবৎ, আমি তোমায় মার্জ্জনা করলাম।

নুরজাহান। (দাঁড়াইয়া উঠিয়া) কখন না। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান এ সমুদ্রে হয় ডুব্‌বে, না হয় তার বক্ষ পদতলে দলিত করে' চলে যাবে। সে তার তরঙ্গে ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হ'তে বেঁচে থাকবে না। মহাবৎ

যাঁকে বন্দী কর্ব্বার সাধ্য কারো না থাকে, আমি স্বয়ং তাকে বন্দী কর্ব্ব। দেখি, ভারত সম্রাজ্ঞী নুরজাহানকে বাধা দেয়, সে সাধ্য কার! কে?

এই বলিয়া সিংহাসন হইতে লাফাইয়া পড়িলেন

তৎক্ষণাৎ নেপথ্য হইতে লয়লা দরবার কক্ষে লম্ফ দিয়া প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

লয়লা। সে সাধ্য আমার। সে সাধ্য আমার

সকলে স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন

লয়লা। সম্রাট্! সিংহাসনে পঙ্গুর মত বসে' এই সম্রাজ্ঞীর স্বেচ্ছাচার নির্ব্বিকারভাবে দেখছেন! পুরুষের এতদূর অধোগতি! ধিক্! (পরে সাজাহানের দিকে চাহিয়া)—সাহজাদা! স্বয়ং সম্রাট্ তোমায় রক্ষা করেছেন, তুমি মুক্ত।—মহাবৎ খাঁ! তুমি মহাবৎ খাঁর মতই কাজ করেছো! যাও, তুমি মুক্ত, সম্রাট্ আজ্ঞা দিয়েছেন।—আর নুরজাহান! সম্রাজ্ঞি! আমি এই প্রকাশ্য দরবারে তোমাকে কুমার খসরুর হত্যার জন্য অভিযোগ করি। সাধ্য হয় ত অস্বীকার কর।

দুইজনে সভামধ্যে দুই ব্যাঘ্রীর মত পরস্পরের দিকে জ্বালাময়ী দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন

মহাবৎ। কাউকে বাধা দিতে হবে না সম্রাজ্ঞী
রাজভক্ত মহাবৎ খাঁ পুনরায় প্রমাণ ক
দেবে — ভারতের সম্রাট জাহাঙ্গীর। সম্রা
আমাকে মুক্তি দিয়েছেন, সাজাহানকে অভ
দিয়েছেন — আমরা মুক্ত। আসুন কুমার।
(মহাবৎ ও সাজাহানের প্রস্থান)

চতুর্থ অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—মন্ত্রী আসফের বহির্ব্বাটী। কাল—প্রভাত

রাজসভাসদ্‌গণ বসিয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

১ম সভাসদ্‌। দেখলে!

২য় সভাসদ্‌। কি?

১ম সভাসদ্‌। যা বলেছিলাম তা হোল কি না।

২য় সভাসদ্‌। কি বলেছিলে?

১ম সভাসদ্‌। বলেছিলাম যে সম্রাট্ সাম্রাজ্যের দিকে পাশ ফিরে-ছেন,—শীঘ্রই পশ্চাৎ ফির্ব্বেন।

৩য় সভাসদ্‌। হাঁ, এ কথাটা তুমি বলেছিলে বটে।

৪র্থ সভাসদ্‌। মেরুদেশে যে রকম শুন্তে পাওয়া যায় যে সূর্য্যদেব যখন অস্ত যান, ছয় মাসের জন্য যান; আমাদের সম্রাট্ এখন কিছু-কালের জন্য রাজকার্য্য থেকে অবসর নিয়েছেন।

১ম সভাসদ্‌। হাঁ এখন এটা প্রকৃতপক্ষে নুরজাহানের রাজত্বকাল।

৩য় সভাসদ্‌। যা'ই বল সম্রাজ্ঞীর রাজ্যে আমরা এক রকম সুখে আছি।

১ম সভাসদ্‌। 'সুখে আছি' কি রকম?

২য় সভাসদ্‌। এই দেশময় দিবারাত্রি নৃত্য গীত সুরার স্রোত বয়ে' চলেছে।

৪র্থ সভাসদ্‌। স্রোতে বড় একটা যেতো আস্‌তো না—যদি এই স্রোতের উপর মাঝে মাঝে না ঢেউ উঠ্‌তো।

২য় সভাসদ্। কি রকম ?

৪র্থ সভাসদ্। এই, সেদিন হুকুম বেরোলো, যে সম্রাটের অনুমতি ভিন্ন কোন সভাসদ্ মদ খেতে পাবে না ; আর তিনি যদি আজ্ঞা করেন, ত সকলেরই মদ খেতেই হবে।

৩য় সভাসদ্। এই, সব মাটি করেছে। ঐ বন্দরের রাজা আসছে।

২য় সভাসদ্। ঐ রাজাই খসরুকে হত্যা করেছে না ?

১ম সভাসদ্। হাঁ।—পাষণ্ড !

৪র্থ সভাসদ্। এঃ, আমাদের আসরটা সব ভেস্তে দিলে।

২য় সভাসদ্। আমার আশ্চর্য্য বোধ হয় যে—সম্রাটের পুত্রকে হত্যা করে'ও বেটা বেঁচে আছে।

৪র্থ সভাসদ্। শুধু বেঁচে আছে।—বাড়ছে। ওর মধ্য-দেশটা দেখ্‌ছো না ?

৩য় সভাসদ্। বেটা রাজা থেকে মহারাজা হ'য়েছে !

৪র্থ সভাসদ্। হবেন না ? উনি যে এখন শিব ছেড়ে দুর্গার ধ্যানে বসেছেন। ওঁর উপর সম্রাজ্ঞীর কৃপাদৃষ্টি পড়েছে !

২য় সভাসদ্। আচ্ছা, ঐ রাজা সম্রাটের পুত্রকে হত্যা কর্‌লে ; আর সম্রাট তাকে কিছু বল্লেন না ?

৪র্থ সভাসদ্। ওহে হুসেন ! তুমি বরং—কিন্তু—নিশ্চয় রাজনীতি কিছুই বোঝো না।

৩য় সভাসদ্। কৃষ্ণদাস ! তুমি যে সব ক্রিয়াবিশেষণগুলো এক নিঃশ্বাসে বলে' ফেল্লে।

বন্দরের রাজার প্রবেশ

৩য় সভাসদ্। মহারাজের জয় হোক।

রাজা। হেঁ হেঁ হেঁ—মহাশয়দের অনুগ্রহ! মহাশয়দের অনুগ্রহ।

৩য় সভাসদ্। মহারাজ যে খসরুকে হত্যা করে' মহারাজ খেতাব পেয়েছেন—সেটা আমরা আদবেই ভুল্‌তে পাচ্ছি না, দেখ্‌ছেন মহারাজ?

৪র্থ সভাসদ্। রাজা থেকে একেবারে মহারাজ—কি লাফটাই দিয়েছেন। বাঁদরের রাজার উপযুক্ত লাফ!—(অন্য সভাসদ্‌দিগকে) বলেছিলাম ও মহারাজ হবে।

রাজা। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—

১ম সভাসদ্। আবার পাক খাচ্ছে দেখ। পাক খাচ্ছে দেখ—উঃ কি ঘৃণ্য!

২য় সভাসদ্। ঠিক কেন্নুয়ের মত।

৪র্থ সভাসদ্। এই উপমাটি বেশ দিয়েছো হুসেন—

৩য় সভাসদ্। কুমার সাজাহান বল্লেন, যে খসরুকে হত্যা করে' আপনি তাঁর যে উপকার করেছেন—নিজের ভাইয়েও অমন করে না।

রাজা। হেঁ হেঁ হেঁ হেঁ—তা এমনই কি—এমনই কি। সামান্য কর্ত্তব্যমাত্র! সামান্য কর্ত্তব্যমাত্র!

১ম সভাসদ। কর্ত্তব্যমাত্র!—পাষণ্ড!

এই বলিয়া প্রথম সভাসদ্ রাজাকে পদাঘাত করিতে উদ্যত, এই
ভাবে তাঁহার প্রতি ধাবমান হইলে রাজা
লম্ফ দিয়া পলায়ন করিলেন

৩য় সভাসদ্। বেশ লাফ দিয়েছে। বাঁদরের রাজার কাছে চালাকি!

২য় সভাসদ্। এখন নিজের গর্দ্দানা বাঁচাও। জানো ও সম্রাজ্ঞীর জীব?

১ম সভাসদ্। ওকে মেরে আমি নিজের গর্দ্দানা দিতে স্বীকার আছি। বেটা পাষণ্ড! বন্য শৃগাল!

৪র্থ সভাসদ্। না, বন্য শৃগাল নয়। ওটা কেন্নুই।—কি উপমাটাই দিয়েছো—একেবারে ঠিক কেন্নুই।

২য় সভাসদ্। ঐ যে মন্ত্রী মহাশয় আস্ছেন।

আসফের প্রবেশ

৪র্থ সভাসদ্। কি মন্ত্রী মহাশয়! বাদশাহ আজ কিছু নূতন হুকুম জারি করেছেন?

আসফ। হাঁ, করেছেন। বাদশাহের হুকুম যে, আপনারা আজ রাত্রে সবাই মদ খান আর স্ফূর্ত্তি করুন।

৪র্থ সভাসদ্। শোভনাল্লা। এ হুকুমটার মানে আছে! বেশ বোঝা যাচ্ছে।

আসফ। কিন্তু—

৩য় সভাসদ্। দেখো—এর মধ্যে যদি 'কিন্তু' ঢোকাও ত চেঁচাবো।

আসফ। 'কিন্তু'টা এর ভেতর নয়—এর বাইরে।

২য় সভাসদ্। সে 'কিন্তু'টা কি?

আসফ। সে 'কিন্তু'টা আপনারা কিন্তু পছন্দ কর্বেন না বোধ হয়। সে বেশ একটু কিন্তু।

৩য় সভাসদ্। কি রকম?

৪র্থ সভাসদ্। কিন্তু না এবং?

আসফ। 'কিন্তু'।

৪র্থ সভাসদ্। বলে' ফেল 'কিন্তু'টা। ঝেড়ে কোপ মারো। ঘাড় পেতে আছি।

আসফ। তবে শুনুন কিন্তুটা। সম্রাট্ নিজে কাণ বিঁধিয়েছেন, আর কুণ্ডল পরেছেন। আর হুকুম দিয়েছেন যে, সভাসদ্দের কাণ বেঁধাতে হবে, আর কুণ্ডল পর্ত্তে হবে। নৈলে সভায় যাবার আপনাদের অনুমতি নেই।

২য় সভাসদ্। সে কি রকম ?

আসফ। কি রকম আবার ! ঐ রকম।

৩য় সভাসদ্। না না, তামাসা। না আসফ ?—তামাসা ?

আসফ। তবে দেখুন, এই তাঁর আজ্ঞাপত্র— আজ্ঞাপত্র দেখাইলেন

১ম সভাসদ্। এই নেও—বল্‌ছিলাম না ? সম্রাট্ এমন অপদার্থ না হ'লে এই পাষণ্ড মহারাজ হয় !

২য় সভাসদ্। তাইত।

৪র্থ সভাসদ্। এ ত ভারি গোলমেলে ব্যাপার হোল দেখ্‌ছি। আমরা যদি কাণ বিঁধিয়ে মাকড়ি পর্ত্তে সুরু করি, তা হ'লে "বাড়ীর মধ্যে"রা কি কর্ব্বেন ?

২য় সভাসদ্। কাণে কলম গুঁজ্‌বেন বোধ হয়।

১ম সভাসদ্। সে হুকুমও কবে বেরোয় দেখ না।

২য় সভাসদ্। না এ "যা ইচ্ছে তাই" হুকুম।

৩য় সভাসদ্। তা আর কি হবে। চল কাণ বেঁধানো যাক্— সম্রাটের আজ্ঞা যখন।

১ম সভাসদ্। কখন না। আমরা বিদ্রোহ কর্ব্ব। ক্রীতদাসরাই কাণ বিঁধোয়—বেজায় অপমান।

৪র্থ সভাসদ্। যা ইচ্ছে তাই।

২য় সভাসদ্। তাইত।

আসফ। কি কর্ব্বেন ঠিক কর্‌লেন ;—কাণ বিঁধোবেন, না বিদ্রোহ কর্ব্বেন ?

১ম সভাসদ্। তুমি ঠাট্টা কর্চ্ছ। সম্রাটের মন্ত্রী হ'য়ে একেবারে—

৩য় সভাসদ্। হাঁ, মন্ত্রী হয়েছো, তাও সম্রাটের শালাত্বের জোরে। আমিও যদি সম্রাটের শালা হ'তাম।

আসফ। হ'তে কতক্ষণ !

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—নুরজাহানের কক্ষ। কাল—রাত্রি

নুরজাহান একাকিনী সে কক্ষে দাঁড়াইয়াছিলেন

নুরজাহান। এও একটা নেশা। ক্ষমতার প্রায় শিখরে উঠেছি, তবু আরও উঠ্‌তে চাই। কিন্তু নুরজাহান! সাবধান!—তুমি আজ সেই শিখরের কিনারায় দাঁড়িয়েছো। সাবধান!—তাইবা কেন? সাবধান কিসের জন্য?—ভয় কিসের? কার জন্য ভাব্‌ছো? আমার কন্যা—যার জন্য এত মন্ত্রণা, এত চক্রান্ত, সেও আমার বিদ্রোহী! আর কার জন্য দ্বিধা কর্বো? আজ সব বন্ধন ছিন্ন ক'রে বেরিয়েছি। এ বিশাল সংসারে আজ আমি একা। আর কাকে ভয়? কিসের জন্য ভয়?—দাও, ঘোড়া ছুটিয়ে দাও, নুরজাহান! পড়ো পড়বে। হয় জয়, না হয়—মৃত্যু। আর আমারও সাধ্যও নাই যে আমাকে ফিরাই।

আসফ ও জাহাঙ্গীরের প্রবেশ

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান, মন্ত্রী বিবেচনা করেন যে, মহাবৎ খাঁর কাছে কৈফিয়ৎ চেয়ে পাঠালে তিনি কৈফিয়ৎ দিবেন না।

নুরজাহান। কি কর্বে?

আসফ। সম্রাটের আজ্ঞাকে তুচ্ছ কর্বেন, হয়ত বিদ্রোহ কর্বেন।—সম্রাজ্ঞী! রাজ্য একটা পরিবার। রাজা পিতা। প্রজাগণ তাঁর সন্তান। রাজা সস্নেহে তাদের প্রতি ব্যবহার কর্লে তারাও সে স্নেহের প্রতিদান করে। কিন্তু রাজা তাদের বিনা কারণে উত্যক্ত কর্লে, তারাও রাজাকে উত্যক্ত করে।

নুরজাহান। করুক! তাতে ডরাই না। বিদ্রোহীর দমন কর্তে আমরা জানি।

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান! সৈন্তদের উপর মহাবৎ খাঁর অত্যন্ত প্রতিপত্তি দেখে তুমিই প্রস্তাব করেছিলে, যে তাকে সেনাপতি-পদ থেকে চ্যুত করে' বঙ্গদেশের সুবাদার করে' পাঠানো হোক। তাই তাকে কুমার পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের সুবাদার করে' পাঠানো হয়। এখন দেখছি—তাতেও তোমার আপত্তি।

নুরজাহান। আপত্তির কারণ না থাকলে আপত্তি কর্ত্তাম না জাঁহাপনা। (মহাবৎ উড়িষ্যা জয় করে শতাধিক হস্তী নিয়ে এল। কিন্তু সেগুলো এতদিনে আগ্রায় পাঠাবার দরকারও বিবেচনা করলে না।) লুঠ সব সম্রাটের সম্পত্তি—সেনাপতির নয়।

আসফ। হস্তী পাঠাবার সময় এখনও অতীত হয় নি সম্রাজ্ঞী।

নুরজাহান। অতীত হয় নি? আসফ, তুমি মন্ত্রীপদের অবমাননা কর্চ্ছ। আমি দেখতে পাচ্ছি—মহাবৎ সম্রাটের প্রভুত্ব অবাধে তুচ্ছ কর্চ্ছে—সে সুযোগ পেয়ে বঙ্গদেশে বিদ্রোহের বীজ বপন করছে।

জাহাঙ্গীর। অসম্ভব।

নুরজাহান। অসম্ভব কিছুই না, জাঁহাপনা। শুধু একটা জিনিস অসম্ভব—মরে' গিয়ে ফিরে আসা। এই মহাবৎ খাঁ সম্রাটের সম্মুখে সদর্পে বলতে পারে—"যার সাধ্য আমায় বন্দী কর।" তবু জাঁহাপনা মহাবৎ খাঁ বলে' অজ্ঞান; তবু জাঁহাপনা প্রত্যূষে প্রদোষে একবার মহাবৎ খাঁর নাম জপ করেন। মহাবৎ খাঁর উপর জাঁহাপনার অগাধ বিশ্বাস, মহাবৎ খাঁ জানে;—আর সে তার যোগ্য ব্যবহারই করছে।

জাহাঙ্গীর। আমি মানুষকে বিশ্বাস করে' যা ঠকেছি, অবিশ্বাস করে তার চেয়ে বেশী ঠকেছি, নুরজাহান।

নুরজাহান। জাঁহাপনার অভিরুচি। কিন্তু আমি এ কথা বলে' রাখি যে, সম্রাট সাজাহানের বিদ্রোহেই দারুপত্রের মত বিচলিত হয়েছিলেন; কিন্তু মহাবৎ খাঁ বিদ্রোহী হলে' সে বিরাট ঝঞ্ঝায় ভূশায়িত হবেন।

জাহাঙ্গীর। প্রিয়তমে, সাম্রাজ্যের উপর একটা শান্তি বিরাজ কর্‌ছে, কেন তাকে উত্যক্ত কর ?

নুরজাহান। জাঁহাপনা, বায়ুর অত্যধিক নিশ্চলতা ঝটিকার সূচনা করে, জানেন কি ?

জাহাঙ্গীর। তুমি কি কর্ত্তে চাও ?

নুরজাহান। আমি শুদ্ধ মহাবৎ খাঁকে বঙ্গদেশ হ'তে পাঞ্জাবে বদলী কর্ত্তে চাই। এ এমন বিশেষ কিছু নহে। তবে আমাদের রাজধানী লাহোর তার অধিকারের বহির্ভূত হইবে।

আসফ। মহাবৎ খাঁ গর্ব্বী, সে এ অপমান সহ্য কর্‌বে না।

জাহাঙ্গীর। (নুরজাহানকে) তাতে লাভ ?

নুরজাহান। তার শক্তির পরিধি হ'তে তাকে সরানো যাবে। আর সে পঞ্জাবে আমাদের চক্ষের উপর থাক্‌বে।

জাহাঙ্গীর। যা ইচ্ছা হয় কর।—আমি ভাব্‌তে পারি না, ভাব্‌তে চাহি না।

নুরজাহান। উত্তম!—মন্ত্রি! তুমি তাকে এই আজ্ঞা পাঠাবার বন্দোবস্ত কর। আমি নিজের হাতে আজ্ঞাপত্র লিখে রাখ্‌ছি।

আসফ। সম্রাটের কি এই আজ্ঞা ?

জাহাঙ্গীর। যাও আসফ।—কেন বিরক্ত কর ?

আসফ আর দ্বিরুক্তি না করিয়া চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর। তোমার সাম্রাজ্য তুমি শাসন কর প্রিয়ে। এখন নিয়ে এসো আমার সাম্রাজ্য—সুরা, সৌন্দর্য্য, সঙ্গীত।

নুরজাহান। যে আজ্ঞা জাঁহাপনা।—বাঁদি!

পরিচারিকা প্রবেশ করিল। নুরজাহান তাহাকে সঙ্কেত করিলেন। সে চলিয়া গেল। পরক্ষণেই অন্তরাল হঠাৎ খুলিয়া গেল ও অপূর্ব্ব উজ্জ্বল ভূষণে ভূষিত নর্ত্তকীবৃন্দ একটা আলোকের উচ্ছ্বাসের মত সম্রাটের দৃষ্টিপথে উদিত হইল

নুরজাহান। দেখুন জাঁহাপনা।—

জাহাঙ্গীর। এই আমার সাম্রাজ্য—মহিমাময়!—নাচো।

বাদ্যের সহিত নৃত্য আরম্ভ হইল। সুরা আসিল। নুরজাহান স্বহস্তে সুরা ঢালিয়া জাহাঙ্গীরকে দিলেন। জাহাঙ্গীর পান করিলেন। কহিলেন—

সুখের কি উৎসই আবিস্কৃত হয়েছিল। আনন্দের কি যন্ত্রই তৈরী হয়েছিল!—গাও।

নর্ত্তকীগণের গীত

গম্ভীর গরজন বাজে মৃদঙ্গে—
শিঞ্জিনী ঝিনিঝিনি উছলি সঙ্গে।
সুন্দর, মনোহারী, চঞ্চল সারি সারি,
নাচিছে নটনারী—বিবিধ ভঙ্গে—
হাস্যে, লাস্যে, বিভ্রম রঙ্গে।
উঠ তবে সঙ্গীত তালে তালে—
ছাও গগনে সে ঘন স্বরজালে;
ছিঁড়িয়া বন্ধনে ফাটিবে ক্রন্দনে,
ক্রমে সে যাবে মিশি' আকাশ অঙ্গে,
—শোক বিনীরব তান-তরঙ্গে।

জাহাঙ্গীর। কি মধুর সঙ্গীত, নুরজাহান। সে বাসনা জাগিয়ে তোলে অথচ পূর্ণ করে না; নন্দনের সৌরভ এনেই তাকে দীর্ঘনিঃশ্বাসে উড়িয়ে নিয়ে যায়; সৌন্দর্য্যের আবরণ খুলেই অমনি ঘন নীল মেঘ দিয়ে তাকে ঘিরে নিয়ে চলে' যায়! হাউয়ের মত হাহাকারে চারিদিকে ছড়িয়ে পড়ে।

নুরজাহান কিন্তু জাহাঙ্গীরের কথা শুনিতেছিলেন না; নৃত্য দেখিতেছিলেন না। তাঁহার দৃষ্টি দূরে শূন্যে নিবদ্ধ ছিল

জাহাঙ্গীর। সঙ্গীত—যার পান যেন একটা পিপাসা; উল্লাস যেন

একটা আক্ষেপ; হাস্য যেন একটা হাহাকার; আলিঙ্গন যেন একখানা ছোরা; অমৃত যেন সে গরল; স্বর্গ যেন সে নরক!—গাও আবার গাও।

নর্ত্তকীরা আবার গাইল—

গীত

আমরা এমনিই এসে ভেসে যাই—।
আলোর মতন, হাসির মতন, কুসুমগন্ধ রাশির মতন,
হাওয়ার মতন, নেশার মতন, ঢেউয়ের মতন ভেসে যাই।
আমরা অরুণ কনক কিরণে চড়িয়া নামি,
আমরা সান্ধ্য রবির কিরণে অস্তগামী;
আমরা শরৎ ইন্দ্রধনুর বরণে, জ্যোৎস্নার মত অলস চরণে,
চপলার মত চকিত চমকে, চাহিয়া, ক্ষণিক হেসে' যাই।
আমরা স্নিগ্ধ, ক্লান্ত, শান্তিসুপ্তিভরা;
আমরা আসি বটে, তবু কাহারে দিই না ধরা,
আমরা শ্যামলে, শিশিরে, গগনের নীলে,
গানে, সুগন্ধে, কিরণে—নিখিলে,
স্বপ্ন-রাজ্য হ'তে এসে, ভেসে, স্বপ্ন-রাজ্যদেশে যাই।

হঠাৎ কক্ষ অতি মৃদু অন্ধকারে ছাইয়া আসিল, ও নর্ত্তকীগণ নিমেষে অদৃশ্য হইল। নেপথ্য হইতে অতি মৃদুস্বরে বাদ্য বাজিতে লাগিল—ক্রমে ক্রমে সে বাদ্য থামিল।

সেই নিস্তব্ধ মৃদু অন্ধকারে জাহাঙ্গীর ডাকিলেন—

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান!

নুরজাহান। জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। তুমি দেবী না মানবী?

নুরজাহান। আমি পিশাচী।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—বঙ্গদেশ, মহাবৎ খাঁর ভবন। কাল—মধ্যাহ্ন

মহাবৎ খাঁ বেড়াইতে বেড়াইতে ভাবিতেছিলেন

মহাবৎ। সগর সিংহের পুত্র, রাণা প্রতাপ সিংহের ভ্রাতুষ্পুত্র, আমি মহাবৎ খাঁ—বিধর্ম্মী মোগলের দাস। বিধর্ম্মী হয়েছিলাম প্রথম যৌবনের উচ্চাশার উন্মাদনায়; প্রভুত্বের, রাজসম্মানের লোভে। সে প্রভুত্ব, সে সম্মান, আমি পেয়েছিলাম। আমি মোগলের সেনাপতি হয়েছিলাম। মোগল সেনানী আমায় মান্‌তো, যেন আমি তাদের সূর্য্য, যেন আমার শক্তি একটা দৈবশক্তি, যেন আমার কার্য্য ঈশ্বরের প্রেরণা। সম্রাজ্ঞী নুরজাহান আমায় তাই ভয় করেন। তাই তিনি আমায় সেনাপতি পদ-চ্যুত করে' বঙ্গদেশের সুবাদার করে' পাঠিয়েছেন। এই প্রভুত্ব আমি পেয়েছিলাম। কিন্তু কৈ, কিছু পেলাম কি! দেশ ধর্ম্ম ছেড়ে, স্নেহের বন্ধন ছিন্ন করে', কেন্দ্রচ্যুত হ'য়ে, উদ্‌ভ্রান্ত ধূমকেতুর মত ছুটেছি—কোথায়! নিজের ঈপ্সিত স্বর্গলাভেও বুঝি সুখ নাই। পরের জন্য, ভায়ের জন্য, দেশের জন্য, না খাটলে বুঝি সুখ অপূর্ণ র'য়ে যায়; একটা অসীম আকাঙ্ক্ষাই র'য়ে যায়।—এই যে সাহজাদা।

পরভেজের প্রবেশ

বন্দেগি সাহজাদা।

পরভেজ। মহাবৎ খাঁ! পিতা তোমার উপর অত্যন্ত বিরক্ত হয়েছেন, আর বঙ্গদেশের সুবা হ'তে চ্যুত করে তোমায় পঞ্জাবের শাসনকর্ত্তা করেছেন।

মহাবৎ। সে কি।—পঞ্জাবে?

পরভেজ। হাঁ পঞ্জাবে। তবে লাহোর তোমার অধিকারের বাহিরে রৈবে।

মহাবৎ। সে কি? কারণ?

পরভেজ। কারণ আমায় কিছু লিখেন নি। এ চিঠি তোমায় দেখাতে দিতে আমার আপত্তি নাই। এই দেখ।

পত্র দেখাইলেন

মহাবৎ। (পত্র পড়িয়া) সাহজাদা!—এর কোন কারণ অনুমান করেছেন কি?

পরভেজ। না।—আদাব মহাবৎ খাঁ।—

বলিয়া পরভেজ চলিয়া গেলেন

মহাবৎ। বুঝেছি। এও সেই নারী। আমায় সেনাপতিপদচ্যুত করে, আমায় সমরশিষ্য পরভেজের অধীন কর্ম্মচারী ক'রেও তাঁর প্রতিহিংসাপ্রবৃত্তি চরিতার্থ হয়নি। তিনি আমাকে ধাপে ধাপে নামিয়ে নিতে চান।—নুরজাহান! উচ্চাশার বিষ তোমার মাথায় উঠেছে। নিজেই পুড়ে মর্ব্বার জন্য তোমার চারিদিকে তুমি আগুন জ্বাল্‌ছ। নিজের হাতে নিজের কবর তৈরি কর্‌ছ।—তোমার বিনাশ বহুদূর নয়।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—লাহোরের প্রাসাদ অন্তঃপুর। কাল—প্রভাত

নুরজাহান একাকিনী মহার্ঘ পর্য্যঙ্কে, মখমলের তাকিয়ায় হেলিয়া বসিয়াছিলেন

নুরজাহান। আমার জীবন একটা গভীর শূন্য গহ্বর। জল নাই, তাই রক্ত দিয়ে তাকে পূর্ণ করে রেখেছি। শূন্য গহ্বরের চেয়ে সেও ভালো। আমার বর্ত্তমান একটা বিরাট নৈরাশ্য। তাই একটা বিরাট

হাহাকারে তাকে ব্যাপ্ত করে' রেখেছি। নৈলে এ নৈরাশ্যের নিস্তব্ধতা অসহ্য হ'য়ে ওঠে। আমি ছুটেছি যেন নিজে থেকে নিজে পালাবার জন্য ভাবছি—বিকারের উত্তাপে; কার্য্য কচ্ছি—অঙ্কুশতাড়নার উন্মাদনায়।

আসফ প্রবেশ করিলেন

নুরজাহান। কি সংবাদ আসফ?

আসফ। মহাবৎ খাঁ স্বয়ং এসেছেন। তিনি শিবিরের বাইরে সম্রাটের সাক্ষাতের প্রতীক্ষায় আছেন।

নুরজাহান। সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই। বল গে।

আসফ। সে কি সম্রাজ্ঞী! তিনি সাক্ষাৎ মাত্র চান, তাও—

নুরজাহান। চুপ্। উপদেশ চাই নাই। আজ্ঞা পালন কর। মহাবৎ খাঁকে বল, যে সম্রাটের আজ্ঞা এই যে, সে যেন এই মুহূর্ত্তে পঞ্জাব যাত্রা করে। সাক্ষাতের প্রয়োজন নাই।

প্রস্থান

আসফ। ভারতের বর্ত্তমান ইতিহাস দাঁড়িয়েছে—এক নারীর অবাধ স্বেচ্ছাচারের ইতিহাস।

এই সময়ে জাহাঙ্গীর সেইখানে আসিলেন। আসফ তাঁহাকে অভিবাদন করিলে জাহাঙ্গীর জিজ্ঞাসা করিলেন—

জাহাঙ্গীর। কি সংবাদ আসফ?

আসফ। সম্রাজ্ঞীর কাছে আজ্ঞার জন্য এসেছিলাম!

জাহাঙ্গীর। কি বিষয়ে?

আসফ। এই সম্রাজ্ঞীর আজ্ঞা দেখুন। আর কিছু বলার প্রয়োজন হবে না।

জাহাঙ্গীর পত্রখানি পাঠ করিয়া নীরবে প্রত্যর্পণ করিলেন

জাঁহাপনা। এই আজ্ঞা পালন কর্ত্তে হবে?

জাহাঙ্গীর। অবশ্য। যাও।

আসফ চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান—বড়ই ক্ষিপ্রবেগে ঘোড়া ছুটিয়ে দিয়েছো—

নুরজাহান পুনঃ প্রবেশ করিয়া সম্রাট্‌কে দেখিয়া কহিলেন—

নুরজাহান। এই যে সম্রাট্।

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান! তুমি মহাবৎকে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ কর্ত্তে দাও নি?

নুরজাহান। না। কেন দিই নাই শুন্‌বেন? পড়ুন এই মহাবৎ খাঁর পত্র!

জাহাঙ্গীর পত্র পাঠ করিতে লাগিলেন

সে তার জামাইকে দিয়ে এই পত্র পাঠিয়েছিল। কি স্পর্দ্ধা! আমি তার জামাতার মস্তক মুণ্ডন করে' গাধার পিঠে চড়িয়ে ফিরে পাঠিয়ে দিয়েছি।

জাহাঙ্গীর। তা না কর্‌লেও চলতো। (পত্র প্রত্যর্পণ করিলেন)

নুরজাহান। চল্‌তো? সাম্রাজ্যের একজন সামান্য প্রজা যে এ রকম কথা বল্‌তে পারে, যে সম্রাট তার প্রাণ রক্ষার জন্য কি জামিন দিতে পারেন, এ রকম দাবী—এ রকম ভাষা, যে সে ব্যবহার কর্ত্তে পারে, তার কারণ সম্রাট্ তাকে অত্যধিক ~~'নাই' দিয়েছেন।~~ প্রশ্রয় দিয়েছেন।

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান! তুমি আমার সঙ্গে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে এই রকম বাক্যালাপ কর, যেন আমি দুগ্ধপোষ্য শিশু, আর তুমি দ্বিতীয় বাইরাম খাঁ। নুরজাহান! মহাবৎ খাঁ সাম্রাজ্যের একজন যে সে সামান্য প্রজা নয়। সে সৎ, গর্ব্বী, ক্ষমতাশালী—তিনটে ভয়ানক গুণ। মনে রেখো।

নুরজাহান। আমার প্রতি সম্রাটের বিশ্বাস না থাকে, রাজ্যের রশ্মি সম্রাট্ নিজের হাতে ফিরে নে'ন।

জাহাঙ্গীর। না প্রিয়ে! আমি যা পরিত্যাগ করেছি, তা আর ফিরে নিতে চাই না। সাম্রাজ্য ধ্বংস হ'য়ে যাক্। আমি ক্ষুব্ধ নই।

নূরজাহান। (ক্ষণেক স্তম্ভিত হইয়া রহিলেন ; পরে কহিলেন) কি হয়েছে নাথ !—এমন কিছু ঘটেছে কি, যাতে আমার প্রভু আমার উপর বিরক্ত হয়েছেন ?

জাহাঙ্গীর। তোমার উপর বিরক্ত হবো ? আমি ?—তোমার কি মোহমন্ত্রে আমায় মুগ্ধ করে' রেখেছো হে যাদুকরী ! তোমার কি বিষাক্ত নিঃশ্বাসে আমায় অভিভূত ক'রে রেখেছো—হে কাল ভুজঙ্গী ! আমি তোমায় মগ্ন হ'য়ে আছি ; উঠ্‌তে পার্‌ছি না। পথ হারিয়ে গিয়েছি ; বেরোবার সাধ্য নাই।—তোমার উপর বিরক্ত হব ?

নূরজাহান। তবে জাঁহাপনা বিরক্ত হন নাই ?

জাহাঙ্গীর। না নূরজাহান। একটা কথার কথা বল্‌ছিলাম মাত্র। তোমায় সাম্রাজ্য দিয়েছি, ভোগ কর, ধ্বংস কর। আমি যে সাম্রাজ্য পেয়েছি, তার কাছে এ কিছুই নয়—চল নাট্যমন্দিরে।

নূরজাহান। চলুন।

জাহাঙ্গীর। সুরা, সৌন্দর্য্য ও সঙ্গীত আমায় ঘিরে রাখুক্‌। আর তার উপর তুমি তোমার রূপ, কণ্ঠস্বর, চুম্বন, আলিঙ্গন দাও প্রিয়ে। চক্ষু থেকে পৃথিবী নিভে যাক্‌।—ক'দিনের এই সংসার !

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরে সাজাহানের প্রাসাদ। কাল—মধ্যাহ্ন

মেবারের রাণা কর্ণসিংহ ও কুমার সাজাহান কথোপকথন করিতেছিলেন

কর্ণ। সাহজাদা আমার আতিথ্যের কোন ত্রুটি হচ্ছে না ?

সাজাহান। ত্রুটি রাণা !—আমি সপরিবারে এখানে যে শান্তি সুখে আছি, আগ্রায় তা ছিলাম না। আপনি আমার জন্য প্রাসাদ তৈরি ক'রে

দিয়েছেন, সিংহাসন তৈরি ক'রে দিয়েছেন, আমার আরাধনার জন্য মসজিদ তৈরি ক'রে দিয়েছেন।

কর্ণ। সাহজাদার যখন যা ইচ্ছা হয়, অনুগ্রহ ক'রে ব্যক্ত কর্ব্বেন। আমি সাধ্যমত তা পূর্ণ কর্ব্ব।

সাজাহান। আমার ইচ্ছা সব ব্যক্ত কর্ব্বার আগেই পূর্ণ হয়েছে।

মেবার সেনাপতি বিজয় সিংহের প্রবেশ

কর্ণ। কি সংবাদ বিজয় সিংহ?

বিজয়। বাহিরে মোগল সেনাপতি—মহাবৎ খাঁ মহারাণার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

কর্ণ। মহাবৎ খাঁ?

বিজয়। হাঁ মহারাণা।

কর্ণ। তাঁকে সসম্মানে নিয়ে এস।

বিজয় সিংহের প্রস্থান

সাজাহান। মহাবৎ খাঁ হঠাৎ এখানে!

বিজয় সিংহের সহিত মহাবৎ খাঁর প্রবেশ

মহাবৎ। বন্দেগি সাহজাদা! বন্দেগি রাণা!

সাজাহান। বন্দেগি মহাবৎ খাঁ।

রাণা। বন্দেগি সেনাপতি।

মহাবৎ। আমি এখন আর সেনাপতি নই রাণা।

সাজাহান। তা বটে—তুমি ত এখন বঙ্গের সুবাদার।

মহাবৎ। তাও নই। সম্রাজ্ঞীর অনুগ্রহে আমি সে সম্মান হ'তেও চ্যুত হয়েছি।

সাজাহান। সে কি! তবে তুমি এখন কি?

মহাবৎ। কিছু না—একজন পুরাতন রাজপুত সৈনিক। আমি বিধর্ম্মী হয়েছি বটে।—হায় সে কালিমা আর ধৌত কর্ব্বার উপায় নাই। কারণ শত তপস্যায়ও আর হিন্দু হ'তে পারি না।—তবে এবার ইচ্ছা হয়েছে, যে একবার হিন্দুর হ'য়ে লড়্‌বো, যেমন এতদিন মুসলমানের হ'য়ে লড়েছি।

সাজাহান। কি মহাবৎ। ব্যাপারখানা কি ?

মহাবৎ। ব্যাপারখানা এই—যে সম্রাট এখন আর জাহাঙ্গীর নন। —সম্রাট্ নুরজাহান। বিনা দোষে তিনি আমায় সেনাপতিপদচ্যুত করে পরভেজের অধীনে বঙ্গদেশের সুবাদার করে' পাঠান ; আবার বিনা দোষে পঞ্জাবে বদলি করেন। আমি একবার সম্রাটের সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম, তার উত্তরে আমার জামাতার মস্তকমুণ্ডন করে', গাধার পিঠে চড়িয়ে ফিরে পাঠান! তার পরে আমি নিজে শিবিরদ্বারে গিয়েছিলাম, দূরীভূত হয়েছি। —ব্যাপারখানা এই।

সাজাহান। আশ্চর্য্য সাহস নেই নারীর।

কর্ণ। তা আপনি হঠাৎ এখানে এলেন যে খাঁ সাহেব।

মহাবৎ। আপনার অধীনে একটা চাকুরী খুঁজতে। আমি পুরাতন রাজপুত সৈনিক—ধর্ম্মে যা'ই হই।—মেবার আমার জন্মভূমি। আপনি মেবারের রাণা। আপনার অধীনে একটা সৈন্যাধ্যক্ষের পদ চাই। তার অবমাননা কর্ব্ব না।

কর্ণ। আমি এই দণ্ডে আপনাকে আমার সমস্ত মেবার সৈন্যের অধিনায়ক কর্লাম।

মহাবৎ। মেবারের রাণার জয় হোক। (পরে সাজাহানকে কহিলেন) সাহজাদা! আমায় নেমকহারাম ভাব্‌বেন না। আমি মোগলের দাস হয়েছিলাম, বিধর্ম্মী হয়েছিলাম, স্বদেশের বিপক্ষে লড়েছিলাম ;—কারণ সম্রাটের নিমক খেয়েছিলাম। তবে এখন আর আমি

তাঁর কিছু ধারি না! সম্রাট্ স্বহস্তে সে বন্ধন কেটে দিয়েছেন। এতদিন একটা পিঞ্জরাবদ্ধ ব্যাঘ্রের ন্যায় গর্জ্জাচ্ছিলাম; আজ পিঞ্জর ভেঙ্গে বেরিয়েছি। একবার দেখাবো যে আমাকে এতদিন মোগলের পক্ষে ধ'রে রেখেছিল যে—সে আমার ধর্ম্ম, মোগলের শক্তি নয়।

সাজাহান। মহাবৎ খাঁ! আমি তোমার এ ক্রোধ বুঝতে পাচ্ছি। পিতা সম্রাজ্ঞীর হস্তে যন্ত্রমাত্র। সম্রাজ্ঞী এক স্বেচ্ছাচারিণী নারী—যাঁর উচ্ছৃঙ্খল রাজ্যে বাস করা কোন আত্মাভিমানী ব্যক্তির পক্ষে অসম্ভব! আমি তাই উদয়পুরে এসে রাণার আতিথ্যে বাস কচ্ছি! তুমি তাঁকে দমন কর্ত্তে চাও, এমন কি তুমি যদি এ স্বেচ্ছাচার রাজত্বকে নামিয়ে আবার হিন্দুর সাম্রাজ্য পুনঃস্থাপন কর্ত্তে চাও, তাতেও আমার সম্পূর্ণ সহানুভূতি আছে। চাও ত আমি সে উদ্দেশ্য সাধনের সাহায্য কর্ব্ব!

মহাবৎ। সাহজাদা আপনি মহৎ!—রাণা! ছয়মাসের জন্য এই সৈন্যের মধ্যে ৫০০০ রাজপুত অশ্বারোহীর নিয়োজনের অবাধ অধিকার আমি ভিক্ষা করি।

সাজাহান। এই ৫০০০ সৈনিক নিয়ে তুমি কি কর্ব্বে মহাবৎ?

মহাবৎ। সম্রাটের সঙ্গে দেখা কর্ব্বো। তিনি আমার সঙ্গে দেখা কর্ব্বেন না। কিন্তু আমি তাঁর সঙ্গে দেখা কর্ব্বো।—রাণা! আমি আর কোন বেতন চাই না। এই আমার অগ্রিম বেতন। এই অনুগ্রহটুকুর জন্য আপনার চরণে আজীবন বিক্রীত হ'য়ে থাক্‌বো।

কর্ণ। আমার কোন আপত্তি নাই, মেবার-সেনাপতি।

মহাবৎ। বর্ত্তমান সৈন্যাধ্যক্ষ কে?

কর্ণ। (বিজয় সিংহকে দেখাইয়া) ইনি। এঁর নাম বিজয় সিংহ।

মহাবৎ। বিজয় সিংহ! তুমি ৫০০০ রাজপুত অশ্বারোহী বেছে নাও। এমন ৫০০০ বেছে নেবে, যারা জয়লাভ না করে' যুদ্ধক্ষেত্র হ'তে ফেরে নি; যারা কম কথা কয়, যারা ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে।

বিজয়। যে আজ্ঞা সেনাপতি।

মহাবৎ। যারা ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে বিজয় সিংহ।—রাণা এখন আমায় একটু বিশ্রামের অনুমতি দিন। বড় ক্লান্ত হয়েছি।

কর্ণ। বিজয় সিংহ! এঁকে এখন বিশ্রামাগারে নিয়ে যাও। এঁর পরিচর্য্যা তুমি স্বয়ং পর্য্যবেক্ষণ কর।—যাও।

মহাবৎ। যারা ইঙ্গিতে প্রাণ দিতে পারে। বুঝ্‌লে বিজয় সিংহ?—রাণা! যার প্রাণের চেয়ে আত্মমর্য্যাদা বড়, সে আত্মমর্য্যাদা থাকেই থাকে। আদাব—

এই বলিয়া চলিয়া গেলেন। সঙ্গে সঙ্গে বিজয় সিংহ গেলেন

কর্ণ। সাহজাদা!

সাজাহান। রাণা!

কর্ণ। বুঝতে পাচ্ছি যে হিন্দুজাতির পতন হয়েছে কেন।

সাজাহান। কেন রাণা?

কর্ণ। যখন মনে হয় যে মহাবৎ খাঁর মত ধর্ম্মভীরু, কর্ম্মবীর ব্যক্তিকে গুটি কতক আচারগত বৈষম্যের জন্য আপনার বলে জাতির মধ্যে আলিঙ্গন করে নিতে পারি না, তখন বুঝি কেন আমাদের অধঃপতন হয়েছে। যেখানে জীবন, সেখানে সে বাহিরের জিনিষ টেনে নিজের করে' নেয়; আর যেখানে মরণ, সেখানে সে শতধা হ'য়ে নিজেই গলে' খসে' পড়ে। আমাদের এই মহাবৎকে আমরা ছেড়ে দিয়েছি—আর আপনারা আপন করে নিয়েছেন।—তাই আপনারা উঠ্‌ছেন, আর আমরা পড়্‌ছি।

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—সিন্ধুনদ

একপারে নুরজাহান ও মোগল সৈন্য, অপরপারে রাজপুত সৈন্য। মধ্যে সেতু। সেতুর উপরে রাজপুত। হস্তীর পৃষ্ঠে নুরজাহান বসিয়াছিলেন। তাঁহার সম্মুখে অশ্বপৃষ্ঠে আসফ

নুরজাহান। মহাবৎ খাঁ ৫০০০ মাত্র সৈন্য নিয়ে এসেছে, আর তোমরা সব ভয়ে বিহ্বল হয়েছো—সৈন্যাধ্যক্ষ কোথায়?

আসফ। তিনি ওপারে।

নুরজাহান। মূর্খ। ওপারে কি কর্চ্ছে—যখন সৈন্য সব এপারে। সৈন্যদের আজ্ঞা দাও, ওপারে গিয়ে রাজপুত সৈন্য আক্রমণ করুক।

আসফ। সৈন্যাধ্যক্ষ?

নুরজাহান। তোমায় সৈন্যাধ্যক্ষ নিযুক্ত কর্লাম।

আসফ। সেতুপথ অগম্য। রাজপুত সৈন্য তা অধিকার করেছে।

নুরজাহান। তা দেখেছি আসফ! সেই রাজপুত সৈন্য ভেদ করে' যাও।

আসফ। তাতে বহু মোগল সৈন্য বিনষ্ট হবে।

নুরজাহান। হোক্!—যাও আক্রমণ কর।

আসফ প্রস্থান করিলেন

আশ্চর্য্য সাহস এই মহাবৎ খাঁর! মোটে ৫০০০ সৈন্য নিয়ে মোগল সৈন্য আক্রমণ করা অসমসাহসিক বটে! ও কি শব্দ?

একজন সৈনিক শশব্যস্তে প্রবেশ করিল ও কহিল—

সৈনিক। সম্রাজ্ঞী! আমাদের সমস্ত রাজপুত সৈন্য মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যোগ দিয়েছে।"

নুরজাহান। যোগ দিয়েছে! সে কি!

সৈনিক। হাঁ জাঁহাপনা! তারা যুদ্ধের মধ্যে হঠাৎ "জয় মহাবৎ খাঁ" বলে চেঁচিয়ে উঠলো। পরে তারা সব মহাবৎ খাঁর সৈন্যের সঙ্গে মিশে গেল।

সেতু-মধ্যভাগ জ্বলিয়া উঠিল

নুরজাহান। সম্রাট এখনও ওপারে?

সৈনিক। হাঁ খোদাবন্দ্।

নুরজাহান। অগ্রসর হও—কি আসফ?

আসফ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

আসফ। সম্রাজ্ঞী! রাজপুত সৈন্য মহাবৎ খাঁর সৈন্যের সঙ্গে যোগ দিয়েছে।

নুরজাহান। তা শুনেছি। আর কিছু?

আসফ। রাজপুত সৈন্য সেতুবন্ধ পুড়িয়ে দিয়েছে। ওপারে যাবার আর উপায় নাই।

নুরজাহান। সম্রাট ওপারে?

আসফ। হাঁ, তিনি ওপারে।

নুরজাহান। সন্তরণ দিয়ে নদী পার হও! আক্রমণ কর।

আসফ। সম্রাজ্ঞী—

নুরজাহান। আক্রমণ কর।

আসফের প্রস্থান

সৈন্যগণ জলে ঝাঁপিয়া পড়িয়া সন্তরণ দিতে লাগিল

মহাবৎ খাঁর সৈন্যগণ সেতু ছাড়িয়া এপারে আসিয়া সেই সৈন্যের উপর বন্দুক চালাইতে লাগিল। নুরজাহান ওপার হইতে ইহা দেখিতেছিলেন।

পরে মাহুতকে কহিলেন—

মাহুত! হস্তী চালাও। ওপারে চল।

মাহুত। খোদাবন্দ্—

নুরজাহান। চালাও।

[পট পরিবর্ত্তন]

দৃশ্যান্তর

স্থান—সিন্ধুনদের তীরে সম্রাটের শিবির। কাল—প্রভাত

দ্বারপার্শ্বে দুইজন প্রহরী দাঁড়াইয়াছিল

প্রহরীদ্বয়। একি? এ সব কি?

দুইজন সৈনিক শশব্যস্তে সেইস্থানে আসিল ও জিজ্ঞাসা করিল—

সৈনিকদ্বয়। এই যে!—বাদসাহ কৈ?

১ম প্রহরী। কি হয়েছে? বাহিরে এত গোল কেন?

১ম সৈনিক। বাদসাহ কোথায়? শীঘ্র বল।

১ম প্রহরী। কি হয়েছে শুনি আগে।

২য় সৈনিক। রাজপুত সৈন্য শিবির আক্রমণ করেছে।

১ম প্রহরী। সে কি! কোন্ রাজপুত সৈন্য?

২য় প্রহরী। কত সৈন্য?

১য় সৈনিক। পাঁচ হাজার। যাও বাদসাহকে খবর দাও এখনই।

২য় প্রহরী। আর আমাদের সৈন্য?

১ম সৈনিক। সব ওপারে।

২য় প্রহরী। তারা খবর পায়নি?

২য় সৈনিক। পেয়েছে—যাও। আগে বাদসাহকে খবর দাও। সময় নেই।

১ম প্রহরী। আমি ডাক্‌ছি বাদসাহকে।

প্রস্থান

২য় প্রহরী। আমাদের সৈন্য এপারে কত?

১ম সৈনিক। হাজারের বেশী হবে না।

২য় প্রহরী। তারা কি কর্চ্ছে?

১ম সৈনিক। যুদ্ধ কর্চ্ছে, মর্চ্ছে! আর কি কর্ব্বে! রাজপুত সৈন্য

ক্ষেপেছে। আর নিজে মহাবৎ খাঁ তাদের সেনাপতি। (নেপথ্যে বন্দুকের ধ্বনি) ঐ—ঐ।

২য় সৈনিক। ঐ এসে পড়লো।

যুদ্ধ করিতে করিতে মহাবৎ খাঁর সৈন্য ও সম্রাট সৈন্য প্রবেশ করিল।
মহাবৎ খাঁর সৈন্যের পশ্চাতে মহাবৎ খাঁ

মহাবৎ। আর বধ কোরো না।—(সৈনিকগণ ক্ষান্ত হইলে মহাবৎ খাঁ কহিলেন)—মোগল সৈনিকগণ! অস্ত্র রাখো। নহিলে বৃথা তোমাদের হত্যা কর্ত্তে হবে। তোমাদের প্রাণ নিতে চাই না। আমি সম্রাট্‌কে চাই। অস্ত্র রাখো—যদি বাঁচতে চাও।

সম্রাটসৈন্যগণ অস্ত্র পরিত্যাগ করিল

এখন সম্রাটকে ডাক।

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলেন

জাহাঙ্গীর। এ সব গোলমাল কিসের?—এ কি! মহাবৎ খাঁ!

মহাবৎ। হাঁ জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। এর অর্থ কি মহাবৎ! ব্যাপার কি! এ বেশে! এ ভাবে!

মহাবৎ। নহিলে, দেখ্‌লাম, সম্রাটের দর্শন পাওয়া অসম্ভব। মাফ কর্ব্বেন জাঁহাপনা যে, এ উপায় অবলম্বন কর্ত্তে বাধ্য হয়েছি। কিন্তু সম্রাজ্ঞী যখন বলে' পাঠালেন, যে মহাবৎ খাঁ সম্রাটের দর্শন পাবে না; মহাবৎ খাঁ প্রতিজ্ঞা করলে যে সে দেখা কর্ব্বেই। আমি জানি জাঁহাপনা, যে অনুনয়ের চেয়ে যুক্তির জোর বেশী; কিন্তু কামানের ধ্বনির কাছে কেহই লাগে না।

জাহাঙ্গীর। আমার সৈন্য?

মহাবৎ। সব ওপারে। তারা আর এপারে আস্‌ছে না জাঁহাপনা। তার আশা কর্ব্বেন না। আমি সেতুবন্ধ পুড়িয়ে দিয়েছি।

জাহাঙ্গীর। ও!—বুঝেছি। মহাবৎ! তোমার এই ঔদ্ধত্য মার্জ্জনা কর্‌লাম, তোমার সৈন্যদের বিদায় দাও।—নিস্তব্ধ যে?

মহাবৎ। জাঁহাপনা। এরা আমার জীবনরক্ষার জন্য সমুচিত জামিন না নিয়ে যেতে চায় না।

জাহাঙ্গীর। তোমার অভিপ্রায় কি?

মহাবৎ। আমার অভিপ্রায় জাঁহাপনার ধারণা করিয়ে দেওয়া—যে মহাবৎ খাঁ ঠিক জাঁহাপনার পোষা কুকুরটি নয়, যে আপনি "তু" ক'রে ডাক্‌বেন, আর সে লেজ নাড়্‌তে নাড়্‌তে আসবে; আর আপনি "ছেই" ক'রে পদাঘাত কর্ব্বেন—আর সে লেজ গুটিয়ে পালাবে।

জাহাঙ্গীর। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া) মহাবৎ! আমি তোমার প্রতি অন্যায় করেছি বটে।—কি জামিন চাও বল।

মহাবৎ। কিছু না। জাঁহাপনা, মৃগয়ায় যাবার সময় হয়েছে। চলুন। পরে বিবেচনা করা যাবে।

জাহাঙ্গীর। মৃগয়ায়?

মহাবৎ। হাঁ জাঁহাপনা, মৃগয়ায়।

জাহাঙ্গীর। এখানে ত আমার মৃগয়ার অশ্ব নাই।

মহাবৎ। আমি দিচ্ছি।—বিজয় সিংহ! আমার সর্ব্বোৎকৃষ্ট অশ্ব জাঁহাপনার জন্য নিয়ে এসো। দেখো সে অশ্ব যেন ভারত-সম্রাটের উপযুক্ত হয়। আর তুমি স্বয়ং সসৈন্যে এঁর পার্শ্বরক্ষক রৈবে। যাও।

বিজয় সিংহ চলিয়া গেলেন

মহাবৎ। আসুন জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। (ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া)—বুঝেছি। তুমি আমাকেই জামিনস্বরূপ রাখ্‌তে চাও। আমি তবে তোমার বন্দী?

মহাবৎ। ঠিক বন্দী নন জাঁহাপনা। তবে আমি আপাততঃ জাঁহাপনার সুনামরক্ষার ভার নিলাম। জাঁহাপনা! আপনি ভারত-সম্রাট্! আপনি মহাত্মা আকবরের পুত্র! কিন্তু আপনার শাসন দাঁড়িয়েছে এক মাতালের মাতলামি, এক উন্মাদের প্রলাপ, এক উচ্ছৃঙ্খলের স্বেচ্ছাচার! কে আপনি? কোথা থেকে এসেছেন? কি স্বত্বে আপনি এক অতি পুরাতন সভ্যজাতিকে শাসন কর্ত্তে বসেছেন—যদি সে ন্যায়ের শাসন না হয়? হিন্দু এ সাম্রাজ্য হারিয়েছে, কারণ তার আশাভরসা এখানে নয় (উর্দ্ধে অঙ্গুলি দেখাইয়া) ঐখানে। সে ইহকাল হারিয়েছে, পরকালের বিষয়ে বড় অধিক ভেবে। তবু জানবেন সম্রাট—যে, যদি এ শাসন অন্যায়ের শাসন হয়, যদি এ শাসন একটা বিরাট অত্যাচার মাত্র হয়, যদি হিন্দুর এই অসীম ঔদাসীন্যকেও ক্ষেপিয়ে তোলেন, ত নিমিষে মোগল সাম্রাজ্য প্রভাতের কুজ্ঝটিকার মত বিলীন হ'য়ে যাবে।—আসুন সম্রাট!

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—আগ্রায় সম্রাটের অন্তঃপুর। কাল—সায়াহ্ন

লয়লা ও শারিয়ার কথোপকথন করিতেছিলেন

শারিয়ার। শুনেছো লয়লা? পিতার সংবাদ শুনেছো?

লয়লা। না—শুন্‌বার প্রবৃত্তি নাই।

শারিয়ার। তিনি মহাবৎ খাঁর হাতে বন্দী। আর তোমার মা—

লয়লা। আমার মা?

শারিয়ার। তিনি হস্তীপৃষ্ঠে সিন্ধুনদ পার হ'তে গিয়েছিলেন। তার পরে তাঁকে ফিরে যেতে হয়েছিল।

লয়লা। তার পরে ?

শারিয়ার। তার পরে তিনিও মহাবৎ খাঁর বন্দী। তিনি আর আসফ নানা জায়গায় মহাবৎ খাঁর সৈন্যের কাছে পরাজিত হ'য়ে শেষে মহাবৎ খাঁর বশ্যতা স্বীকার করেছেন।

লয়লা। কেয়াবাত! পাপের শাস্তি সুরু হয়েছে। ঈশ্বর আছেন।

শারিয়ার। লয়লা। তোমার আচরণ আমার কাছে একটু—

লয়লা। অদ্ভুত ঠেকে। না ?—ঐ জন্যই ত তোমায় এত ভালোবাসি।

শারিয়ার। তোমার চরিত্র আমার কাছে অদ্ভুত ঠেকে বলে' ?

লয়লা। না। তোমায় ভালোবাসি কারণ তুমি নেহাইৎ গোবেচারী।

শারিয়ার। তোমায় আমি এতদিনে বুঝতে পারলাম না!

লয়লা। পার্ব্বে না।—প্রিয়তম। একটা কথা জিজ্ঞাসা করি—আমি ছাড়া আর সবাইকে কি বুঝ্‌তে পেরেছো ? তোমার ভাইকে, তোমার বাপকে, ঠিক বুঝেছো ?

শারিয়ার। তা বুঝেছি বোধ হয়।

লয়লা। বুঝেছো। সোনার চাঁদ আমার।—না প্রিয়তম। আজ পর্য্যন্ত কেউ কাউকে বুঝ্‌তে পারে নি। পৃথিবীর প্রত্যেক মানুষের অন্ততঃ খানিকটা অন্যের কাছে চিরান্ধকার। ঈশ্বর দয়াময়, তাই এ বিধান করেছেন বোধ হয়। যদি একদিন পৃথিবীতে সমস্ত মানুষের অন্তর্জগৎ হঠাৎ উদ্‌ঘাটিত হ'য়ে যায়, ত পৃথিবীটা কি বীভৎস দেখায়।—ঈশ্বর! এ ছাড়া তোমার জগতে কি আর একটা নরক আছে ?

শারিয়ার। কিছু বুঝ্‌তে পার্‌লাম না।

লয়লা। বুঝ্‌তে চেষ্টাও কোরো না। কিছুই যে বুঝ্‌তে পারো না— ঐটুকুই তোমার চরিত্রের মাধুর্য্য। সেটুকু হারিও না। তা যদি হারাও ত তোমার মধ্যে ভালোবাস্‌বার আর কিছু থাক্‌বে না।

প্রস্থান

শারিয়ার। এত দিনে বুঝ্‌লাম না, যে লয়লা আমায় ভালোবাসে কি অবজ্ঞা করে। কিন্তু তার এ রকম ব্যবহার আমি সহ্য কর্ব্ব না। আমি এবার তাকে সোজা বল্‌বো যে, এ রকম ব্যবহার আমি ভালোবাসি না।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—সম্রাট-শিবির। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ একাকী শিবির মধ্যে পাদচারণা করিতেছিলেন ও ভাবিতেছিলেন

মহাবৎ। না তাঁর মরাই ঠিক। এই সম্রাজ্ঞীই সম্রাট্‌ পরিবারে বিচ্ছেদ বিগ্রহ অশান্তি এনেছেন ; সাম্রাজ্যে বিলাস, অত্যাচার, বিশৃঙ্খলা এনেছেন ; পৃথিবীতে একটা অসহনীয় স্পর্দ্ধা, স্বেচ্ছাচার, পাপ এনেছেন।—তাঁকে মর্ত্তে হবে। রাজপরিবারের মঙ্গলের জন্য, সাম্রাজ্যের মঙ্গলের জন্য, মানবজাতির মঙ্গলের জন্য, তাঁর মরাই ঠিক। আর সে আজই, যত শীঘ্র হয়।—এই যে সম্রাট্‌।

জাহাঙ্গীরের প্রবেশ। মহাবৎ নতশিরে সম্রাটকে অভিবাদন করিলেন

জাহাঙ্গীর। তোমার কি অভিপ্রায় মহাবৎ ?

মহাবৎ। একবার সাক্ষাৎ চেয়েছিলাম।—বসুন জাঁহাপনা।

জাহাঙ্গীর। (বসিয়া) উত্তম। বল তোমার অভিপ্রায়।

মহাবৎ। (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া ধীরে ধীরে কহিলেন)—জাঁহাপনা! আমার নিবেদন ব্যক্ত কর্ব্বার আগে একটা কথা জানানো দরকার বিবেচনা করি। সম্রাট যেন মনে না করেন যে আমি জাঁহাপনাকে নিজের আয়ত্তের মধ্যে পেয়ে কোন রকম হুকুম চালাচ্চি। তবে আমার এক অভিযোগ আছে। আমি সমদর্শী বিচার চাহি মাত্র।

জাহাঙ্গীর। কার বিপক্ষে তোমার অভিযোগ মহাবৎ খাঁ ?

মহাবৎ। (আবার ক্ষণমাত্র স্তব্ধ থাকিয়া কহিলেন)—আমি যাঁর

বিপক্ষে আজ অভিযোগ কর্চ্ছি জাঁহাপনা, তাঁর রূপ, তাঁর পদবী, তাঁর অন্য গুণ সব ভুলে যাবেন আশা করি। শুদ্ধ তিনি দোষী কি না, এর বিচার কর্ব্বেন। তার পরে যদি তিনি দোষী সাব্যস্ত হন, তবে তাঁর যোগ্য দণ্ড দিবেন—এই মাত্র প্রার্থনা করি।

জাহাঙ্গীর। উত্তম। কার বিপক্ষে তোমার অভিযোগ?

মহাবৎ। ভারত-সম্রাজ্ঞী নুরজাহানের বিপক্ষে।

জাহাঙ্গীর। তা পূর্ব্বেই বুঝেছিলাম। বল কি অভিযোগ।

মহাবৎ। প্রথম অভিযোগ এই যে, তিনি বন্দর-রাজকে দিয়ে যুবরাজ খসরুর হত্যা করান, আর তাতেই পূজ্যা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যু হয়।

জাহাঙ্গীর। অভাগা পুত্র খসরু!

মহাবৎ। দ্বিতীয় অভিযোগ এই, তিনি নিজের কোন গূঢ় অভিসন্ধি সাধনের জন্য সে হত্যার দোষ কুমার সাজাহানের স্কন্ধে চাপিয়ে তাঁকে বিদ্রোহে উত্তেজিত করেছিলেন! আর—

জাহাঙ্গীর। আর?

মহাবৎ। তৃতীয় অভিযোগ এই যে, তিনি জাঁহাপনার শুভ্র নামে কলঙ্ক এনেছেন এবং জাঁহাপনার নাম ব্যবহার করেছেন—নিজের উচ্ছৃঙ্খল প্রবৃত্তির আবরণ স্বরূপ। এই তিন অভিযোগের মধ্যে যদি কোনটি সম্রাট্ অমূলক বিবেচনা করেন, ত সম্রাজ্ঞী মুক্তি পান।

জাহাঙ্গীর। আর যদি তিনি অপরাধী হন?

মহাবৎ। দণ্ড দি'ন।

জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন

তবে অভিযোগ সত্য?

জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন

এ অপরাধের যোগ্য দণ্ড এক মৃত্যু!

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ খাঁ! শোন—

মহাবৎ। ন্যায় বিচার কর্ব্বেন।—দোহাই ধর্ম্ম!

জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন

জাঁহাপনার বিচারে সম্রাজ্ঞীর ঐ যোগ্য দণ্ড কি না?

জাহাঙ্গীর। হাঁ তাঁর যোগ্য দণ্ড মৃত্যু।

মহাবৎ। তবে সম্রাজ্ঞীর প্রতি এই প্রাণদণ্ডের আজ্ঞা দস্তখৎ করুন।

কাগজ ও লেখনী তাঁহার সম্মুখে ধরিলেন

জাহাঙ্গীর। তথাপি—

মহাবৎ। সম্রাট বিচার করেছেন। দণ্ড দি'ন!—দস্তখৎ করুন।

জাহাঙ্গীর নীরবে দস্তখৎ করিলেন

বিজয় সিংহ—

বিজয় সিংহের প্রবেশ

যাও, এই আজ্ঞা সম্রাজ্ঞীর শিবিরে নিয়ে গিয়ে সম্রাজ্ঞীকে দাও! তার পর তুমি স্বয়ং এই আজ্ঞা পালন কর। আর দ্বিতীয়বার আজ্ঞার প্রয়োজন নাই।

বিজয় সিংহ দণ্ডাজ্ঞা লইয়া চলিয়া গেলেন

এই ত সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের বিচার।—জাঁহাপনা যতদিন স্বয়ং শাসন করেছিলেন, তাঁর বিপক্ষে শত্রুরও কিছু বল্‌বার ছিল না। কারণ সে ন্যায়ের শাসন ছিল! তারপরে এই সম্রাজ্ঞীর প্রভাব সম্রাটের শুভ্র যশকে রাহুর মত গ্রাস কর্‌লে। বান্দার কাজ সেই যশকে সেই রাহুমুক্ত করা। আমরা আমাদের সম্রাট জাহাঙ্গীরকে ফিরে চাই! তার পরে আমার কাজ শেষ।

বিজয় সিংহ পুনঃ প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

বিজয় সিংহ। সম্রাজ্ঞী মৃত্যুর পূর্ব্বে একবার সম্রাটের সাক্ষাৎ ভিক্ষা করেন।

জাহাঙ্গীর মহাবৎ খাঁর মুখের দিকে চাহিলেন

মহাবৎ। সাক্ষাৎ! কিসের জন্য ?—জিজ্ঞাসা করে' এসো।

বিজয় সিংহ চলিয়া গেলেন

জাহাঙ্গীর নীরবে ভূতলে চাহিয়া রহিলেন

জানি না, সম্রাজ্ঞী নুরজাহান কি মন্ত্রবলে জাঁহাপনার মত ন্যায়পরায়নতাকে গ্রাস করে' রেখেছিলেন। কিন্তু সে মোহ, সে মেঘ যখন সরে' যাবে, তখন জাঁহাপনাই আমায় ধন্যবাদ দিবেন, জানি!

ক্ষণপরে বিজয় সিংহ পুনঃপ্রবেশ করিয়া কহিলেন—

বিজয় সিংহ। সম্রাজ্ঞী বল্লেন যে, স্ত্রী মৃত্যুর আগে একবার স্বামীর দর্শন ভিক্ষা করে।

মহাবৎ। আচ্ছা তাঁকে এইখানেই নিয়ে এসো।

বিজয় সিংহ চলিয়া গেলেন। মহাবৎ আবার জাহাঙ্গীরকে সম্বোধন করিয়া কহিলেন—

সাবধান জাঁহাপনা!—সম্রাজ্ঞীর মন্ত্রমুগ্ধ হবেন না। নিজের প্রবৃত্তির উপর রশ্মি টেনে রাখ্‌বেন। মনে রাখ্‌বেন, আপনি সেই সম্রাট জাহাঙ্গীর।

বিজয় সিংহের সহিত নুরজাহানের প্রবেশ ও অভিবাদন

নুরজাহান। এ দস্তখৎ জাঁহাপনার ?

জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন

তবে এ জাল নয়? সত্যই এ জাহাঙ্গীরের স্বাক্ষর?—আমি তাই জান্তে চেয়েছিলাম। আমার অবিশ্বাস হয়েছিল! এখন দেখ্‌ছি যে এ সত্য! আর আমার কিছু বক্তব্য নাই। এ মরণে আমার কোন ক্ষোভ নাই জাঁহাপনা। আমি মর্চ্ছি—আমার প্রিয়তমের হাতে। সে মৃত্যুও আমার প্রিয়। আমি সেই মৃত্যুকে আমার জাহাঙ্গীরের দান বলে' আলিঙ্গন কর্ব্ব। তবে মর্ব্বার আগে একবার আমার প্রিয়তমের হাতখানি চুম্বন করে' যাই যে হাতখানি আমার মৃত্যুর আজ্ঞা দস্তখৎ করেছে। প্রিয়তম!—

বলিয়া জাহাঙ্গীরের হস্তখানি চুম্বন করিলেন

সুর্য্যকান্ত চন্দ্র

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান!—এ দস্তখৎ আমার নয়।

নুরজাহান। এ দস্তখৎ জাঁহাপনার নয়?

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান, তোমার শত অপরাধ! তবে সে শত অপরাধও আমার কাছে কিছু নয়। আমার প্রাণাধিক পুত্রের হত্যা, সম্রাজ্ঞী রেবার মৃত্যুও যখন নির্ব্বাক্ হ'য়ে সহ্য করেছি, তখন বুঝ্‌তে পারো নুরজাহান, যে এ দস্তখৎ আমার নয়। আমার হাত দস্তখৎ করেছে বটে, কিন্তু দস্তখৎ মহাবৎ খাঁর।

নুরজাহান। (মহাবৎ খাঁর পানে চাহিয়া) বুঝেছি! আর আমার কিছু বলবার নাই। মহাবৎ খাঁ, তুমি জিতেছো।—যখন তুমি জাহাঙ্গীরের হাত দিয়ে নুরজাহানের মৃত্যুর আজ্ঞা দস্তখৎ করিয়ে নিয়েছো—যা পৃথিবীতে কেউ পার্ত্ত না—তখন আমার সম্পূর্ণ হার। (মহাবৎ খাঁর দিকে ঈষৎ নতশির হইলেন) তবে মনে রেখো মহাবৎ খাঁ, এ জয়ে তোমার গৌরব নাই।—আমি দুর্ব্বল নারী মাত্র। তুমি বীর, তুমি পুরুষ! আর আমি যাই হই, নারী মাত্র। এ জয়ে তোমার পৌরুষ নাই। আমি অবনতশিরে আমার পরাজয় স্বীকার করি। (জাহাঙ্গীরকে)—তবে যাই নাথ! এই জীবনের রাজ্য হ'তে মরণের দেশে; এই আলোকের লোক হ'তে অন্ধকারের গহ্বরে; এই উৎসবের মন্দির হ'তে নিস্তব্ধতার জগতে! বিদায় দিন প্রাণেশ্বর!

জানু পাতিলেন

জাহাঙ্গীর। (উঠিয়া নুরজাহানকে উঠাইয়া বক্ষে ধারণ করিয়া) নুরজাহান, আমার জীবনের আলোক! আমার হৃদয়ের অধীশ্বরি! আমার ইহজগতের সর্ব্বস্ব!

নুরজাহান। প্রিয়তমের প্রেমের আলোক আমার মৃত্যুর পথ আলোকিত করুক!—প্রাণেশ্বর! মর্ত্তে ভয় করি না। কিন্তু সত্য কথা, মর্ত্তে আমার ইচ্ছা ছিল না। কে মর্ত্তে চায়? যে চিররুগ্ন, যে চিরনির্ব্বাসিত,

যার সংসারে কেউ নাই বা সব গিয়েছে ; যাকে মানুষ পরিত্যাগ করেছে, ঈশ্বর অভিশাপ দিয়ে মুখ ফিরিয়ে নিয়েছেন ;—সেও মর্ত্তে চায় না। (কম্পিত স্বরে) আমার ত সব ছিল—অনুপম রূপ, অতুল ঐশ্বর্য্য, দেবতার মত স্বামী! আমার সব ছিল। (কম্পিত স্বরে) আমার এখনও বেঁচে আশ মিটেনি, ভোগ ক'রে আশ মিটেনি, ভালোবেসে আশ মিটেনি! প্রাণ! প্রিয়তম! জীবিতেশ্বর!

জাহাঙ্গীরের বক্ষে পড়িয়া কাঁদিতে লাগিলেন

জাহাঙ্গীর। (গদ্গদস্বরে) মহাবৎ!

মহাবৎ। সম্রাট্!

জাহাঙ্গীর। এক অনুরোধ!—

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন সম্রাট্! আমি প্রতিজ্ঞা কর্চ্ছি যে ভারত-সম্রাটের যে কোন আজ্ঞা তাঁহার ভক্ত প্রজা মহাবৎ খাঁ অবনত শিরে পালন কর্ব্বে।

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ খাঁ! তোমার কাছে আমি নুরজাহানের প্রাণ-ভিক্ষা চাই—দেখ সে কাঁদ্‌ছে!

মহাবৎ। তাই হোক্ সম্রাট!—সম্রাজ্ঞী, আপনি মুক্ত!—সম্রাজ্ঞী নুরজাহান! আপনার অমানুষী মনীষা, অসাধারণ রূপ, বিশ্ববিজয়িনী শক্তি যা এত দিনে সাধন কর্ত্তে পারে নি, আজ এক মুহূর্ত্তে আপনার অশ্রুজল তাই সাধন কর্‌লে।

পঞ্চম অঙ্ক

প্রথম দৃশ্য

স্থান—কাবুল সন্নিহিত সম্রাট শিবির। কাল—প্রভাত

জাহাঙ্গীর ও নুরজাহান দাঁড়াইয়াছিলেন

নুরজাহান। জাঁহাপনা! মহাবৎ খাঁর প্রভুত্ব দেখছি বেশ ঘাড় পেতে নিয়েছেন!

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান! নিজের অবস্থা মনে রেখো! এই মহাবৎ খাঁর হাতে আমরা এখন বন্দী। আর যাঁর কাছে আমায় করযোড়ে তোমার জীবন ভিক্ষা চাইতে হয়েছে, তাঁর বিপক্ষে আর আমাদের অভিযোগ করা শোভা পায় না।

নুরজাহান। আমি অভিযোগ কর্চ্ছি না জনাব! আমি বল্‌ছিলাম যে, জাঁহাপনা খুব শীঘ্র পোষ মানেন।

জাহাঙ্গীর। সে তিক্ত সত্য তোমার চেয়ে আমি নিজে বেশী জানি! —নহিলে আজ আমার এ দশা হোত না।

নুরজাহান। না।

জাহাঙ্গীর। সে যাই হোক্!—আমি মহাবৎ খাঁর শাসনের কোন ত্রুটি দেখি না। তিনি আমাদের কোন কার্য্যে বাধা দেন না।

নুরজাহান। কিছু না।

জাহাঙ্গীর। কেন নুরজাহান! আমরা কাশ্মীরে যেতে চেয়েছিলাম —গিয়েছিলাম। কাবুলে আস্‌তে চেয়েছিলাম—এসেছি। মহাবৎ খাঁ ভৃত্যের মত আমাদের অনুসরণ কর্চ্ছেন।

নুরজাহান। ভৃত্যের মতই বটে!

জাহাঙ্গীর। তিনি প্রত্যহ প্রভাতে এসে অবনতশিরে আমাকে সম্রাট আর তোমাকে সম্রাজ্ঞী বলে' অভিবাদন করেন।

নুরজাহান। কি সুখেই আছেন জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। সুখেই থাকি—আর দুঃখেই থাকি—এর উপায় ত নাই।

নুরজাহান। না!

জাহাঙ্গীর। কি ভাবছো?

নুরজাহান। ভাবছি, উপায় আছে কি না।

জাহাঙ্গীর। নুরজাহান!—কেন দুঃখ কল্পনা করে' দুঃখ পাও?—শাসনের ভার গুরুভার!—গিয়েছে, গিয়েছে! আমি বলেছিলাম না? সাম্রাজ্য উচ্ছন্ন যেতে বসেছে—যাক্, আমি ক্ষুব্ধ নই।

নুরজাহান নীরবে চিন্তা করিতে লাগিলেন

জাহাঙ্গীর। সাম্রাজ্য যে চায়, শাসন করুক। এসো আমরা সম্ভোগ করি! তাতে ত কেউ বাধা দিচ্ছে না।

নুরজাহান। দিচ্ছে না যে, তার অনুগ্রহ। কিন্তু জাঁহাপনা—অনুগ্রহ শরতের মেঘের মত বড়ই খামখেয়ালী! সে বর্ষণের চেয়ে গর্জ্জন অধিক করে।

জাহাঙ্গীর। কিন্তু যখন উপায় নাই, তখন সে বিষয় ভেবে কি হবে নুরজাহান?

দৌবারিক প্রবেশ করিয়া কহিল—

দৌবারিক। খোদাবন্দ্! সেনাপতি একবার সাক্ষাৎ চান!

জাহাঙ্গীর প্রস্থান করিলেন

নুরজাহান বহির্গচ্ছন্ জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিয়া রহিলেন। জাহাঙ্গীর দৃষ্টিপথের অতীত হইলে দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া কহিলেন—

নুরজাহান। এখন আর উপায় কি! কিছুই বুঝ্‌তে পার্চ্ছি না। মেঘ করে' আস্‌ছে! পথ খুঁজে পাই না।—নুরজাহান! আর কেন? ফেরো! এখনও ফেরো!—না, আর ফির্ত্তে পারি না। পর্ব্বতের এমন জায়গায় এসেছি যে, ওঠার চেয়ে নামা ভয়াবহ। চল, চল, অগ্রসর হও নুরজাহান। এখনও শিখরে উঠতে পারো। শতরঞ্চ খেলায় দাবা হারিয়েছো; তবু জিততে পারো। খেলে যাও।

দ্বিতীয় দৃশ্য

স্থান—কাবুলের রাস্তা। কাল—গোধূলি

মহাবৎ খাঁ রাস্তার ধারে দাঁড়াইয়া দূরে চাহিয়াছিলেন

মহাবৎ। শেষে একটা সাম্রাজ্যের ভার আমার হাতে এসে পড়লো।—এ ত আমি চাই নাই। এ ঐশ্বর্য্য আজ আমায় একটা শৃঙ্খলের মত বেঁধে রেখেছে; সংকীর্ণ কক্ষের পাষাণপ্রাচীরের মত যেন সে আমার নিশ্বাস বন্ধ কর্চ্ছে; ঘৃণিত সরীসৃপের মত যেন সে আমার গা বেয়ে উঠ্‌ছে। তথাপি তাকে ছাড়বার উপায় নাই। কি গুরুভার! তথাপি তাকে বৈতে হবে! নিতে বসেছিলাম—প্রতিহিংসা নিয়েছি। কিন্তু এখন একটা মহৎ কর্ত্তব্যের ভার আমার উপর এসে পড়্‌লো। পথে যেতে এই অনাথ সাম্রাজ্যকে কুড়িয়ে পেয়েছি! একে লালন কর্ত্তে হবে। রাক্ষসীর গ্রাস থেকে তাকে রক্ষা কর্ত্তে হবে। ঐ সূর্য্য অস্ত গেল। আমিও শিবিরে যাই।

প্রস্থানোদ্যত

এমন সময়ে কয়েকজন দস্যু প্রবেশ করিয়া তাঁহার গতি রোধ করিল

মহাবৎ। কে তোমরা!

১ম দস্যু। আমরা কাবুলী।

মহাবৎ। কি চাও?

২য় দস্যু। ঐ মাথাটা।

এই বলিয়াই দস্যুগণ মহাবৎকে আক্রমণ করিল। মহাবৎ খাঁ যুদ্ধ করিতে করিতে পিছাইয়া যাইতে লাগিলেন। এমন সময়ে কতিপয় সৈনিকসহ বিজয় সিংহ প্রবেশ করিয়া তাহাদের সহিত যুদ্ধ করিয়া ভূপতিত হইলেন। মহাবৎ অবসর পাইয়া পুনরায় অগ্রসর হইলেন। দস্যুগণ পলায়ন করিল

বিজয়। সেনাপতি—সেনাপতি—

মহাবৎ। কি বিজয় সিংহ—

বিজয়। আমি সংঘাতিক আহত। আমার মৃত্যু সন্নিকট।

মহাবৎ। কি বিজয় সিংহ! তারা তোমায় বধ করেছে?

বিজয়। তা' করুক, ক্ষতি নাই! যখন প্রভুর জীবন রক্ষা কর্ত্তে পেরেছি।—তবে—মর্ব্বার আগে—এক কথা বলে যাই—প্রভুর—জীবন —নেবার—জন্য—একটা—চক্রান্ত—আর—বল্‌তে—পার্চ্ছি না—সাব—

মৃত্যু

মহাবৎ। (কিছুক্ষণ চিন্তা করিয়া) এর প্রতিশোধ নেবো।—কিন্তু এ সব কি! কাবুলীরা আমাকে এরূপ আক্রমণ করে কেন! কোনই কারণ বুঝতে পার্চ্ছি না। আমি ত এদের কোনই অনিষ্ট করিনি।

জনৈক সৈনিকের প্রবেশ

কি সৈনিক?

সৈনিক। প্রভু, আপনি সম্রাটশিবিরে যে পাহারা রেখে দিয়েছিলেন তার মধ্যে ৫০০ সৈন্য কাবুলীরা এসে বধ করেছে।

মহাবৎ। কি, এতদূর আস্পর্দ্ধা এই বর্ব্বর জাতির! উত্তম!—রাম সিং! আমার সৈন্যদের আজ্ঞা দাও যে, এই নগরের সব কাবুলীদের হত্যা করে। আর এই মুহূর্ত্তেই হত্যার ক্রিয়া আরম্ভ হোক্।

তৃতীয় দৃশ্য

স্থান—সম্রাট্‌শিবির। কাল—রাত্রি

নুরজাহান একাকিনী

নুরজাহান। আমরা সব সংসারের খেলার পুত্তলী! সে এই মুহূর্ত্তে কাউকে অত্যাদর করে' কোলে তুলে নেয়, আবার পরমুহূর্ত্তেই তাকে অবহেলায় ভূতলে নিক্ষেপ করে। আর সংসার আমাদের হাস্য-ক্রন্দনের প্রতি তেমনই বধির, যেমন শিশু তার পুত্তলীর আনন্দ অভিমান বুঝতে পারে না, অথচ পুত্তলীটিকে কোলে ক'রে নিলে কি সে সত্যই হাসে না? আর তাকে গৃহকোণে ফেলে দিলে কি সে সত্যই অভিমান করে না?—কিংবা মানুষের সুখ-দুঃখ ঈশ্বরের গ্রাহ্যই নয়। তাঁর সৃষ্টির মহা উদ্দেশ্যের মধ্যে এদের স্থান নাই। তাঁর বিরাট কারখানায় মানুষের সুখ-দুঃখ তার উৎক্ষিপ্ত স্ফুলিঙ্গ ও ধূমরাশির মত।—সে দিকে তাঁর লক্ষ্য নাই। কালের নেমি বিশ্বঘটনাবর্ত্ম দলিত ক'রে ছুটেছে—বিশ্বের বেদনার দিকে তার ভ্রূক্ষেপ নাই।

জাহাঙ্গীর প্রবেশ করিলেন

জাহাঙ্গীর। কি কোলাহল!—একটা ভয়ঙ্কর কোলাহল শুন্‌ছো না নুরজাহান?

নুরজাহান। হাঁ, শুন্‌ছি! জানেন জনাব, ও কিসের কোলাহল?

জাহাঙ্গীর। কিসের?

নুরজাহান। ও মৃত্যুর আর্ত্তনাদ। মহাবৎ খাঁর আজ্ঞায় কাবুলীদের হত্যা হচ্ছে।

জাহাঙ্গীর। কাবুলীদের হত্যা! কেন?

নুরজাহার। 'কেন'? শুন্‌বেন 'কেন'? আফিঙ্গের নেশা ছুটেছে কি!

জাহাঙ্গীর। শুনি—কেন? এর কারণ?

নুরজাহান। এর কারণ জন কয়েক কাবুলী মহাবৎ খাঁকে আজ সন্ধ্যায় পথে আক্রমণ করেছিল। ~~আর আমাদের প্রহরীসৈন্যের প্রায় ৫০০ সৈনিককে বধ করেছে।~~—এই কারণ! বেশী কিছু নয়!

জাহাঙ্গীর কাবুলীরা মহাবৎ খাঁকে আক্রমণ করেছিল কেন? ~~আর প্রহরী সৈন্যকেই বা বধ করেছে কেন?~~

নুরজাহান। গ্রহ! ~~তারা ত জানত না যে, মহাবৎ খাঁই সম্রাট! তাঁরা ভেবেছিল যে, মহাবৎ সেনাপতি।~~

জাহাঙ্গীর। কিন্তু সেনাপতিকেই বা আক্রমণ করে কেন?

নুরজাহান। জনাব! অনেকখানিই বুঝেছেন দেখছি। তবে আরও একটু বুঝুন! আমি কাবুলীদের উত্তেজিত করেছিলাম—মহাবৎ খাঁকে বধ কর্ত্তে।

জাহাঙ্গীর। তুমি!!!

নুরজাহান। হাঁ আমি। জাঁহাপনা—যে আকাশ থেকে পড়লেন! —আমি।

জাহাঙ্গীর। তুমি মহাবৎ খাঁকে হত্যা কর্ত্তে আজ্ঞা দিয়েছিলে সম্রাজ্ঞী —যে মহাবৎ খাঁ তোমার জীবন ভিক্ষা দিয়েছিলেন!

নুরজাহান। ভিক্ষা আমি চাই নাই জনাব।

জাহাঙ্গীর। না। আমি চেয়েছিলাম বটে। চাওয়া অন্যায় হয়েছিল। তোমার মরাই শ্রেয়ঃ ছিল।

নুরজাহান। তা হ'লে সম্রাটের অনুতাপ হয়েছে?

মহাবৎ খাঁর প্রবেশ ও অভিবাদন

জাহাঙ্গীর। এই যে মহাবৎ খাঁ! এ সব কি? এত কোলাহল যে?

মহাবৎ। আমি কাবুলীদের হত্যা কর্ব্বার আজ্ঞা দিয়েছি। তাদের হত্যা হচ্ছে?

জাহাঙ্গীর। হত্যার আজ্ঞা দিয়েছো কেন মহাবৎ খাঁ ?

মহাবৎ। আমার অপরাধ নাই জাঁহাপনা! আমি এদের কোন অনিষ্ট করি নাই, তথাপি এরা—

দৌবারিকের প্রবেশ

দৌবারিক। জাঁহাপনা! গুটিকতক কাবুলী ওমরাও সম্রাটের সাক্ষাৎ চান।

মহাবৎ। নিয়ে এসো।

দৌবারিকের প্রস্থান

জাঁহাপনা! এরা আমায় হত্যা কর্ব্বার জন্য গুণ্ডা লাগিয়েছিল। এরা আপনার ৫০০ নিরীহ রাজপুত সৈন্য বধ করেছে।—আমি শাস্তিবিধান করেছি।

ওমরাওগণের প্রবেশ

ওমরাওগণ। ভারত-সম্রাট্ ও ভারত-সম্রাজ্ঞীর জয় হোক্!

জাহাঙ্গীর। মহাশয়গণ! এখানে কি অভিপ্রায়ে ?

১ম ওমরাও। ভারত-সম্রাট্! এই পুরবাসীদের হত্যা নিবারণ করুন।

সম্রাটের নিকট নতজানু হইলেন। সম্রাট মহাবৎ খাঁর প্রতি চাহিলেন

নুরজাহান। সম্রাট্ ইনি নহেন। সম্রাট্ ঐ—

এই বলিয়া মহাবৎ খাঁকে দেখাইলেন

ওমরাওগণ স্তম্ভিতভাবে মহাবৎ খাঁর দিকে চাহিয়া পুনরায় জাহাঙ্গীরের প্রতি চাহিলেন

জাহাঙ্গীর। সত্য কথা ওমরাওগণ! এই সেনাপতির উপর অত্যাচার হয়েছে। তাঁর ক্ষমা ভিক্ষা করুন। এ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নাই।

১ম ওমরাও। সেনাপতি! তবে আপনি এই পুরবাসীদের রক্ষা করুন।

মহাবৎ। মহাশয়গণ! এ উত্তম! আমায় হত্যা কর্ব্বার আয়োজন ক'রে নিষ্ফল হ'য়ে—এখন আমার কৃপা ভিক্ষা কর্ত্তে এসেছেন। আমার এই ৫০০ রাজপুত আপনার কি অনিষ্ট করেছিল জনাব!

১ম ওমরাও। আমরা এর কিছুই জানি না!

মহাবৎ। আপনারা এর কিছুই জানেন না?

২য় ওমরাও। সত্যই কিছুই জানি না। আমাদের বিশ্বাস করুন।

মহাবৎ। বিশ্বাস কর্‌তে পার্‌লাম না।

৩য় ওমরাও। ঐ শুনুন আর্ত্তনাদ, ঐ দেখুন, ঐ নগরের কোণে প্রদীপ্ত ধূমরাশি উঠ্‌ছে। আপনার সৈন্যেরা আমাদের ঘরে আগুন লাগাচ্ছে।

মহাবৎ। উচিত কাজ কর্চ্ছে।

৪র্থ ওমরাও। মনে করুন—যাদের হত্যা হচ্ছে, তাদের মধ্যে কত নিরীহ মহিলা, কত ধর্ম্মব্রত বৃদ্ধ, কত অসহায় শিশু আছে! তারা ত কোন অপরাধ করে নি।

মহাবৎ। করুক না করুক কিছু যায় আসে না। আপনারা ফিরে যান। যাচ্ঞা নিষ্ফল।

ওমরাওগণ জাহাঙ্গীরের নিকট নতজানু হইয়া কহিলেন—

ওমরাগণ। জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর নিজের মুখ ঢাকিলেন। কয়েকজন কাবুলী রমণী ত্রস্তভাবে উর্দ্ধশ্বাসে আসিয়া জাহাঙ্গীরের পদতলে পড়িয়া উচ্চৈঃস্বরে কহিল—

নারীগণ। জাঁহাপনা, রক্ষা করুন, রক্ষা করুন।

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ।—

মহাবৎ খাঁ নীরব রহিলেন

১ম নারী। আমাদের শিশুদের বাঁচান।

নুরজাহান। নারীগণ!—সম্রাট্ ইনি নহেন। সম্রাট্ উনি।—

মহাবৎকে দেখাইলেন

নারীগণ। (মহাবৎ খাঁর পদতলে পড়িয়া কহিলেন)—জাঁহাপনা! ভিক্ষা চাচ্ছি—আমাদের শিশুদের রক্ষা করুন। বিনিময়ে আমাদের হত্যা করুন।

মহাবৎ। ফরিদ! যাও, এ হত্যা নিবারণ কর! বল সম্রাটের আজ্ঞা! —মহাশয়গণ যান। হত্যা নিবারণের আদেশ পাঠালাম।

ফরিদ ও নারীগণের সহিত ওমরাওগণের প্রস্থান

মহাবৎ। শের আলি!

শের আলি। জনাব!

মহাবৎ। তাঁবু ভাঙো, সম্রাট্ আজমীরে ফিরে যাবেন; এ বর্ব্বর জাতির নগরে প্রবেশ কর্ব্বেন না।

শের আলির প্রস্থান

মহাবৎ কক্ষে পাদচারণা করিতে লাগিলেন। জাহাঙ্গীর নীরব রহিলেন; পরে কহিলেন—

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ।

মহাবৎ। জাঁহাপনা!

জাহাঙ্গীর। এই পিস্তল লও। আমায় বধ কর। এ অসহ্য!

মহাবৎ। বুঝেছি জাঁহাপনা! আমার এই রকম অবাধে আজ্ঞা দেওয়া জাঁহাপনার কাছে প্রীতিকর হ'তে পারে না; জানি সম্রাট্!—তবে সম্রাট্ যেন মনে করেন যে—এ সব আজ্ঞা দিচ্ছি আমি, সম্রাটের অভিভাবক-স্বরূপ। নিজে সম্রাট্ হ'য়ে বসি নাই।

নুরজাহান। সম্রাট আর কাকে বলে মহাবৎ খাঁ? ~~তুমি বিশ্বাস--~~

ঘাতকতা করে' আমাদের নিজের গৃহ হ'তে নিষ্কাশিত করে', ভিতর হ'তে আমাদের মুখের উপর আমাদেরই গৃহদ্বার রুদ্ধ করে' দিয়ে, সেই গৃহের মধ্য-কক্ষে সিংহাসনে গিয়ে বসেছো। তুমি নেমকহারামি করে' প্রভু-ভৃত্যের সম্বন্ধ উল্‌টে দিয়ে আমাদের উপর হুকুম চালাচ্ছ। তুমি সম্রাট্ আকবরের পুত্র জাহাঙ্গীরকে তোমার বন্দী রেখে তাঁর নামে তোমার স্বেচ্ছাচার আজ্ঞা প্রচার কর্চ্ছ।—সম্রাট্ আর কাকে বলে মহাবৎ খাঁ ?

মহাবৎ নীরব রহিলেন

জাহাঙ্গীর। তবু যতদিন তোমার ন্যায়ের শাসন ছিল, মহাবৎ খাঁ, আমি কথাটি কই নাই। তুমি আমার শাসন অন্যায় শাসন বলে' আমার হাত থেকে কেড়ে নিয়েছিলে,—তথাপি—

মহাবৎ। আজ্ঞা করুন সম্রাট্। "তথাপি" ?

জাহাঙ্গীর। তথাপি আমি এরকম অন্যায় কখন করি নাই। আমি একের অপরাধে অন্যের হত্যার আদেশ দিই নাই। আমি ন্যায়বিচারে আমার প্রিয়তমা সম্রাজ্ঞীর মৃত্যুদণ্ড দস্তখৎ করে' পরে তোমার কাছে আমি,—সম্রাট্ আমি, করযোড়ে তার প্রাণভিক্ষা চেয়েছি। আর এই তোমার ন্যায় বিচার!—আর আমি সম্রাট্, আমায় নিরুপায় ভাবে এই অবিচার দেখ্‌তে হচ্ছে।—না মহাবৎ, আমায় বধ কর। ভারতের সম্রাট্ জাহাঙ্গীর নতজানু হ'য়ে তোমার কাছে নিজের প্রাণদণ্ড ভিক্ষা চাচ্ছে।—

পিস্তল দিলেন

মহাবৎ। জাঁহাপনা! আপনার সাম্রাজ্য আপনি ফিরিয়ে নিন। আপনি এখন যে সম্রাট্, সেই সম্রাট্। আমি আপনার প্রজা। ক্রোধবশে অপরাধ করেছি। দণ্ড দিন। (সম্রাটের পদতলে তরবারি রাখিলেন)

জাহাঙ্গীর। মহাবৎ! এ কি! এত মহৎ তুমি! (ক্ষণেক নিস্তব্ধ থাকিয়া) মহাবৎ! ভ্রম অপরাধ মাঝে মাঝে মানুষমাত্রেরই হ'য়ে থাকে।

কিন্তু সেই ভ্রম স্বীকার করে', যে স্বেচ্ছায় সেই অপরাধের দণ্ড ঘাড় পেতে নিতে পারে, সে দেবতা নয় বটে; সে মানুষ। কিন্তু—বাহবা মনুষ শোভনাল্লা।—মহাবৎ খাঁ, এই নাও তোমার তরবারি। আমরা তোমার সর্ব্ব অপরাধ মার্জ্জনা কর্লাম।

চতুর্থ দৃশ্য

স্থান—আসফের গৃহপ্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি

আসফ ও কর্ণসিংহ দাঁড়াইয়া কথাবার্ত্তা কহিতেছিলেন

আসফ। কুমার পরভেজের বঙ্গদেশেই মৃত্যু হয়। তার পরই সম্রাজ্ঞী সম্রাট্‌কে দিয়ে এক অনুজ্ঞাপত্র লিখিয়ে নেন, যে তাঁর মৃত্যুর পর কুমার শারিয়ার সম্রাট্ হবেন। কারণ—সাজাহান সম্রাট্ হ'লে যে নুরজাহানের প্রভুত্ব যাবে, তা তিনি বেশ জানেন।

কর্ণ। কুমার সাজাহান কোথায়?

আসফ। গোলকুণ্ডায়।

কর্ণ। সম্রাটের পীড়া খুব কঠিন কি?

আসফ। বিশেষ কঠিন।

কর্ণ। মহাবৎ খাঁর খবর কিছু জানেন কি?

আসফ। জনরব যে, হঠাৎ রাজ্য ছেড়ে দিয়ে তিনি ফকির হ'য়ে বেরিয়ে গিয়েছেন।

কর্ণ। আশ্চর্য্য!—এই মহাবৎ খাঁর চরিত্র আমার কাছে একটি প্রহেলিকা বোধ হয়!

আসফ। আমি তাঁকে কতক জানি। শিলাখণ্ডের মত কঠিন, কিন্তু

আবার কুসুমের চেয়েও কোমল। তিনি বজ্রের মত অপ্রতিহত-প্রভাব, কিন্তু নারীর এক বিন্দু অশ্রু তাঁকে ভাসিয়ে নিয়ে যায়।

এই সময়ে ফকির বেশে মহাবৎ খাঁ সেই প্রাঙ্গণে প্রবেশ করিলেন

আসফ। কে তুমি! এ কি!—মহাবৎ খাঁ না?

মহাবৎ। এককালে ছিলাম বটে।

কর্ণ। আশ্চর্য্য! আপনার কথাই কচ্ছিলাম সেনাপতি।

মহাবৎ। আমার সৌভাগ্য।

আসফ। তুমি হঠাৎ এখানে কি অভিপ্রায়ে মহাবৎ খাঁ?

মহাবৎ। আপত্তি আছে? সম্রাজ্ঞীর প্রতাড়িত মহাবৎ খাঁকে কি সম্রাজ্ঞীর ভ্রাতা তাঁর গৃহে আশ্রয় দিতে অস্বীকৃত?—বলুন, ফিরে যাচ্ছি।

আসফ। সম্রাজ্ঞীর আচরণের জন্য আমায় দুষোনা মহাবৎ!—আমি তার জন্য দায়ী নহি! আর আমার নিজের কথা যদি জিজ্ঞাসা কর মহাবৎ, ত মুক্তকণ্ঠে বল্‌তে পারি, যে ভারতবর্ষে একজনও নাই, আমি যাকে মহাবৎ খাঁর মত ভক্তি করি। আমার গৃহে কেন, মহাবৎ, আমার বক্ষে এসো।

আলিঙ্গন করিলেন

মহাবৎ। রাণা—আমি আপনার রাজধানী উদয়পুরে গিয়েছিলাম। শুন্‌লাম আপনি আগ্রায়। তাই আগ্রায় এসেছি, আপনারই খোঁজে।

কর্ণ। সেনাপতি।

মহাবৎ। ছয়মাস নিজের জন্য চেয়েছিলাম। সে ছয়মাস শেষ হয়েছে। অগ্রিম বেতনস্বরূপ ৫০০০ রাজপুত সৈন্য চেয়েছিলাম। পেয়েছিলাম। আমার বাকি জীবন আপনার কাছে বিক্রীত!—আজ্ঞা করুন।

আসফ। আশ্চর্য্য! মহাবৎ! তুমি একটা সমস্যা।

মহাবৎ। কে নয়?

আসফ। তবু তুমি সকলকে ছাড়িয়ে উঠেছো!

মহাবৎ। কেন আসফ!

আসফ। তুমি সাম্রাজ্য মুঠোর মধ্যে পেয়ে ছেড়ে দিলে!

মহাবৎ। দিলাম।

আসফ। কেন মহাবৎ?

মহাবৎ। মন বিগ্‌ড়ে গেল।

আসফ। বিগ্‌ড়ে গেল?—তাই তুমি সম্রাটকে, সাম্রাজ্যকে সেই ব্যাঘ্রীর মুখের সম্মুখে রেখে এলে?

মহাবৎ। এলাম। আমার কি! ঈশ্বর এ জাল রচনা করেছেন! তিনি ছাড়ান।

কর্ণ। মহাবৎ খাঁ, ঈশ্বর নিজের হাতে কাহারও জাল রচনাও করেন না, নিজের হাতে কোন জাল ছাড়ানও না।—মানুষকে দিয়েই উভয় কাজ করান।

মহাবৎ। করুন। যাকে দিয়ে ইচ্ছা, তিনি এ জাল ছাড়ান। আমার কি!

কর্ণ। না মহাবৎ খাঁ, আপনাকেই এ জাল ছাড়াতে হবে। আপনাকে ঈশ্বর শক্তি দিয়েছেন—চাবি বন্ধ করে' রাখবার জন্য নয়।

মহাবৎ। আমি আপনার ভৃত্য। আজ্ঞা করুন।

কর্ণ। তা বলে' নয় সেনাপতি। আমি এই মুহূর্ত্তে সে বন্ধন থেকে আপনাকে মুক্ত করে' দিচ্ছি। আপনার নিজের মহত্ত্বের উপরই আমি সম্পূর্ণ নির্ভর করি।

মহাবৎ। কি কর্ত্তে হবে রাণা?

কর্ণ। এই অপদার্থ সম্রাট্ জাহাঙ্গীরকে নামিয়ে যোগ্য ব্যক্তিকে সিংহাসনে বসাতে হবে।

মহাবৎ। কে সে যোগ্য ব্যক্তি?

আসফ। সম্রাটের এক পুত্রকেই সিংহাসনে বসাতে হবে অবশ্য।

কর্ণ। নিশ্চয়ই।

আসফ। তবে সাজাহান আর শারিয়ারের মধ্যে বেছে নিতে হবে। শারিয়ার সম্রাট্ হলে' নুরজাহানই পূর্ব্ববৎ সম্রাট থাকবেন। দুর্ব্বল শারিয়ার তাঁর জামাতা।

কর্ণ। আমার মত—কুমার সাজাহানকে সম্রাট করা।

মহাবৎ। আমারও তাই মত।

আসফ। তবে বোধ হয় সম্রাট জাহাঙ্গীরকে সিংহাসনচ্যুত করার প্রয়োজন হবে না। হাকিমের মতে তাঁর জীবন আর একমাস কি দুই মাসের অধিককাল স্থায়ী হবে না। কিন্তু নুরজাহান শারিয়ারের জন্য যুদ্ধ কর্ব্বেন। কারণ সম্রাটকে দিয়ে তিনি শারিয়ার ভারতের ভবিষ্যৎ সম্রাট বলে' লিখিয়ে নিয়েছেন।

মহাবৎ। উত্তম। আমরা তার জন্যে প্রস্তুত থাকবো।—এখন বড় শ্রান্ত হয়েছি।—আসফ, তোমার বাড়ীতে আজ থাক্‌বার একটু জায়গা দিবে?

আসফ। সে কি! মহাবৎ। তুমি আমার ভাই। এসো ভিতরে এসো।—না, রোসো। আমি আগে গিয়ে দেখি?

প্রস্থান

মহাবৎ। রাণা, আপনি আগ্রার সিংহাসনে বস্‌তে চান?

কর্ণ। আমি?

মহাবৎ। হাঁ, ইচ্ছা কর্লে এই সুযোগে নব হিন্দুসাম্রাজ্য স্থাপন কর্তে পারি। আমি মুসলমান হয়েছি। কিন্তু—যাক্, যার উপায় নাই তা ভেবে কি হবে—আপনি আগ্রার সিংহাসন চান?—এটা সে সময় মনে হয় নি।

কর্ণ। কোন্ সময়?

মহাবৎ। যখন সাম্রাজ্য ছেড়ে দিয়ে আসি।—তবু এখনও সময় আছে। আপনি হিন্দুসাম্রাজ্যের উদ্ধার কর্তে চান?

কর্ণ। না সেনাপতি!

মহাবৎ। কেন রাণা?

কর্ণ। কারণ, এ সাম্রাজ্য আমরা হিন্দু যদিও পুনরধিকার করি, তা রাখতে পার্ব্বো না।

মহাবৎ। কারণ?

কর্ণ। কারণ আমি ভেবে দেখেছি—যে যতদিন আমরা হিন্দুজাতি আবার মানুষ না হ'তে পারি, ততদিন হিন্দুর স্বাধীন সাম্রাজ্য বিকারের স্বপ্ন। আমরা জাতটা বড়ই ছোট হ'য়ে গিয়েছি খাঁ সাহেব। ভায়ের ভালোর চেষ্টা করা দূরে থাকুক, তার ভালো দেখতে পর্য্যন্ত পারি না। অন্য জাতির যদি কেহ আমাদের শোষণ করে, তা ঘাড় পেতে নেব। কিন্তু আমার ভাই আমার উপর যে কর্ত্তৃত্ব কর্ব্বে, তা সৈতে পারি না। আমি সম্রাট্ হ'লে সমস্ত হিন্দুর চোখ টাটাবে। আবার দেশে রক্তস্রোত বৈবে। তার চেয়ে পরের শাসনে তারা সুখে আছে।

মহাবৎ। সত্য কথা। নহিলে হিন্দুর এ দুর্দ্দশা হবে কেন!

আসফের পুনঃ প্রবেশ

আসফ। এসো মহাবৎ।

মহাবৎ। বন্দেগি রাণা।

কর্ণ। বন্দেগি সেনাপতি। বন্দেগি মন্ত্রীমহাশয়!

আসফ। বন্দেগি রাণা।

মহাবৎ ও আসফ একদিকে ও কর্ণ বিপরীত দিকে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

পঞ্চম দৃশ্য

স্থান—গোলকুণ্ডা। কাল—রাত্রি

খাদিজা একাকিনী গাহিতেছিলেন

গীত

নিতান্ত আমারই, তবু যেন সে আমার নয় ;
নিতি নিতি দেখি তবু পাই নাই পরিচয়।
বুকের মাঝারে আছে, খুঁজিয়ে না পাই কাছে ;
অন্তরে রয়েছে সদা, তবু কেন কেন ভয় !
যত ভালবাসি, যেন তত ভালবাসি নাই ;
যত পাই ভালোবাসা—আরো চাই আরো চাই ;
পলকে তাহারে পাই, পলকে হারায়ে যাই,
—মিলনে নিখিলহারা বিরহে নিখিলময়।

সাজাহান প্রবেশ করিয়া কহিলেন—

সাজাহান। খাদিজা ! পিতার মৃত্যু হয়েছে।

খাদিজা। মৃত্যু হয়েছে ?

সাজাহান। মৃত্যু হয়েছে,—এই নেও, পড় তোমার পিতার পত্র।

খাদিজা পত্র গ্রহণ করিয়া পাঠ করিতে লাগিলেন

সেই দুষ্টা উচ্চাশিনী নারী শেষে পিতাকে হত্যা কর্লে। পিতাকে বিলাসে মজ্জিত করে' বিভোর করে' রেখে—শেষে তাঁকে জীবনের মধ্যাহ্নে হত্যা কর্লে।

খাদিজা। সম্রাজ্ঞী হত্যা করেন নি ত।

সাজাহান। একে হত্যা ছাড়া আর কি বলা যায় ! শের খাঁকেও তিনি যেমন হত্যা করেছিলেন, পিতাকেও তিনি ঠিক সেই রকম হত্যা করেছেন।

খাদিজা। সাম্রাজ্যের জন্য ?

সাজাহান। হাঁ, সাম্রাজ্যের জন্য। (পরে দীর্ঘ নিঃশ্বাস ফেলিয়া) দেখ খাদিজা, তোমার পিতা লিখেছে নুরজাহান সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ কর্বেন। তিনি সহজে সাম্রাজ্য আমার হাতে দিবেন না।

খাদিজা। কি হবে সাম্রাজ্যে নাথ। চল আমরা কোন দূর বনগ্রামে যাই; সেখানে কৃষক-দম্পতি হ'য়ে সুখে জীবন অতিবাহিত করি। ভূমিখণ্ডের জন্য মারামারি কাটাকাটি কেন ?

সাজাহান। খাদিজা! এখনও তুমি সেই বালিকা।—পায়ে ধরি—মিনতি করি—একটু বড় হও।

খাদিজা। আমরা যদি কপোত কপোতী হ'তাম!

সাজাহান। তা হ'তে আমার বিশেষ আপত্তি আছে। এখন চল, আমরা আগ্রায় যাবার জন্য প্রস্তুত হই।

খাদিজা। নাথ।—

সাজাহানের হাত ধরিলেন

সাজাহান। এখন চল। প্রেমালাপ পরে হবে।

উভয়ে নিষ্ক্রান্ত হইলেন

ষষ্ঠ দৃশ্য

স্থান—নুরজাহানের কক্ষ। কাল—রাত্রি

নুরজাহান একাকিনী দাঁড়াইয়া

নুরজাহান। নুরজাহান! এই আলেয়ার পিছনে এতদিন ত ছিলে; কিছু পেলে কি? কিছু না। তবু চলেছি!—কিন্তু আজ বুঝেছি যে, আর নিজের শক্তিতে চলছি না। একটা অর্জ্জিত অভ্যাস আমায় কলের

পুতুলের মত চালিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। চল্‌ছি ;—কারণ, চলা ভিন্ন আর উপায় নাই।—মর্ত্তে যাচ্ছি।—তবু চল্‌ছি।

শারিয়ার প্রবেশ করিলেন

শারিয়ার। আমাকে ডেকেছিলেন সম্রাজ্ঞী ?

নুরজাহান। হাঁ শারিয়ার!—সম্রাট্ মর্ব্বার আগে তোমায় তাঁর উত্তরাধিকারী করে' গিয়েছেন। এই তাঁর অনুজ্ঞাপত্র। তুমি সসৈন্যে আগ্রায় ফিরে গিয়ে আগ্রার সিংহাসন অধিকার কর।

শারিয়ার। আমি!

নুরজাহান। হাঁ তুমি। আমার ভাই আসফ, মহাবৎ খাঁ আর মেবারের রাণা একত্রিত হয়েছে। তারা সাজাহানের জন্য যুদ্ধ কর্ব্বে। সাজাহান এখনো বহুদূরে! তারা আপাততঃ খসরুর এক অপগণ্ড শিশুকে সিংহাসনে খাড়া করেছে। তুমি যাও। তাদের সঙ্গে যুদ্ধ কর!

শারিয়ার। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব!

নুরজাহান। দ্বিরুক্তি কোরো না!—যাও। আমি সৈন্যদের আজ্ঞা দিয়ে দিচ্ছি।

বলিয়া চলিয়া গেলেন

শারিয়ার। আমি সম্রাট্! ভাব্‌তেও হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আমি যুদ্ধ কর্ব্ব!—এ যে কখনও ভাবি নি! পার্ব্বো ?

ভাবিতে লাগিলেন

লয়লার প্রবেশ

লয়লা। শারিয়ার!

শারিয়ার। লয়লা!

লয়লা। তুমি সাম্রাজ্যের জন্য যুদ্ধ কর্ত্তে যাচ্ছ না কি ?

শারিয়ার। হাঁ যাচ্ছি লয়লা।

লয়লা। তুমি মহাবৎ খাঁর সঙ্গে যুদ্ধ কর্ব্বে?

শারিয়ার। তার আর আশ্চর্য্য কি!

লয়লা। যুদ্ধ কি দিয়ে করে, বল দেখি! যুদ্ধ কারে বলে, জানো?

শারিয়ার। লয়লা! তুমি আমায় উপহাস কর্চ্ছ। আমি তোমার স্বামী তা জানো।

লয়লা। সেই গৌরবই তোমার পক্ষে দুর্ব্বহ। তার উপর সম্রাট্ হ'লে সামলাতে পার্ব্বে না—একেবারে মারা যাবে।

শারিয়ার। না! আমি জিনিসটা অনেকটা ধারণা ক'রে নিয়েছি। হাঁ আমি যুদ্ধ কর্ব্ব! কেন পার্ব্বো না? আমি কি মানুষ নই? তুমি আমায় চিরদিন অবজ্ঞা কর; আমি দেখাবো যে আমি এত অপদার্থ নই, যত তুমি ভাবো। হাঁ আমি যুদ্ধ কর্ব্ব। আমি সম্রাট্ হবো।

লয়লা। স্বামী! সেই কুচক্রী নারীর উর্ণনাভ জালে পড়ো না। মারা যাবে। এ সঙ্কল্প ছাড়ো।

শারিয়ার। সে কি আমি যে সম্রাট্ হয়েছি। পিতা আমায় সম্রাট্ করে' গিয়েছেন। আমার কেবল এখন সিংহাসনে বসাই বাকি। আমি যাচ্ছি সেই সিংহাসনে বসতে। যদি কেউ বাধা দেয়, যুদ্ধ কর্ব্ব।

লয়লা। বেচারী আমার!—শোনো! পালাও! এ আবর্ত্তের মধ্যে তুমি একবার পড়্‌লে আর আমি তোমায় বাঁচাতে পার্ব্বো না। আমার মায়ের গ্রাস রাক্ষসীর গ্রাস! সাবধান!

নুরজাহানের পুনঃপ্রবেশ

নুরজাহান। কি লয়লা? আমার বিরুদ্ধে শারিয়ারকে উত্তেজিত কর্চ্ছ।

লয়লা। হাঁ কচ্ছি। আমার স্বামীকে বাঁচাবার অধিকার আমার আছে।

নুরজাহান। বাঁচাবার অধিকার?

লয়লা। হাঁ, বাঁচাবার অধিকার।—হা নারী! এখনও তোমার ক্ষমতার আশা মিটে নাই? এখনও আমার স্বামীকে তোমার ক'ড়ে আঙ্গুলে জড়িয়ে সাম্রাজ্য শাসন কর্ত্তে চাও?—আহা, এই দুর্ব্বল রোগ-বিকম্পিত শীর্ণমূর্ত্তি দাঁড়াবে মহাবৎ খাঁর বিপক্ষে?

নুরজাহান। আমি আছি।

লয়লা। তুমি? তোমার কি শক্তি! তোমার শক্তি যিনি ছিলেন, তিনি আজ মাটীর নীচে—অসাড়, হিম, স্থির! আর আজ তোমারই কুমন্ত্রণায় সেনাপতি মহাবৎ খাঁ, রাণা কর্ণসিংহ, কুমার সাজাহান, তোমার নিজেরই ভাই আসফ—তোমার বিপক্ষে। তুমি আছো? আর দর্প শোভা পায় না।—না মা, আমার স্বামীকে তোমার জালে জড়িত হ'তে দেবো না।

নুরজাহান। আমার বিরুদ্ধে তুমি দাঁড়াও কি স্পর্দ্ধায় লয়লা?

লয়লা। আমার সাধু সংকল্পের স্পর্দ্ধায়।

নুরজাহান। জান আমি সম্রাজ্ঞী?

লয়লা। ছিলে বটে—সে দিন গিয়েছে নুরজাহান! এখন সম্রাজ্ঞী যদি কেউ থাকে, ত সে আমি।—শোন স্বামী। তুমি একদিন শপথ করেছিলে যে কখন সম্রাট্ হবে না। তা তুমি কখনও হবে না, হ'তে পার্ব্বে না তা জানি। তবে আমার এই পুনঃ পুনঃ নিষেধ সত্ত্বেও যদি এই উচ্চাশিনী নারীর চক্রান্তের আবর্ত্তের মধ্যে এসে পড়, আর আমি তোমায় রক্ষা কর্ত্তে পার্ব্বো না। মনে থাকে যেন।

বলিয়া প্রস্থান করিলেন

নুরজাহান। শারিয়ার! তুমি আমার এই ধৃষ্ট উদ্ধত কন্যার কথা শুনো না। তুমি সম্রাট্ হবে। আমি দীর্ঘকাল ধরে' ভারত শাসন করে' আস্‌ছি। আমি তোমার সহায়। জাহাঙ্গীরের মনোনীত সম্রাট তুমি।

তোমার কোন ভয় নাই। যাও। সসৈন্যে আগ্রা অধিকার কর। আমি আরও সৈন্য নিয়ে পরে আস্‌ছি।—যাও!

শারিয়ার চলিয়া গেলেন

নুরজাহান। (কিছুক্ষণ একাকিনী সেই কক্ষমধ্যে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ দাঁড়াইয়া রহিলেন; পরে ধীরে ধীরে কহিলেন)—বৃথা! বৃথা! বৃথা! হারে মূঢ় মানুষ!—হাস্যমুখে জয়ডঙ্কা বাজিয়ে ছুটেছিস্ সর্ব্বনাশের দিকে! বাঁচিস শুধু মৃত্যুর সঙ্গে আরো ঘনিষ্ঠ হবার জন্য! যত পাক্‌ছিস্ তত পচ্‌ছিস্! —এ জীবন একটা জীবন্ত মৃত্যু। হাস্য হাহাকারের বিকার! আলোক অন্ধকারের আর্ত্তনাদ।—আমি বেশ বুঝতে পাচ্ছি যে এ বৃথা আয়োজন। সম্মুখে আমার পতন। একেবারে শৈলশিখরের কিনারায় দাঁড়িয়েছি। আবর্ত্তের মাঝখানে পড়িছি। আর রক্ষা নাই। বিনাশের কল্লোল শুন্‌তে পাচ্ছি। নিতান্তই কাছে এসেছি। নিয়তির অদৃশ্য তর্জ্জনী অদূরে লক্ষ্য করে' আমায় যেন ডেকে বল্‌ছে,—'ঐখানে তোমার সর্ব্বনাশ, তবু তোমায় ঐখানেই যেতে হবে।' ধ্বংসের ওষ্ঠে একটা হিম কঠিন শাণিত হাসি দেখ্‌ছি! সে হাসির অর্থ—এই যে—তোমার জন্য শেষশয্যা পেতে বসে আছি।—এসো।

সপ্তম দৃশ্য

স্থান—উদয়পুরের বাদলমহল। কাল—প্রভাত

মহাবৎ খাঁ, বন্দররাজ, কর্ণসিংহ ও কর্ম্মচারিগণ। সকলে যেন কাহার অপেক্ষা করিতেছিলেন

অদূরে বাদ্যধ্বনি। পরে সম্রাট সাজাহান প্রবেশ করিলেন

সকলে। সম্রাট সাজাহানের জয় হৌক।

মহাবৎ। জাঁহাপনা!—এই বিপক্ষের নিশান—আর এই সম্রাট্ জাহাঙ্গীরের মুকুট।

সাজাহানকে দিলেন

সাজাহান। আমি আস্‌বার আগে তুমি আমার জন্য সাম্রাজ্য জয় করে' রেখেছো মহাবৎ খাঁ! তোমায় যথোচিত পুরস্কার দিবার সাধ্য আমার নাই। যে সম্মান আমি আজ বহন কর্চ্ছি, সে সম্মান তুমি হাতে পেয়েও এক মুষ্টি ধূলার মত পথে নিক্ষেপ করেছো।

কর্ণ। জাঁহাপনা—ওঁর কার্য্য সম্রাট্ হওয়া নয়, ওঁর কার্য্য সম্রাট্ তৈরি করা।

সাজাহান। সম্রাজ্ঞী বন্দী?

মহাবৎ। হাঁ জাঁহাপনা!

সাজাহান। তাঁকে মুক্ত করে' দাও মহাবৎ খাঁ।—তাঁর ভরণ-পোষণের জন্য বাৎসরিক ১০০০০ আসরফি নির্দ্ধারিত রৈল।

মহাবৎ। যে আজ্ঞা জাঁহাপনা।

সাজাহান। অন্যান্য রাজপরিবারদের কি বন্দোবস্ত হয়েছে?

বন্দররাজ। খোদাবন্দ্!—সে বন্দোবস্ত আমি করে' এসেছি।

সাজাহান। তুমি বন্দরের রাজা! সে বন্দোবস্ত করেছ। সর্ব্বনাশ!—কি বন্দোবস্ত করেছ শুনি?

রাজা। খসরুর দুই পুত্রকে হত্যা করিয়েছি। পরভেজের ত দুই পুত্রের মৃত্যু আগেই হয়। তাদের হত্যা করার আর দরকার হয় নি। শারিয়ারের পুত্রকে গলা টিপে মেরেছি আর শারিয়ারকে অন্ধ করেছি। তাঁকে আর কখনও সম্রাট হ'তে হবে না।

সাজাহান। (বজ্রাহতবৎ ক্ষণেক হতবুদ্ধি হইয়া দাঁড়াইয়া রহিলেন। পরে ভগ্নস্বরে কহিলেন)—এ কি! এসব সত্য কথা!—না মিথ্যা! —রাজা!

রাজা। সত্য কথা খোদাবন্দ্। বান্দা কি সাহসে জাঁহাপনার কাছে মিথ্যা বলবে।

সাজাহান। ওঃ কি ভীষণ! কি পৈশাচিক!—কে করেছে এসব?

রাজা। বান্দা।

সাজাহান। নুরজাহান বেগম! তুমি অনেক পাপ করেছো। কিন্তু পাপের সেরা পাপ,—এই পাপকে তোমার ক্ষমতা দিয়ে ঘিরে এতদিন রক্ষা করা। এত হত্যা! এত পৈশাচিক নিষ্ঠুরতা! আমি যে কল্পনাও কর্ত্তে পারি নি—এও সম্ভব!—প্রহরী। (রাজাকে দেখাইয়া দিলেন)

প্রহরী বাঁধিল

রাজা। এঁ্যা—আজ্ঞে খোদাবন্দ্!

সাজাহান। চুপ্!—রাজা! তুমি ভেবেছিলে যে আমার ভ্রাতাকে আমার ভ্রাতুষ্পুত্রকে হত্যা কর্লে আমি খুসী হব?—পৃথিবীতে কেউ হয়?—হাজারই শত্রু হোক্।—নিজের ভাই, নিজের ভাইপো!—উঃ—রাজা তোমায় কি শাস্তি দিব? মৃত্যু তোমার যথেষ্ট দণ্ড নয়। তোমার উচিত দণ্ড সৃষ্ট হয় নি।—কিন্তু এর দণ্ড মৃত্যুই হোক।—আমি ভাবতে পার্চ্ছি না। প্রহরি! একে বাহিরে নিয়ে যাও। আর মহাবৎ খাঁ! এইক্ষণেই একে গুলি করে' বধ কর।

মহাবৎ। কোন রাজাজ্ঞা কখন এত আনন্দের সহিত পালন করি নাই জাঁহাপনা।

প্রহরীদ্বয় রাজাকে ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। মহাবৎ খাঁ সঙ্গে সঙ্গে বাহিরে চলিয়া গেলেন

সাজাহান। অভাগা শিশুগণ! হতভাগ্য ভাই শারিয়ার!—এর জন্য আমি দায়ী নই।

বাহিরে গুলির শব্দ, রাজার আর্ত্তনাদ ও পতনের শব্দ

সাজাহান। যাক্!—পৃথিবী থেকে একটা পাপের প্রকাণ্ড ভার গেল।

কর্ণ। ভারত-সম্রাট—যা হ'য়ে গিয়েছে তার আর উপায় নাই। এখন যারা জীবিত আছেন জাঁহাপনা, তাঁদের যথাবিধি ব্যবস্থা করুন।

সাজাহান। রাণা কর্ণ! কি দিয়ে আপনার ঋণ পরিশোধ কর্ত্তে পারি জানি না। আমি যখন সম্রাজ্ঞীর সৈন্য দ্বারা আক্রান্ত, তখন রাণা আপনি আমায় আশ্রয় দিয়েছিলেন, আর মেবারের সমস্ত সৈন্য নিয়ে আমার জন্য যুদ্ধ করেছিলেন।

কর্ণ। কারণ, বুঝেছিলাম যে যুদ্ধ কচ্ছি ধর্ম্মের পক্ষে, অধর্ম্মের বিপক্ষে।

সাজাহান। তার পর দীর্ঘকাল ধরে' আপনার আতিথ্যে বাস করি; এই প্রাসাদ, এই সিংহাসন, ঐ মসজিদ, রাণা, আমারই জন্য নির্ম্মাণ করিয়ে দেন।—রাণা! আমি চলে' গেলে এগুলি আমার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপ রেখে দেবেন কি?

কর্ণ। যতদিন কালের হস্ত হতে রক্ষা কর্ত্তে পারি সম্রাট!

সাজাহান। আর ঐ মাদার মসজিদ! সে ত হিন্দুর বিধর্ম্মীর মসজিদ।

কর্ণ। হিন্দু আজ পতিত হলেও এত হীন হয় নি জাহাপনা। যত

দিন মেবার বংশে বাতি দিতে কেউ থাক্‌বে, ততদিন এ মসজিদে প্রতি সন্ধ্যায় প্রদীপ জ্বালবার জন্য তৈলের অভাব হবে না।

সাজাহান। ধন্য হিন্দুর ঔদার্য্য। আর—আমি মুসলমান হ'লেও আমার ধমনীতে তিন ভাগ হিন্দুরক্ত!—মহারাণা আপনার উষ্ণীষ খুলুন ত।

কর্ণ উষ্ণীষ খুলিলেন। সাজাহান স্বীয় উষ্ণীষ তাঁহাকে পরাইয়া তাঁহার উষ্ণীষ নিজে পরিয়া কহিলেন—

কর্ণসিংহ, আজ থেকে আমরা দুই ভাই; আর হিন্দু মুসলমান ভাই ভাই।

অষ্টম দৃশ্য

স্থান—যমুনাতীরস্থ প্রাসাদ প্রাঙ্গণ। কাল—রাত্রি

পশ্চিম আকাশে কৃষ্ণবর্ণ মেঘখণ্ড। বাতাস নিশ্চল। একটা ঝড় আসিবার পূর্ব্বাবস্থা।

আসফ ও খাদিজা তীরে প্রাসাদমঞ্চে দাঁড়াইয়া কথোপকথন করিতেছিলেন

খাদিজা। বাবা, আমার ত বোধ হয় সম্রাজ্ঞী উন্মাদিনী। তিনি নির্জ্জনে বেড়ান, হাসেন, নিজের মনে বকেন। আর একটা আশ্চর্য্য দেখি যে, তিনি মাঝে মাঝে মুষ্টিবদ্ধ করেন আর খোলেন, আর এক-দৃষ্টে তার পানে চেয়ে দেখেন।

আসফ। অভাগিনী! তাঁর ক্ষমতা গিয়েছে। তিনি এখন এক অসীম শূন্যতা অনুভব করছেন।—এখন তিনি কোথায়?

খাদিজা। জানি না। খুঁজে দেখি গিয়ে।—উঃ কি কালো মেঘ করেছে! ঝড় উঠবে।

এই সময় অন্ধ শারিয়ারের হাত ধরিয়া লয়লা সেই স্থানে উপস্থিত হইলেন

লয়লা। এই যে এখানে মামা।

আসফ। কি লয়লা!—সঙ্গে কে?

লয়লা। আমার অন্ধ স্বামী।

আসফ। কুমার শারিয়ার?—বেচারী কুমার।—তোমাকে তারা অন্ধ করেছে?

শারিয়ার। হাঁ মামা! আমাকে তারা অন্ধ করেছে! এই জগৎ আমার কাছে অসীম একাকার—কেবল একটা গাঢ় কৃষ্ণ শূন্য। আজ আমার কাছে পৃথিবী, আকাশ, নদী, পর্ব্বত, বৃক্ষ, বিহঙ্গ, সব—এক; সব সমান! ওঃ—কি নিষ্ঠুর তারা, মামা, যারা মানুষকে অন্ধ করে!

লয়লা। (রুদ্ধক্রন্দনকম্পিত স্বরে) কি নিষ্ঠুর তারা!

শারিয়ার। লয়লা, তুমি আমাকে নিষেধ করেছিলে, আমি শুনিনি। আমি শপথ করেছিলাম—ভেঙেছি। তার এই ফল।

লয়লা। সে সব কথা স্মরণ করে কাজ নাই প্রিয়তম! অতীত—অতীত। ভবিষ্যৎ—ভবিষ্যৎ।

শারিয়ার। আমার আবার ভবিষ্যৎ!—আমার ভবিষ্যৎ একটা অসীম নৈরাশ্য; বিরাট অবসাদ; জীবনব্যাপী অন্ধকার। প্রভাতের স্বর্ণরশ্মি আর আমার চক্ষের সম্মুখে নৃত্য কর্ত্তে কর্ত্তে আসবে না; নিশীথের চন্দ্র আকাশ-সমুদ্রের উপর দিয়ে জ্যোৎস্নার পাল তুলে দিয়ে আর ভেসে যাবে না; নব বসন্তোদ্গমে পৃথিবীর উপর দিয়ে শ্যামলতার ঢেউ বয়ে যাবে না।—সৌন্দর্য্য স্মৃতিমাত্র র'য়ে গেল লয়লা।

লয়লা। দুঃখ কি নাথ! আমি তোমার পাশে আছি। তারা তোমার সব কেড়ে নিতে পারে, তোমার লয়লাকে কেড়ে নিতে পারে না। দুঃখ কি? আমি আছি। আমি তোমায় বিশ্বসৌন্দর্য্যের কাহিনী শোনাবো। আর তার চেয়েও যা মনোহর, যা চক্ষে দেখা যায় না,

কেবল হৃদয়ে অনুভব করা যায়; তাই তোমায় শোনাবো! আমি তোমায় শোনাবো—মায়ের স্নেহ, স্ত্রীর প্রেম, সেবা, ভক্তের ভক্তি, কৃতজ্ঞের কৃতজ্ঞতা, ত্যাগীর ত্যাগ। কোন দুঃখ নাই নাথ। আমি আছি—

শারিয়ার। আমার সেই এক সুখ লয়লা! আমি দৃষ্টি হারিয়েছি, কিন্তু এত দিন পরে তোমায় পেয়েছি। আমার কিছুই তুমি কখন সুন্দর দেখোনি। আজ—

লয়লা। আজ তুমি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর। তোমার যেটুকু কালিমা আমার চক্ষে ছিল তা সম্রাট জাহাঙ্গীরের মৃত্যু ধৌত করে' নিয়ে গিয়েছে। মৃত্যুর পরে আর তাঁর প্রতি আমার দ্বেষ নাই। আর—তুমি আজ বড় দীন, বড় অসহায়। আজ তোমায় আমি প্রাণ ভরে' ভালোবাসি। এত ভাল তোমায় কখন বাসিনি। আজ তোমার মত সুন্দর কে।

আসফ। লয়লা! নারী দেবী হয় শুনেছি। সম্রাজ্ঞী রেবা সেই দেবী ছিলেন। কিন্তু তাঁর সে স্বর্গের কাহিনী। আমরা ভালো ধর্ত্তে পারি না। কিন্তু মর্ত্ত্যের সঙ্গীত যে স্বর্গের কাহিনীকে ছাপিয়ে উঠ্‌তে পারে, তা তুমি দেখালে।

খাদিজা। ঐ সম্রাজ্ঞী আস্‌ছেন! ঐ দেখুন নিজের মনে কি বক্‌তে বক্‌তে আস্‌ছেন।

নুরজাহান নিজের মনে কথা বলিতে বলিতে সেখানে উপস্থিত হইলেন

নুরজাহান। উঃ, কি ক্ষমতাটাই ছিল! কি অপচয়ই কর্লে! নিঃশেষ কর্লে। কিছু নাই (হস্ত মুষ্টিবদ্ধ করিয়া পরে খুলিলেন) এই দেখ।

সকলকে হাত দেখাইলেন

আসফ। সম্রাজ্ঞী!—বোন্—

নুরজাহান। আসফ না? একটা গল্প শুন্‌বে?—শোন! এক যে ছিল রাজা, তার ছিল এক রাণী। রাজা রাণীকে বড় ভাল বাস্‌তো। কিন্তু রাণী—সে ত আর মানুষ ছিল না। সে ছিল এক রাক্ষসী! মায়া জান্তো। সে সমস্ত রাজ্যটাকে মায়াপুরী ক'রে ফেল্লো! পরে সে রাজার ছেলেকে খেলো; রাজাকে খেলো; খেয়ে, নিজে রাজত্ব কর্ত্তে লাগ্‌লো। তার পর রাজার যে এক ছেলে সেই রাক্ষসীর গ্রাস থেকে পালিয়েছিল বিদেশে; সে বড় হোল, বড় হ'য়ে একদিন ডঙ্কা বাজিয়ে এসে রাক্ষসীর চুল ধরে' টেনে আছাড় মার্লো—আর সব ভেঙে গেলো।

আসফ। নুরজাহান!

নুরজাহান। কে নুরজাহান? সে ত নেই। সে ত মরে' গিয়েছে।

আসফ। শোন মেহের—

নুরজাহান। মেহের! সেও মরে' গিয়েছে। তারা দুইজনেই মরে' গিয়েছে। মেহেরউন্নিসাও গিয়েছে, নুরজাহানও গিয়েছে।

আসফ। না বোন্—

নুরজাহান। "না"—বল্লেই বিশ্বাস কর্ব্ব! আমি স্বচক্ষে দেখ্‌লাম তাদের মরে' যেতে। মেহেরউন্নিসা ছিল শের খাঁর স্ত্রী! আর নুরজাহান ছিল জাহাঙ্গীরের স্ত্রী। মেহেরউন্নিসা মার্লো শের খাঁকে; নুরজাহান মার্লো জাহাঙ্গীরকে। (মেঘগর্জ্জন) ঐ শোন জাহাঙ্গীরের কণ্ঠস্বর! কি করুণ!—কি দিয়ে মার্লো?—রূপ! রূপ!—নৈলে মর্ত্ত না! কেউই মর্ত্ত না!—রূপ নিয়ে সাম্‌লাতে পার্লো না! তাদের মেরে, তার পর বিষ খেয়ে মোলো।—মেহেরউন্নিসাও মোলো, নুরজাহানও মোলো।

আসফ। উন্মত্ততার মধ্যে একটা শৃঙ্খলা আছে।

নুরজাহান। আমি মানা করেছিলাম আসফ (আসফের ঘাড়ে হাত দিয়া)—শুন্‌লো না! মোর্‌লো। মর্ব্বে না? বিষ খেলো—মর্ব্বে না?

খাদিজা। মা!

নুরজাহান। কে! (সভয়ে ও সসম্মানে)—ও! বেগম সাহেব! সেলাম! (সেলাম করিয়া পিছু হটিলেন) সেলাম! (মেঘগর্জ্জন) ঐ!—শের খাঁর গলার আওয়াজ! কি—গম্ভীর!—শুন্‌ছো?

খাদিজা। মা ঝড় উঠেছে। ভিতরে চলুন।

নুরজাহান। এ ঝড় নয়—এ শের খাঁর তিরস্কার। সে বেঁচে থাক্‌তে কখন ভর্ৎসনা করে নি। এখন করে কেন?

লয়লা। মা—ভিতরে চল। ঝড় উঠেছে।

নুরজাহান। উঠুক! মুষলধারে বৃষ্টি নামুক। আমি দাঁড়িয়ে তাই দেখ্‌বো!—কি সুন্দর! কি ভয়ঙ্কর!

তখন নুরজাহানের বদ্ধযুগ্মমুষ্টি সম্মুখে বিলম্বিত করিয়া সেই মুহুর্মুহুঃ স্ফুরদ্বিদ্যুদ্দাম চক্ষুর্দ্বয় দিয়া যেন পান করিতে লাগিলেন

খাদিজা। উঃ কি বেগে বাতাস বইছে। ঝড় উঠেছে।

আসফ। উঃ কি বিদ্যুৎ!—কি গর্জ্জন!

লয়লা। মা আমার—এসো।

তাঁহার হাত ধরিলেন

নুরজাহান। (লয়লার ঘাড়ে হাত দিয়া) লয়লা, মেহেরউন্নিসাকে চিন্তিস্?—সে ছিল তোর মা। আর এই নুরজাহান ছিল তোর সৎমা। আর আমি?—আমি তোর কে? আমি তোর কেউ না। আমি তোর কেউ না!—(করুণ স্বরে) কেউ না। ও হো হো হো হো।

ক্রন্দন

লয়লা। না মা! তুমিই আমার মা! নুরজাহান কি মেহেরউন্নিসা আমার মা ছিল না! তুমিই আমার মা।

নুরজাহান। সত্য ?—ওঃ কি আনন্দ! সত্য ? কেমন করে' জান্লি লয়লা! (মেঘগর্জ্জন) ঐ শোন আবার!!!

স্তম্ভিতভাবে দণ্ডায়মান

লয়লা। নুরজাহান আর মেহেরউন্নিসা দুজনই ছিল সৌভাগ্য-গর্ব্বিতা উচ্চাশিনী, সুখিনী নারী। তাদের ত মেয়ের দরকার ছিল না। কিন্তু তুমি আমার হৃতবৈভবা, ক্ষোভনম্রা, দুঃখিনী জননী! তোমার যে এখন একটা মেয়ের দরকার মা! আর এই আমার অন্ধ স্বামীর স্ত্রার দরকার। তোমাদের আজ যেমন ভালোবাসি, তেমন আর কথনও বাসিনি। এখন আমি তোমাদেরই। আর কারো নই। তবে—(একহাতে শারিয়ারের ও একহাতে নুরজাহানের হাত ধরিয়া) এসো মা! এসো স্বামী আমার! আমার সহবেদনার অশ্রুজলে নিত্য তোমার দুঃখের ক্ষত ধুইয়ে দিই।—এখানেই মেয়ের কাজ। এখানেই নারীর সাম্রাজ্য।

যবনিকা পতন

গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স-এর পক্ষে
প্রকাশক ও মুদ্রাকর—শ্রীগোবিন্দপদ ভট্টাচার্য্য, ভারতবর্ষ প্রিন্টিং ওয়ার্কস,
২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা—৬